পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩০৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 274 Friday, 4 September, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ২৭৪ সংখ্যা ❋ ১৭ ভাদ্র ১৪৩৩, শুক্রবার, ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘যাদবপুরের নাম বদলে ঋষি অরবিন্দ বিশ্ববিদ্যালয় রাখা হোক’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বরঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে ‘ঋষি অরবিন্দ বিশ্ববিদ্যালয়’ রাখার সোচ্চার দাবি তুললেন ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়ক শর্বরী মুখোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে আয়োজিত একটি সভা থেকে তিনি মন্তব্য করেন, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার পেছনে ঋষি অরবিন্দ ও তাঁর ভাবধারার অন্যতম ভূমিকা ছিল। তাই তাঁর আদর্শের প্রতি সম্মান জানিয়েই এই নাম পরিবর্তনের পদক্ষেপ করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে ওই মঞ্চ থেকে তথাকথিত ‘রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি’র বিরুদ্ধে সবাইকে একজোট হয়ে লড়াই করার আহ্বান জানান তিনি। বৃহস্পতিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের তরফে ‘তেরঙ্গা যাত্রা’, জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং ‘বন্দে মাতরম’ পরিবেশন-সহ নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে একাধিক মনীষীর ছবিও টাঙান সংগঠনের সদস্যরা। এরপর ত্রিগুণা সেন অডিটোরিয়ামে ‘হরিপদ ভারতী স্মৃতিরক্ষা সমিতি’র উদ্যোগে বেদমন্ত্র পাঠ ও জাতীয়তাবাদী সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে রাহুল সিনহা, সুখেন্দুশেখর রায় এবং শর্বরী মুখোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন। সেই মঞ্চ থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামবদলের প্রস্তাব দেন যাদবপুরের বিধায়ক। জাতীয়তাবাদী চেতনার পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে শর্বরী বলেন, ‘‘ত্রিগুণা সেন মঞ্চে দাঁড়িয়ে মাওবাদ ও লেনিনবাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবাদের কথা বলাটাই একটা বড় লড়াই।’’ এর পরেই ২০২৬ সালের ৪ মে-র রাজনৈতিক প্রসঙ্গ টেনে তিনি দাবি করেন, ওই দিন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তথা হিন্দু সমাজ সংঘবদ্ধ হয়ে জয়ধ্বনি তুলেছিলেন বলেই এক বড় বিপর্যয় এড়ানো গেছে। তাঁর কথায়, ‘‘সে দিন ফলাফলে পরিবর্তন হলে যাদবপুর তো বটেই, গোটা রাজ্য আবারও এক ভয়াবহ গণহত্যা দেখত।’’

সপ্তম পে কমিশন চালুর পথে আরও বড় উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বরঃ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য বড় পদক্ষেপ করল নবান্ন। রাজ্যের কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের বেতন কাঠামো, ভাতা, পদোন্নতি এবং পেনশন-সহ নানা অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে সংগঠন ও ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে মতামত চেয়েছে সপ্তম পে কমিশন। অনলাইনে মতামত ও লিখিত স্মারকলিপি জমা নেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই একটি বিশেষ ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। কমিশন স্পষ্ট করে জানিয়েছে, আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত কেবল এই নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটের মাধ্যমেই সব ধরনের পরামর্শ ও প্রস্তাব জমা দেওয়া যাবে। ই-মেল, ডাক মারফত পাঠানো কাগজ বা অন্য কোনও হার্ডকপি এবং সরাসরি জমা দেওয়া আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। উল্লেখযোগ্যভাবে, গত ২২ জুলাই রাজ্য সরকারের তরফে সপ্তম বেতন কমিশন গঠনের সরকারি রেজোলিউশন জারি করা হয়েছিল। এরপরই এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করে সর্বসাধারণ ও সরকারি কর্মীদের কাছ থেকে ফিডব্যাক নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করল কমিশন। সরকারের এই পদক্ষেপে দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া সুবিধা ও নতুন বেতন কাঠামোর আশায় থাকা রাজ্যের লক্ষাধিক সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীরা কিছুটা হলেও আশার আলো দেখছেন।

স্বস্তিতে এনসিপিআই সাংসদরা

তৃণমূলের ২০ ‘বিদ্রোহী’কে আরও তিন সপ্তাহ সময় দিলেন স্পিকার

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বরঃ তৃণমূল কংগ্রেস ত্যাগ করে এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়া ২০ জন ‘বিদ্রোহী’ লোকসভা সাংসদকে কারণ দর্শানোর জবাবে আরও তিন সপ্তাহ বাড়তি সময় দিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। দলত্যাগবিরোধী আইনে ওই গত ২৬ আগস্ট সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদারসহ তৃণমূল ছেড়ে আসা ২০ জন সাংসদকে নোটিস পাঠায় লোকসভার সচিবালয়। প্রাথমিকভাবে জবাব দেওয়ার জন্য এক সপ্তাহ সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, যার মেয়াদ মঙ্গলবারই

সাংসদদের সদস্যপদ খারিজের আর্জি জানিয়েছিলেন লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদীয় নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভা সচিবালয়ের পাঠানো নোটিসের উত্তর দিতে ওই সাংসদরা বাড়তি সময় চেয়ে আবেদন করার পর বৃহস্পতিবার স্পিকারের দফতর থেকে সেই অনুমোদন দেওয়া হল। শেষ হয়ে যায়। তবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিটিশনের পূর্ণাঙ্গ জবাব তৈরি করতে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অর্থাৎ ২১ দিনের অতিরিক্ত সময় চান সাংসদরা। এদিন মথুরাপুরের এনসিপিআই সাংসদ বাপি হালদার নিশ্চিত করেন যে, তাঁদের আবেদন গ্রহণ করে আগামী

● এরপর ৬ পাতায়...

‘রাজ্যে আইনের শাসন নেই’

রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের সময় চেয়ে চিঠি পাঠাল কালীঘাট তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বরঃ বিজেপি জমানায় পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলার চরম অবক্ষয় এবং পুলিশি অপব্যবহারের অভিযোগ তুলে সরাসরি দেশের প্রথম নাগরিক ও রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ দাবি করল বিরোধী দল নিহত দলীয় কর্মীর বাড়িতে যাওয়ার পথে নিগৃহীত হন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁকে চা-ঘুষি মারার পাশাপাশি ডিম ছোড়া হয়। পরবর্তীতে মহুয়া মৈত্র ও সৌগত রায়ের মতো জনপ্রতিনিধিদেরও একইভাবে নিশানা করা হয়েছে।

‘কালীঘাট তৃণমূল’। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং রাজ্যপাল আর এন রবিকে চিঠি দিয়ে জরুরি সাক্ষাতের আবেদন জানিয়েছে দল। কালীঘাট তৃণমূলের অভিযোগ, রাজ্যে একের পর এক হামলা ও অশান্তির ঘটনা ঘটলেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে পুলিশ। গত ৩০ মে সোনারপুরে সম্প্রতি ক্যামাক স্ট্রিটে দলের কার্যালয়ে ভোরে অস্ত্র হাতে ‘বিজেপির গুন্ডারা’ হামলা চালিয়ে কর্মীদের ফোন কেড়ে নেয় ও ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। ঘটনার পর পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা দেখে অভিষেক প্রশ্ন তোলেন, ভোররাতে রাজনৈতিক কার্যালয়ে তাণ্ডব চালানোর পরও পুলিশ

● এরপর ৬ পাতায়...

‘ঠিক সময়ে পরিবর্তন হয়েছে বলে বেঁচে গেছি’

রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা খাদের কিনারায় ছিল বলে দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বরঃ রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ফের সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, বামফ্রন্ট আমলে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার সুযোগ কার্যত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সরকারের শেষ দশ বছরে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। তাঁর কথায়, রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেখানে সংস্কার না করলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারত। কলকাতার গোলপার্কে আরএসএসের একটি শাখা সংগঠনের বার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বৃহস্পতিবার শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে একাধিক মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই তিনি বলেন, বামফ্রন্ট সরকার ইংরেজি ভাষা-শিক্ষায় তালাচাবি লাগিয়ে দিয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, তার পরের সরকারের শেষ দশকে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থা আরও বেহাল হয়েছে। রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে তিনি যোগ করেন, ‘‘বাংলার মানুষ পরিবর্তন ও সুযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে সময় দেন। কংগ্রেসকে সময় দিয়েছেন, আর গত ১৫ বছর সময় দিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসকে। তবে সঠিক সময়ে রাজ্যে পরিবর্তন এসেছে বলেই আজ আমরা বেঁচে গেছি, নয়তো রাজ্যে ইসলামিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়ে যেত!’’ ক্ষমতায় আসার পর তাঁর সরকার

জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে বন্দে মাতরম পুরোটা গাওয়ার বিষয়েও সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন তিনি। তিনি কড়া হুঁশিয়ারি দেন, বন্দে মাতরম গানটি পুরো গাইতে হবে। তা না হলে সরকারি অনুদান ও সাহায্য দেওয়া-নেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হবে। পূর্বতন সরকারকে কাঠগড়ায় তুলে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, বিগত শাসকরা কেবল পাঠ্যক্রমেরই ক্ষতি করেনি, ফাঁকা খাতায় চাকরি দিয়ে শিক্ষক পদের পবিত্রতা নষ্ট করেছে এবং শিক্ষাঙ্গনে হিন্দু-মুসলিম বৈষম্য ছড়ানোর পাশাপাশি এনসিসি-কে নিষিদ্ধ করেছিল - যা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। বিপ্লবীদের ইতিহাস প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন, ‘‘ইতিহাস বইতে মাতঙ্গিনী হাজরা বা ক্ষুদিরাম বসুর নাম খুঁজতে এখন অনেক পাতা উল্টাতে হয়। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীর সিলেবাসে বিকৃতি ঘটিয়ে ইতিহাস ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। তবে সঠিক সময়ে পরিবর্তন আসায় এ যাত্রায় ঐতিহ্য রক্ষা পেয়েছে।’’ শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, ‘‘একটা সময়ে বামেরা বাংলার প্রচার-প্রসারে বাধা দিয়েছে। তৃণমূল যে শিক্ষা ব্যবস্থা শুরু করেছিল, তাতে রাষ্ট্রবাদ-দেশপ্রেম হারিয়ে যেতে বসেছিল।’’ এরপরই সিলেবাস প্রসঙ্গে পূর্বতন সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন তিনি। তৃণমূল সরকারের আমলে তৈরি হওয়া সিলেবাস সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘মা কে আম্মা, আকাশ কে আসমান প্ল্যান করে ভাষার বিকৃতি করা হয়েছিল। এমনভাবে সিলেবাস তৈরি করা হয়েছিল, যে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বিদ্যাসাগর বা বিবেকানন্দ ভাবেনি। শিশুমনে বিভাজন ঘটানো হয়েছিল।’’ মুখ্যমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেছেন, পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মুসলিম ছাত্রদের স্কলারশিপ দেওয়া হত। বাকি ধর্মের ছাত্রদের এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখা হত। তিনি সিলেবাস সম্পর্কে আরও বলেন, ‘‘টাটাদের ইতিহাস ছিল, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কথা ছিল, অথচ শ্যামাপ্রসাদের পশ্চিমবঙ্গ তৈরির ইতিহাস ছিল না।’’ রাজ্য জুড়ে সংস্কার আনা এবং যুবসমাজের মধ্যে দেশপ্রেমের অনুভূতি সঞ্চার করা এখন সবচেয়ে জরুরি বলে মন্তব্য করেন তিনি। গোলপার্কের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও আলোচনা শুরু হয়েছে। শিক্ষা নীতি, পাঠ্যক্রম, ইংরেজি শিক্ষা, দেশপ্রেমের চেতনা এবং শিক্ষাঙ্গনে সরকারি নীতির মতো একাধিক বিষয়কে সামনে রেখে তিনি আগের সরকারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি তুলেছেন, তা নিয়ে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা চেয়ে এবার অমিত শাহকে চিঠি তৃণমূল সাংসদ সৌগতর

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বরঃ নিজের লোকসভা কেন্দ্রে পর পর হামলার মুখে পড়ার অভিযোগ তুলে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার দাবিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখলেন দমদমের তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। ৩ সেপ্টেম্বর পাঠানো ওই চিঠিতে বর্ষীয়ান সাংসদ অভিযোগ করেছেন, গত ১৮ আগস্ট তাঁর ওপর ঘটা হামলার পেছনে বিজেপির স্থানীয় দুই বিধায়কের প্রত্যক্ষ উস্কানি ছিল। জনপ্রতিনিধি হিসেবে নিজের সংসদীয় দায়িত্ব যাতে নিরাপদে ও সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারেন, তার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জরুরি হস্তক্ষেপ ও নিরাপত্তা চেয়েছেন তিনি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দেওয়া চিঠিতে সৌগত রায় বিস্তারিত জানান, কলকাতা বিমানবন্দর উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে গত ১৮ আগস্ট তিনি কমিটির একটি বৈঠকে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। অভিযোগ, সে সময় প্রায় ৫০ জনের একটি উগ্র দল তাঁর গাড়ি ঘিরে ফেলে। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও কুরুচিকর স্লোগান দেওয়ার পাশাপাশি তাঁর ওপর শারীরিক আক্রমণের চেষ্টা চালানো হয় এবং বিমানবন্দর উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে তাঁর পদত্যাগের দাবি তোলা হয়। কোনও মতে আক্রমণ এড়িয়ে তিনি নির্ধারিত বৈঠকে যোগ দেন। সৌগতবাবুর দাবি, এই সম্পূর্ণ ঘটনাটি বিজেপির স্থানীয় দুই বিধায়ক অরিজি বক্সী এবং সৌরভ সিকদারের উস্কানিতেই ঘটেছে। চিঠিতে বর্ষীয়ান সাংসদ আরও উল্লেখ করেছেন, বৈঠকের ভেতরেও ওই দুই বিধায়ক হামলাকারীদের সমর্থন জানান এবং তাঁকে কোনও কথা বলতে দেওয়া হবে না বলে সাফ জানিয়ে দেন। বৈঠক শেষে বেরোনোর সময় আবারও একই দল তাঁর ওপর চড়াও হওয়ার চেষ্টা করে। তবে স্থানীয় পুলিশ ও সিআইএসএফ জওয়ানদের সময়োচিত পদক্ষেপে সে যাত্রায় তিনি শারীরিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পান। হামলার পর এনএসসিবিআই বিমানবন্দর থানায় একটি লিখিত এফআইআর দায়ের করা হয়েছে বলে অমিত শাহকে জানিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ। পাশাপাশি সমগ্র বিষয়টি লোকসভার অধ্যক্ষকেও আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে এবং বিষয়টি পার্লামেন্টের ‘প্রিভিলেজ কমিটি’ বা অধিকার ভঙ্গ কমিটিতে পাঠানোর আবেদন করা হয়েছে। লোকসভা কেন্দ্রে এটি তাঁর ওপর দ্বিতীয় আক্রমণ বলে উল্লেখ করে সৌগত রায় আর্জি জানান, তিনি যাতে আতঙ্কমুক্ত পরিবেশে নিজের কেন্দ্রে কাজ করে যেতে পারেন, সে কথা বিবেচনা করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক যেন দ্রুত উপযুক্ত নিরাপত্তার সংস্থান করে।

কলকাতার নামী নামী রেস্তরাঁর হেঁসেলে পচা মাংস!

পুজোর আগে ‘খাদ্য সুরক্ষা সপ্তাহে’ ফিরল ২০১৮-র ভাগাড়-আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বরঃ দুর্গাপূজার আর মাত্র মাসখানেক বাকি। উৎসবে মেতে ওঠার মুখে ভোজনরসিক বাঙালিদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিয়েছে একের পর এক রেস্তরাঁ ও ফুড কোর্টে খাদ্য সুরক্ষা দফতরের অভিযান । কলকাতার নামীদামি রেস্তোরাঁ থেকে শুরু করে মফস্বলের ধাবা কিংবা পর্যটন কেন্দ্র- খাবারের থালায় পরিবেশন করা হচ্ছিল পচা মাংস, চিংড়ি আর ক্ষতিকর রাসায়নিক রং! গত কয়েক দিনের অভিযানে শয়ে শয়ে কেজি পচা ও ছত্রাক ধরা মাংস বাজেয়াপ্ত হতেই ফের ২০১৮ সালের ভাগাড়ের মাংস কেলেঙ্কারির সেই ভয়াবহ স্মৃতি ফিরে আসছে রাজ্যজুড়ে। মহারাষ্ট্রের খাদ্য সুরক্ষা দফতরের প্রধান ‘আইএএস সিংহম’ তুকারাম মুন্ডের কড়া পদক্ষেপের আঁচ যেন এসে পড়েছে বাংলাতেও। আর তার মাঝেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উদ্যোগে ১ থেকে ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে ‘খাদ্য সুরক্ষা সপ্তাহ’। নিউ মার্কেট এলাকা থেকে এই অভিযানের সূচনা করে ভেজালের বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’-এর বার্তা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তল্লাশির পর টিভিতে যে ছবি ভেসে উঠছে, তা অত্যন্ত শিউরে ওঠার মতো। কলকাতার সল্টলেকের স্টার মল থেকে শুরু করে নামীদামি ফুড কোর্টে মেলা মেয়াদোত্তীর্ণ খাবার, ফ্রিজ খুলতেই দেখা যাচ্ছে ছত্রাক ধরা মুরগির মাংস এবং অপরিচ্ছন্ন রান্নাঘরের দৃশ্য আতঙ্ক বাড়িয়ে দিয়েছে বহু গুণ। এমনকি চায়না টাউন হিসেবে পরিচিত ট্যাংরার বিখ্যাত ‘বিগ বস’ রেস্তরাঁ থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৫০০ কেজি বাসি মুরগির মাংস ও চিংড়ি। কলকাতা পুরসভার নির্দেশে আপাতত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে রেস্তরাঁটি। বাদ পড়েনি মফস্বলও, উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়ার এক নামী রেস্তরাঁ থেকে মিলেছিল ৪০ কেজি পচা মাংস। হুগলির এক মিষ্টির দোকানে জিলিপিতে আবিরের রং মেশানোর ঘটনাও সামনে এসেছে। আবার শক্তিগড়ের ল্যাংচার দোকান কিংবা দিঘার হোটেলগুলোতে বিরিয়ানিতে ক্ষতিকর কেমিক্যাল রং ব্যবহারের প্রমাণ পেয়ে জবাব চেয়ে কড়া নোটিস পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় নতুন করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপি পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকারের সময়ের অভ্যাসের দিকেই আঙুল তুলেছেন। তবে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সাধারণ মানুষের ভয়টা অন্য জায়গায়। ২০১৮ সালে যখন ভাগাড়ের মৃত পশুর মাংস কেমিক্যাল দিয়ে প্রক্রিয়াজাত করে শহরের হোটেল-রেস্তরাঁয় সরবরাহের ঘটনা সামনে এসেছিল, তখন চরম আতঙ্কে পোলট্রি ও খাসির মাংস খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন মানুষ। এমনকি সেই সময় সরকারের তরফে প্রচার চালিয়ে সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করতে হয়েছিল। ঠিক উৎসবের মরসুমের মুখে আবারও পচা খাবারের এই পাহাড় প্রমাণ কারবার বঙ্গবাসীর পুজোর আনন্দ আর ভুরিভোজের খামতিতে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন বসিয়ে দিল।

পুজোর আগেই শহরের বেহাল রাস্তার সংস্কার! বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকে দিশাহীন পুর ইঞ্জিনিয়াররা?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বরঃ পুজোর আর বেশিদিন বাকি নেই। তার আগে কলকাতার সমস্ত বেহাল পিচ রাস্তা সংস্কার ও রং করা নিয়ে বিভিন্ন বরোতে বৃষ্টি উপেক্ষা করেই দিনভর বৈঠক করলেন বিধায়করা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার সমস্ত সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়র ও অফিসাররাও। মূলত পিচ রাস্তা ও শহরের সৌন্দর্যায়নের রং করা নিয়ে বৈঠক হলেও জঞ্জাল সাফাই, নিকাশি ও পার্ক-উদ্যানের নানা সমস্যা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। অনেক বরোর বৈঠকে অ্যাজেন্ডার বাইরের নাগরিক সমস্যা নিয়েই দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই শহরের একাধিক এলাকার রাস্তার অবস্থা বেশ খারাপ। বর্ষার মরশুমে জল জমে রাস্তাগুলি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। নিত্যদিনই চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন চালক ও পথচারীরা।

এ নিয়ে স্থানীয়দের ক্ষোভও অনেক দিনের। ইতিমধ্যে রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে। এরপরে রাস্তা সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। বুধবার বরোর বৈঠকগুলিতে শাসক ও বিরোধী উভয়পক্ষের বিধায়করা যেমন অংশ নেন তেমনই অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত বা কালীঘাটপন্থী প্রবীণ তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের মতো হেভিওয়েটরা দায়িত্বশীল প্রতিনিধি পাঠিয়ে নিজের কেন্দ্রের সমস্যা সমাধানের পথে হেঁটেছেন। দক্ষিণে দুই বিজেপি বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী ও শর্বরী মুখোপাধ্যায় বরো ১০, ১১ ও ১২ নম্বরে, উত্তরে রীতেশ তিওয়ারি, বিজয় ওঝা যেমন অংশ নিয়েছেন তেমনই মঙ্গলবার একটি বরোর বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ। পুজোর আগে অন্য বছরগুলিতে তিন মাস আগে রাস্তা ও রং নিয়ে বৈঠকের পরই কাজ শুরু হয়ে যেত। কিন্তু এ বছর পুজোর মাত্র ছয় সপ্তাহ আগে এই বৈঠক হওয়ায় ইঞ্জিনিয়ররা কিছুটা দিশাহীন হয়ে পড়েছেন। কারণ, এখনও এত স্বল্প সময়ে প্রতিটি বরোর বিশাল সংখ্যক পিচ রাস্তা সংস্কার ও রং করা কার্যত অসম্ভব। সর্বোপরি পুরভবনের নির্দেশ মেনে ‘ডিপিআর’ তৈরি করে পাঠিয়ে টেন্ডার হওয়ার পর পিচ রাস্তায় কাজ করার জন্য

● এরপর ৬ পাতায়...

জন্মশতবর্ষে মহানায়ককে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার কিংবদন্তি অভিনেতা মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী মহানায়ক উত্তম কুমারকে এমন এক কিংবদন্তি হিসেবে অভিহিত করেছেন, যাঁর কালজয়ী অভিনয় আজও প্রজন্মের পর প্রজন্মের দর্শকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে চলেছে।প্রধানমন্ত্রী গত রবিবার আকাশবাণীতে সম্প্রচারিত তাঁর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানের সাম্প্রতিক পর্বে উত্তম কুমার সম্পর্কে করা মন্তব্যের একটি অংশও ভাগ করে নিয়েছেন। এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, মহানায়ক উত্তম কুমার এক কিংবদন্তি, যাঁর কালজয়ী পরিবেশনা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে চলেছে। তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

কোরামের অভাবে রামনগরের পদিমা-২ পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন স্থগিত

পূর্ব মেদিনীপুর, ৩ সেপ্টেম্বরঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর-১ ব্লকের অন্তর্গত পদিমা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে কোরাম পূরণ না হওয়ায় পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের বৈঠক বুধবার স্থগিত করা হলো। পঞ্চায়েতের ১৬টি আসনের মধ্যে ১৩টিতে তৃণমূল কংগ্রেস এবং তিনটিতে বিজেপি জয়ী হয়েছিল। প্রধান ও উপপ্রধানসহ তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিনিধিদের ইস্তফার পর থেকে পঞ্চায়েতে অচলাবস্থা তৈরি হয়ে রয়েছে।ব্লক প্রশাসন পঞ্চায়েত বোর্ড পুনর্গঠনের জন্য বুধবার এক বিশেষ বৈঠক ডেকেছিল। কিন্তু বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেসের ১৩ জন সদস্যের কেউই উপস্থিত হননি। অন্যদিকে, বিজেপিরও একজন সদস্য বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন। নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য উপস্থিত না থাকায় কোরাম পূরণ করা সম্ভব হয়নি, যার ফলে বৈঠক স্থগিত রাখতে হয়।রামনগর-১ ব্লকের বিডিও শুভাশিস মজুমদার জানিয়েছেন, আগামী কিছুদিনের মধ্যে পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের জন্য আবারও বৈঠক ডাকা হবে।এদিকে, এগরা-র পানি পারুল গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বোর্ড গঠন করেছে। ২৩ সদস্যের পানি পারুল পঞ্চায়েতে তৃণমূলের ১৫ জন এবং বিজেপির আটজন সদস্য রয়েছেন। পঞ্চায়েত প্রধান রঞ্জিতা প্রধান হঠাৎ পদত্যাগ করায় সেখানেও অচলাবস্থা তৈরি হয়। বুধবার বোর্ড গঠনের জন্য ডাকা বিশেষ বৈঠকে তৃণমূলের কোনো সদস্য উপস্থিত না থাকায় বিজেপির সুতপা পণ্ডিত নতুন প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হন।

পালসিট টোল প্লাজায় অবৈধ পার্কিং রুখতে কড়া পদক্ষেপ

পালসিট, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ পালসিট টোল প্লাজার সম্প্রসারিত এলাকায় অবৈধভাবে গাড়ি পার্কিং বন্ধ করতে বৃহস্পতিবার সরেজমিনে পরিদর্শন করল পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন। আঝাপুর এসটিজি-র ওসি, শক্তিগড় এসটিজি-র ওসি, মেমারি থানার টিএসও এবং জাতীয় সড়ক টোল কর্তৃপক্ষের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এক বৈঠকও হয়েছে।জানা গেছে, এদিনের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, রাস্তার শেষ প্রান্তের দিক থেকে দু'টি লেন ফাঁকা রেখে রিফ্লেক্টিভ বা সতর্কতামূলক টেপ দিয়ে ব্যারিকেড করা হবে। আগামী দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ' নো পার্কিং' বোর্ডও বসানো হবে। এর পরেও কেউ সেখানে গাড়ি পার্কিং করলে তাঁর

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করতে আগ্রহী ট্রাম্প, ইরানকে তোপ মার্কিন প্রেসিডেন্টের

ওয়াশিংটন, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করতে আগ্রহী বলে জানালেন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প। একইসঙ্গে তিনি ফের একবার ইরানের সমালোচনায় সরব হয়েছেন। হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ট্রাম্প বলেন, হরমুজ প্রণালীর ওপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে আমেরিকার। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে তিনি বৈঠক করবেন কি না-এমন প্রশ্নের জবাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, আমি এমনটি চেয়েছিলাম, তবে আমি তখনই তা করতে চাই যখন আমরা কোনও শান্তি চুক্তি করার জন্য প্রস্তুত থাকব। আমি এটা করতে চাই। আমরা রাশিয়া, ইউক্রেন এবং সবার সঙ্গেই ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে চাই। এটি ব্যবসার জন্য দারুণ হবে। রাশিয়ার বিশাল ও অত্যন্ত মূল্যবান ভূখণ্ড রয়েছে। অনেক ভালো কিছু ঘটছে। আমার বিশ্বাস, আমি এখনই এটা করতে পারব। তবে যুদ্ধ যখন শেষের পথে থাকবে, তখনই আমি এটা করতে চাই আর আমার ধারণা, আমরা তা পারবও।ইরানকে আক্রমণ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, আমরা হরমুজ প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছি। মাঝেমধ্যে তারা কোনও ড্রোন লক্ষ্য করে গুলি চালায়। তবে আমাদের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে-অত্যন্ত জোরালো নিয়ন্ত্রণ। তারা নিজেদের রাডার ব্যবস্থা, ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা এবং মাইন ফেলার সক্ষমতা পুনর্গঠনের চেষ্টা করছিল। তারা এমন একটি রকেট তৈরির চেষ্টা করছিল যা থেকে মাইন ফেলা যায়। এমনটা কারা করে? আপনি কি কখনও এমন কোনও রকেট তৈরি করেছেন যা থেকে মাইন ফেলা যায়? আমি তো এমন কিছুর কথা কখনও শুনিনি, কিন্তু তারা ঠিক সেটাই করছিল। তারা ওটা তৈরি করছিল। কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে ছিল, তাই আমরা ওটা ধ্বংস করে দিয়েছি।

পুজোর আগেই পাহাড়ে শীতের ডাক! মেঘ-কুয়াশায় ' মেঘের শহর' হাফলং গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে বদলে গেল পাহাড়ি শহরের চেনা ছবি, মেঘের খেলায় মুগ্ধ পর্যটকেরা

হাফলং (অসম), ৩ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর ঢাকে এখনও কাঠি পড়েনি। শরতের আকাশও এখনও পুরোপুরি নির্মেঘ নয়। তার আগেই পাহাড়ে যেন শীতের আগমনী বার্তা! গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, মেঘ আর কুয়াশার চাদরে গত কয়েক দিন ধরে অন্য রূপে ধরা দিয়েছে ডিমা হাসাওয়ের পাহাড়ি শহর হাফলং।কখনও ঘন কুয়াশায় হারিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের চূড়া। আবার কখনও মেঘের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে সবুজ পাহাড়। মুহূর্তে মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে প্রকৃতির রং। আর সেই মায়াবী আবহেই মুগ্ধ ডিমা হাসাওয়ে আসা পর্যটকেরা। এরই মধ্যে শুরু হয়েছে দেশ-বিদেশের পরিযায়ী পাখির আনাগোনাও। ফলে শরতের শুরুতেই পাহাড়ি শহরের প্রকৃতিতে যেন পর্যটনের আগাম উৎসবের আবহ।মেঘের চাদরে উধাও পাহাড়।গত কয়েক দিন ধরেই হাফলংয়ের আকাশের মুখ ভার। কখনও মেঘে ঢেকে যাচ্ছে পাহাড়, কখনও নামছে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। বৃষ্টির ফোঁটায় ধুয়ে আরও সতেজ হয়ে উঠেছে পাহাড়ের সবুজ। পাহাড়ি রাস্তা, গাছপালা থেকে শুরু করে উপত্যকা-সব কিছুতেই এখন কুয়াশার আস্তরণ।দূরের পাহাড় অনেক সময় চোখেই পড়ছে না। কয়েক হাত দূরের দৃশ্যও কখনও মিলিয়ে যাচ্ছে কুয়াশার সাদা পর্দায়। দূর থেকে দেখলে মনে হচ্ছে, সাদা মেঘের সমুদ্রে ভেসে রয়েছে গোটা পাহাড়ি শহর। আর সেই দৃশ্যই হাফলংকে সাময়িক ভাবে যেন পরিণত করেছে ' মেঘের শহরে'।পর্যটকদের ক্যামেরায় বন্দি মেঘের মায়া।হঠা বদলে যাওয়া আবহাওয়ায় অবশ্য মন খারাপ নেই পর্যটকদের। বরং কুয়াশায় ঢাকা পাহাড়, বৃষ্টিভেজা রাস্তা আর মেঘের আনাগোনা উপভোগ করছেন তাঁরা। অনেককেই দেখা যাচ্ছে মোবাইল ফোন ও ক্যামেরায় সেই দৃশ্য বন্দি করতে।কখনও মেঘে হারিয়ে যাওয়া পাহাড়ের চূড়া, কখনও বৃষ্টিতে ধুয়ে যাওয়া সবুজের ছবি-পর্যটকদের ক্যামেরায় ধরা পড়ছে হাফলংয়ের এক অন্য রূপ। প্রকৃতির এই ক্ষণিক বদলই যেন পাহাড়ি শহরের সৌঃদর্যে যোগ করেছে নতুন মাত্রা।স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ীদের আশা, আগামী দিনগুলিতেও এমন মনোরম আবহাওয়া বজায় থাকলে দুর্গাপুজোর মরসুমে হাফলংয়ে পর্যটকের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। পুজোর ছুটিতে পাহাড়ে বেড়ানোর পরিকল্পনা করা পর্যটকদের কাছে মেঘ-কুয়াশায় মোড়া এই হাফলং তাই বাড়তি আকর্ষণ হয়ে উঠতে পারে। দুর্গাপুজোর আগেই পাহাড়ে শীতের এই হালকা আমেজ তাই শুধু ঋতু বদলের ইঙ্গিত নয়, পর্যটন মরসুমেরও যেন আগাম সুর বেঁধে দিল। বৃষ্টি, মেঘ আর কুয়াশার মায়ায় হাফলং এখন সত্যিই যেন-' মেঘের শহর'।

নদী সংরক্ষণে জন-আন্দোলন গড়ে তোলা

নয়াদিল্লি(পিআইবি),৩ সেপ্টেম্বরঃ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গঙ্গা ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। প্রজন্মের পর প্রজন্ম গঙ্গা জনজীবনকে লালন করেছে। জীবিকার সহায় হয়েছে। নানা ঐতিহ্যের প্রেরণা জুগিয়েছে।সময় গড়ানোর সঙ্গে শহরের বিস্তার, দূষণ এবং অপরিকল্পিত নগরায়ণ নদীর উপর ক্রমবর্ধমান চাপ তৈরি করেছে। এর ফলে, গঙ্গার পরিবেশগত স্বাস্থ্য এবং মানুষের সঙ্গে নদীর সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা সামনে এসেছে।তাই গঙ্গাকে পুনরুজ্জীবিত করার অর্থ শুধু জলের পরিচ্ছন্নতা ফিরিয়ে আনা নয়। এই বিস্তৃত ধারণাই নমামি গঙ্গে কর্মসূচি (NGP)-র ভিত্তি। ২০১৪ সালে এই কর্মসূচি শুরু হয়। এই কর্মসূচি গঙ্গা ও তার উপনদীগুলির জন্য একটি সমন্বিত সংরক্ষণ অভিযান। এর আওতায় দূষণ নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ এবং নদীর পুনরুজ্জীবনের কাজ একসঙ্গে করা হয়। 'নমামি গঙ্গে' কর্মসূচির আওতায় পয়োশোধন, নদীতীর উন্নয়ন, বনসৃজন-সহ বিভিন্ন কাজ করা হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক নজরদারি এবং জনসচেতনতাও এই সমন্বিত উদ্যোগকে আরও শক্তিশালী করছে।তবে দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তনের জন্য এমন একটি অংশীদারের প্রয়োজন, কোনও কর্মসূচিই যাকে বাদ দিয়ে সফল হতে পারে না। সেই অংশীদার হল জনসমাজ। এই ভাবনা থেকেই নমামি গঙ্গে কর্মসূচির জনঅংশগ্রহণের স্তম্ভ হিসাবে জন গঙ্গা-র আত্মপ্রকাশ। জন ভাগিদারী-র ভাবনায় অনুপ্রাণিত এই উদ্যোগে সংরক্ষণ কার্যক্রমের কেন্দ্রে রাখা হয়েছে সাধারণ মানুষকে। এখানেই নমামি গঙ্গে হয়ে উঠেছে মানুষের কাহিনি। এই কাহিনি সচেতনতা থেকে অংশগ্রহণের দিকে এগিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত পৌঁছয় মালিকানাবোধের পর্যায়ে।নদীকে ঘিরে একতাঃঅংশগ্রহণের কাহিনী উদ্‌যাপন পরিবেশ সংরক্ষণের বাইরেও একটি নদী মানুষকে নানা ভাবে একত্রিত করতে পারে। নদীর তীর হয়ে ওঠে মানুষের মিলন, অংশগ্রহণ এবং নিজেদের যৌথ সম্পর্ক উদ্‌যাপনের স্থান। জন গঙ্গা পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি এবং শিক্ষামূলক উদ্যোগের মাধ্যমে এমন সুযোগ তৈরি করছে। এই কর্মসূচিগুলি সংরক্ষণকে কোনও একক দায়িত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখছে না। এটি হয়ে উঠছে মানুষের সম্মিলিত অভিজ্ঞতা। 'নমামি গঙ্গে' কর্মসূচির অধীনে জনঅংশগ্রহণের অন্যতম স্পষ্ট প্রকাশ হল নদী পরিচ্ছন্নতা। গঙ্গা স্বচ্ছতা পক্ষকাল এই বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হয়ে উঠেছে।প্রতি বছর ১৬ থেকে ৩১ মার্চ গঙ্গা অববাহিকার পাঁচটি প্রধান নদীপ্রবাহের রাজ্যে এই পক্ষকাল পালন করা হয়। এই রাজ্যগুলি হল উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গ। এর আওতায় দিল্লির জাতীয় রাজধানী অঞ্চল এবং গঙ্গার উপনদীগুলির তীরবর্তী শহরগুলিও রয়েছে। শিক্ষার্থী, স্বেচ্ছাসেবী, জন-সম্প্রদায় এবং অন্যান্য অংশীজন সমন্বিতভাবে এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। নদী সংরক্ষণে জনসম্পৃক্ততা আরও শক্তিশালী করাই এর লক্ষ্য। দিল্লিতে যমুনা নদীর তীরে নিয়মিত সাপ্তাহিক পরিচ্ছন্নতা অভিযানও এই উদ্যোগকে ধারাবাহিকতা দিচ্ছে।এই অভিযান নদীর বিভিন্ন অংশ এবং সংলগ্ন এলাকার পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধিতে সরাসরি সহায়তা করছে। এই ধরনের সম্মিলিত উদ্যোগ নদী সংরক্ষণকে নির্দিষ্ট কোনও দিবস বা অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখছে না। এটি নিয়মিত নাগরিক দায়িত্বের অংশ হয়ে উঠছে। মানুষ যখন নদীর স্বচ্ছ জলধারা রক্ষায় যত্নবান হচ্ছে, তখন নদীর পাড়রে দিকেও তাদের নজর বাড়ছে। তাই নমামি গঙ্গে কর্মসূচির জন-অংশগ্রহণে বৃক্ষরোপণ এখন গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুস্থ উদ্ভিদ আচ্ছাদন নদীর পাড়কে স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করে। মাটির ক্ষয়ও কমায়। এর ফলে নদী ও সংলগ্ন বাসস্থানের সহনশীলতা বাড়ে।এর সঙ্গে ' এক পেঢ় মা কে নাম' অভিযান বৃক্ষরোপণে জন-অংশগ্রহণ আরও বা।ায়েছে। মায়ের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে মানুষকে গাছ লাগাতে উসাহিত করে এই অভিযান। পরিবেশ সংরক্ষণের যৌথ দায়িত্বের সঙ্গে ব্যক্তিগত আবেগকেও যুক্ত করে এটি। এই গভীর যোগসূত্র ব্যক্তি, পরিবার ও জনসমাজকে নতুন উদ্যমে অংশ নিতে উসাহিত করেছে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের সময়ও এই ভাবনার প্রতিফলন দেখা যায়। বৃক্ষরোপণ অভিযান, সচেতনতামূলক কর্মসূচি এবং জনসম্প্রদায়ভিত্তিক উদ্যোগের মাধ্যমে এই দিন পরিবেশ সংরক্ষণে জনঅংশগ্রহণ আরও শক্তিশালী করে।কোনও আন্দোলনের মূল্যবোধ পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছালে সেই আঃেদালন আরও শক্তিশালী হয়। তাই জন গঙ্গার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল যুবসমাজের অংশগ্রহণ। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবেশ বিষয়ে শেখার এবং সৃজনশীল ভাবনা প্রকাশের নানা সুযোগ তৈরি হয়েছে। রচনা, ছবি আঁকা, পোস্টার, বিতর্ক এবং সচেতনতামূলক অংশগ্রহণমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নদী সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করছে। অভিজ্ঞতাভিত্তিক কর্মসূচি শ্রেণীকক্ষের জ্ঞানকে বাস্তব পরিবেশগত সমস্যার সঙ্গে যুক্ত করার সুযোগ দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় গঙ্গা ক্লাব বক্তৃতা, শিক্ষা সফর, স্বেচ্ছাসেবা এবং জনসংযোগের বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে এই অংশগ্রহণ আরও বা।াচ্ছে। ইকো-ক্লাব, এনসিসি ইউনিট এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও নিয়মিত অংশগ্রহণের অতিরিক্ত মঞ্চ তৈরি করছে। এই সম্মিলিত উদ্যোগ পাঠ্যবই ও শ্রেণীকক্ষের বাইরেও নদী রক্ষায় সচেতন ও দায়িত্বশীল তরুণ নাগরিক গড়ে তুলছে।ম্ভভ'নমামি গঙ্গে' কর্মসূচি নদী সংরক্ষণকে একাধিক বার্ষিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করেছে। এই অনুষ্ঠানগুলি সারা বছর মানুষকে নদীর সঙ্গে যুক্ত রাখে। এর মধ্যে গঙ্গা উৎসব জনসম্পৃক্ততার একটি প্রধান মঞ্চ হিসাবে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। গঙ্গাকে ভারতের জাতীয় নদী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি স্মরণ করে এই উৎসব। এখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী, শিল্প প্রতিযোগিতা এবং জনসংলাপের আয়োজন করা হয়। মানুষের অংশগ্রহণ ও ভাবনা প্রকাশের সুযোগ তৈরি হয়। 'স্বচ্ছতা হি সেবা' এবং আন্তর্জাতিক যোগ দিবস-সহ অন্যান্য অনুষ্ঠানও জনযোগাযোগের সুযোগ বাড়ায়। এর মাধ্যমে মানুষ ও নদীর দীর্ঘস্থায়ী সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়।শুধু সচেতনতার মাধ্যমে নয়, সরাসরি অভিজ্ঞতার মাধ্যমেও নদীর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়। জনজীবনে নদী সংরক্ষণের ভাবনা পৌঁছে দিতে নমামি গঙ্গে কর্মসূচির অধীনে একাধিক নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সর্বমহিলা নদী ভ্রমণ অভিযান। গঙ্গার উজান থেকে সমুদ্র পর্যন্ত এই যাত্রা চলেছে। সাহস, সহযোগিতা এবং পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতার বার্তা এই অভিযানে উঠে এসেছে। গঙ্গাকে শুধু প্রাকৃতিক সম্পদ হিসাবে দেখার ধারণার বাইরে মানুষের সামনে নদীর অন্য একটি পরিচয়ও তুলে ধরা হয়েছে। শিক্ষার্থী, স্থানীয় বাসিন্দা এবং তরুণ স্বেচ্ছাসেবীদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে।গঙ্গা অববাহিকা জুড়ে গঙ্গা প্রহরীরা তৃণমূল স্তরে সংরক্ষণ কর্মসূচিতে দায়িত্বশীল স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করছেন। স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কাজ করে তাঁরা পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বাড়াচ্ছেন। দায়িত্বশীল আচরণে উৎসাহ দিচ্ছেন। স্থানীয় জীববৈচিত্র্য রক্ষায়ও তাঁরা ভূমিকা নিচ্ছেন।গঙ্গা সেবার দূতরা স্কুল, প্রতিষ্ঠান ও পাড়ায় জনসংযোগ বাড়িয়ে এই কাজকে আরও বিস্তৃত করছেন। সচেতনতামূলক অভিযান এবং স্থানীয় উদ্যোগের মাধ্যমে তাঁরা নদী সংরক্ষণকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আরও কাছে নিয়ে আসছেন। জলজ প্রাণী রক্ষা, বাসস্থান পুনরুদ্ধার এবং পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখার কাজ নদীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আরও দৃঢ় করছে।ঐই স্বেচ্ছাসেবী নেটওয়ার্কগুলি নাগরিক উদ্যোগের মাধ্যমে জন ভাগিদারির ভাবনাকে সামনে আনছে। সচেতন জনসমাজ কিভাবে নদী ও তার সংলগ্ন পরিবেশের দীর্ঘস্থায়ী রক্ষক হয়ে উঠতে পারে, তাঁদের কাজ তার উদাহরণ। নদী পুনরুজ্জীবনের সবচেয়ে স্থায়ী সাফল্য শুধু একটি সুস্থ নদী নয়। নদীর সঙ্গে মানুষের আরও দৃঢ় সম্পর্কও তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পরিকাঠামো নদীর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে সহায়তা করতে পারে। বৈজ্ঞানিক উদ্যোগ পরিবেশব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে পারে। প্রযুক্তি নজরদারি ও ব্যবস্থাপনাকে আরও উন্নত করতে পারে।তবে নদীর দীর্ঘমেয়াদী ভবিষ্যৎ শুধু প্রকৌশলগত ব্যবস্থার মাধ্যমে নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। জন গঙ্গার মাধ্যমে 'নমামি গঙ্গে' কর্মসূচি দেখিয়েছে, প্রতিটি উদ্যোগ বৃহত্তর পরিবর্তনের অংশ হতে পারে। এটি শুধু পরিবেশ সংরক্ষণের অভিযান নয়। জন ভাগিদারীর ভাবনাকে সামনে রেখে এই কর্মসূচি প্রমাণ করেছে, সম্মিলিত উদ্যোগ কিভাবে সুস্থায়ী উন্নয়নের ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে।

উত্তমকুমারকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে টালিগঞ্জে চাঁদের হাট

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার 'মহানায়ক' উত্তমকুমারের জন্মশতবার্ষিকী স্মরণে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে টালিগঞ্জে তাঁর মূর্তিতে মালা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিক, রত্না ঘোষাল, প্রবীণ পরিচালক গৌতম ঘোষ, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, দেব, জি-সহ অন্যান্যরা।উপস্থিত ছিলেন টলিউডের সঙ্গে যুক্ত বর্তমানের বিধায়করাও।এদিন প্রথমে মুখ্যমন্ত্রীর মাল্যদানের কথা থাকলেও তিনি রঞ্জিত মল্লিককে জায়গা করে দেন এবং ছবিপাড়ার প্রবীণ অভিনেতা হওয়ার সুবাদে প্রথমে মাল্যদান করার আবেদন করেন। সেই মতো প্রথমে নিজের সহকর্মী, 'মহানায়ককে' শ্রদ্ধা জানান রঞ্জিত মল্লিক।'মহানায়কের' জীবনের বেশিরভাগ সময়ই কেটেছে টালিগঞ্জের বিভিন্ন স্টুডিওতে। তাই শতবর্ষ উপলক্ষ্যে এদিন টালিগঞ্জে আয়োজন করা হয় একটি ছোট অনুষ্ঠানের। সেখানে সকলের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তাঁর পরিবারের সদস্যরাও। অন্যদিকে 'উত্তম মঞ্চ'কে ঢেলে সাজানো থেকে পদযাত্রা, বছরজুড়ে অনুষ্ঠানের অঙ্গীকার করলেন।মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার টালিগঞ্জে উত্তম-স্মরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যজুড়ে উত্তমকুমার নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কথা জানান তিনি।কর্মসূচি প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'আমরা যেমন শ্যামাপ্রসাদের জন্মবার্ষিকীকে গুরুত্ব দিয়েছি, মহানায়কের ক্ষেত্রেও তাই। শুক্রবার উত্তমকুমার নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। তার ভূমি পুজো আছে, আমরা অনুষ্ঠান করব। অনেকগুলো পরিকল্পনা নিয়েছি। তার মধ্যে চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠান আছে। পদযাত্রা, কেক কাটা, পায়েস খাওয়া হবে।'এছাড়া কলাকুশলীরা একটা তালিকা করে দিয়েছেন, তাঁদের সম্মান জানানোর কথা উল্লেখ করেন শুভেন্দুবাবু। উত্তমমঞ্চকে ঢেলে সাজানোর প্রসঙ্গও তোলেন।রাজ্যের পাশাপাশি উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষিকী নিয়ে নানা পদক্ষেপ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। জানা গিয়েছে, ভারত সরকার তাঁর ছবি দিয়ে মুদ্রা ও ডাক টিকিট শীঘ্রই প্রকাশ করবে।

অ্যাশভিলে জি-২০ অর্থমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গভর্নরদের বৈঠকে সঞ্জয় মালহোত্রা

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-র গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনার অ্যাশভিলে আয়োজিত জি-২০ অর্থমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরদের বৈঠকে অংশ নেন। গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও আর্থিক অগ্রাধিকারের বিষয়গুলি নিয়ে বিশ্বজুড়ে নিজের সমকক্ষদের সঙ্গে আলোচনা করেন।এছাড়া, এফএমসিবিজি বৈঠকের ফাঁকে গভর্নর ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান কেভিন ওয়ার্শ এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ফার্স্ট ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ড্যান কাটজের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন তিনি।

২৯০ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলায় কলকাতার ১১টি ঠিকানায় তল্লাশি ইডি-র

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) কোহিনুর পাওয়ার প্রাইভেট লিমিটেড সংক্রান্ত ২৯০ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলায় কলকাতার ১১টি ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে। তল্লাশি চালানো স্থানগুলির মধ্যে রয়েছে কোম্পানির প্রমোটার প্রশান্ত বোথরা এবং বিজয় বোথরা সহ গোষ্ঠীর অন্যান্য ডিরেক্টর ও অডিটরদের বাড়ি ও অফিস।বৃহস্পতিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝাড়খণ্ডে ৬৬ মেগাওয়াট ক্ষমতার একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য কোহিনুর পাওয়ার প্রাইভেট লিমিটেড ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছিল। অভিযোগ, ঋণের সেই টাকা সংস্থার অন্যান্য কোম্পানি ও ব্যক্তিগত কাজে অন্যত্র ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে কোম্পানিটি ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনালের দ্বারস্থ হয় এবং অবসায়ন (লিকুইডেশন) প্রক্রিয়ায় ব্যাঙ্কগুলি মাত্র প্রায় ৭ কোটি টাকা ফেরত পায়, যার ফলে ঋণদাতা ব্যাঙ্কগুলির বিপুল আর্থিক ক্ষতি হয়।ইডি জানিয়েছে, তাদের কলকাতা জোনাল অফিসের মাধ্যমে চালানো এই তল্লাশি অভিযানে প্রমোটার প্রশান্ত বোথরা ও বিজয় বোথরা ছাড়াও অন্যান্য ডিরেক্টর ও অডিটরদের চত্বরে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। এর মধ্যে তাঁদের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়গুলিও রয়েছে। ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলায় ঋণের টাকা তছরুপ এবং লেনদেনের উৎস খুঁজে বার করতেই এজেন্সির এই পদক্ষেপ।

সঙ্গীতশিল্পী গৌরাঙ্গ ব্যাসের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট ঃ গুজরাতি সঙ্গীত পরিচালক ও সুরকার গৌরাঙ্গ ব্যাসের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, গুজরাতি সঙ্গীত জগতের বিশিষ্ট সুরকার গৌরাঙ্গ ব্যাসের প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। নিজের পিতা অবিনাশ ব্যাসের সমৃদ্ধ সঙ্গীত ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তিনি গুজরাতি সঙ্গীত জগতে এক অনন্য পরিচিতি তৈরি করেছিলেন। তাঁর প্রয়াণে গুজরাট একজন প্রতিভাবান শিল্পীকে হারাল। গুজরাতি সঙ্গীতে তাঁর অমূল্য অবদান সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রয়াত আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার ও অসংখ্য অনুরাগীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি... ওঁ শান্তি...!!উল্লেখ্য, গুজরাতি চলচ্চিত্র ও সঙ্গীত জগতের প্রখ্যাত সুরকার তথা গীতিকার প্রয়াত অবিনাশ ব্যাসের পুত্র গৌরাঙ্গ ব্যাস বুধবার গভীর রাতে আহমেদাবাদে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর প্রয়াণের খবর প্রকাশ্যে আসতেই গুজরাতি চিত্রজগৎ ও সঙ্গীত মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। দীর্ঘ সময় ধরে তিনি গুজরাতি সঙ্গীত জগতে সক্রিয় ছিলেন এবং ১০০টিরও বেশি গুজরাতি চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন।

রাশিফল

মেষঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। কিছু কাজে বাধা আসতে পারে। এই সময়ে ধৈর্য বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিবাহের যোগ হবে।
বৃষঃ আজ আপনার জন্য অত্যন্ত শুভ ও ইতিবাচক ফল নিয়ে এসেছে। এটি আপনার জীবনে নতুনত্ব নিয়ে আসবে। শুভদিন।
মিথুনঃআজ আপনি হালকা বোধ করবেন এবং উপভোগ করার সঠিক মেজাজে থাকবেন। অর্থব্যয়
কর্কটঃমদ্যপানের অভ্যাস থেকে মুক্তি পাওয়ার পক্ষে এটি একটি অত্যন্ত শুভ দিন। আপনার অবশ্যই বোঝা উচিত যে ওয়াইন পান স্বাস্থ্যের মারাত্মক শত্রু এবং এটি আপনার সক্ষমতাকেও ব্যাহত করে। কাজের যোগ হতে পারে।
সিংহ ঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনার মনোবল নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হতে পারে, যার ফলে আপনি বিভ্রান্ত বোধ করতে পারেন। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।
কন্যাঃ আপনি কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন, বিশেষ করে ছোটখাটো বিষয়ে। আপনি বিভ্রান্ত ও হতাশ বোধ করতে পারেন। দৈনন্দিন কাজকর্মে বিলম্ব ও ব্যাঘাত ঘটতে পারে, যা আপনাকে কিছুটা উদ্বিগ্ন করে তুলবে।শুভদিন
তুলাঃআপনার অসাধারণ মেধা ক্ষমতার আপনার অক্ষমতাকে জয় করতে সাহায্য করবে। শুভদিন।
বৃশ্চিকঃ পারিবারিক চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে না। প্রেম আসতে পারে
ধনুঃ আজকের দিনটি চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনি মানসিক চাপ অনুভব করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী বা সহকর্মীদের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রাখা প্রয়োজন তা না হলে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে বিবাদ দেখা দিতে পারে। আর্থিক উন্নতি হবে।
মকরঃ আজ আপনি কিছু চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারেন। আপনি কিছুটা নিরাপত্তাহীন ও উদ্বিগ্ন বোধ করতে পারেন। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালোভাবে চিন্তা করুন।
কুম্ভঃ আপনার মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করুন যা আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্বশর্ত। বিবাহের যোগ হতে পারে
মীনঃসৃজনশীল শখ আপনাকে চাপমুক্ত রাখবে। আজ আপনার পক্ষে অর্থ-সংক্রান্ত সমস্যার মুখোমুখি হওয়া সম্ভব, তবে আপনার বোধগম্যতা এবং জ্ঞানের সাহায্যে করে। সংসারে শান্তি

আবহাওয়া

পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে গত কয়েক দিনের টানা ভারী বৃষ্টির পর বৃহস্পতিবার আবহাওয়া পরিস্থিতিতে ব।স। পরিবর্তনের কথা জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আবহাওয়া আধিকারিকদের মতে, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের ওপর অবস্থান করা গভীর নিম্নচাপটি উত্তর-পূর্ব মধ্যপ্রদেশের দিকে সরে গিয়েছে। এই পরিবর্তনের কারণে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় ভারী বৃষ্টি থেকে সাময়িক স্বস্তি মেলার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে মৌসুমী অক্ষরেখা সক্রিয় থাকায় উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি ও তরাই অঞ্চলে আগামী ৪৮ ঘণ্টায় অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আঞ্চলিক কেন্দ্র জানিয়েছে, গাঙ্গেয় অঞ্চল থেকে ঘূর্ণাবর্ত সরে যাওয়ার ফলে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির তীব্রতা ও প্রবণতা অনেকটাই কমবে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় দিনভর আকাশ প্রধানত মেঘলা থাকবে এবং কিছু কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হতে পারে। আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের মতে, আকাশে মেঘের যাতায়াতের মাঝেই তাপমাত্রা কিছুটা বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়তে পারে।কলকাতা, হাওড়া ও হুগলিতে বৃহস্পতিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকার অনুমান করা হয়েছে। এর সঙ্গেই দুপুর বা বিকেলের দিকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে ঝোো হাওয়া এবং বজ্রপাতের আশঙ্কায় দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির জন্য ' হলুদ সতর্কতা' (ইয়েলো অ্যালার্ট) জারি রাখা হয়েছে।আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৬ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৮৯ শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৪৩মনিট এবং রাত ০৯টা ৪৫মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০২টা ৪৬মিনিট এবং রাত ১১টা ৫১ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ১৯মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫৫মিনিটে হতে পারে।

ব্যাঙ্ক প্রতারণা মামলায় কলকাতায় ইডির তল্লাশি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৯ আগস্ট, ২০২৬ : ২৯০ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক প্রতারণা মামলার তদন্তে কলকাতায় বড়সড় তল্লাশি অভিযান চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই শহরের ১১টি জায়গায় একযোগে তল্লাশি শুরু করেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা। অভিযানে ইডির সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যরাও। সংশ্লিষ্ট একটি সংস্থার দুই পদাধিকারী এবং বেশ কয়েকজন ডিরেক্টরের বাড়ি ও অফিসে এই তল্লাশি চালানো হয়েছে বলে ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, ঝাড়খণ্ডে একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়ে একটি সংস্থা ব্যাঙ্ক থেকে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিল। নির্দিষ্ট প্রকল্পে সেই অর্থ ব্যবহারের কথা থাকলেও ঋণের টাকার একটি বড় অংশ অন্য একটি সংস্থার কাছে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। পাশাপাশি, ঋণের অর্থের কিছু অংশ ব্যক্তিগত প্রয়োজনেও ব্যবহার করা হয়েছিল বলে তদন্তকারীদের সন্দেহ। ঋণ নেওয়ার পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কের টাকা ফেরত না দেওয়াকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। ব্যাঙ্কের তরফে ঋণের টাকা ফেরতের দাবি জানানো হলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল বা এনসিএলটি-র দ্বারস্থ হয়। এরপর সংস্থাটির আর্থিক পরিস্থিতি এবং ঋণ পরিশোধের বিষয়টি নিয়ে আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়। তদন্ত সূত্রে জানা গিয়েছে, শেষ পর্যন্ত ওই সংস্থার কাছ থেকে মাত্র ৭ কোটি টাকা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। ফলে ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য পাওনাদারদের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হয় বলে অভিযোগ। এত বিপুল অঙ্কের ঋণের ক্ষেত্রে কীভাবে এত কম টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হল, ঋণের অর্থ কোথায় এবং কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল, সেই বিষয়গুলিও তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে। এরপরই মামলায় আর্থিক নয়ছয়ের সম্ভাব্য দিকটি খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করে ইডি। তদন্তকারীদের সন্দেহ, ঋণের অর্থ নির্ধারিত প্রকল্পে ব্যবহারের পরিবর্তে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকতে পারে। সেই অর্থের গতিপথ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির মধ্যে আর্থিক লেনদেনের বিস্তারিত তথ্য খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। বৃহস্পতিবারের অভিযানে কলকাতার ১১টি জায়গায় একযোগে তল্লাশি চালানো হয়। সংশ্লিষ্ট সংস্থার দুই পদাধিকারী এবং বেশ কয়েকজন ডিরেক্টরের বাড়ি ও অফিসে নথিপত্র খতিয়ে দেখেন ইডি আধিকারিকেরা। ঋণ সংক্রান্ত কাগজপত্র, আর্থিক লেনদেন এবং সংস্থাগুলির পারস্পরিক যোগাযোগের তথ্য তদন্তের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। তল্লাশি অভিযান থেকে কী ধরনের নথি বা প্রমাণ উদ্ধার হয়েছে, সে বিষয়ে এখনও বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। তবে প্রায় ২৯০ কোটি টাকার আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে ইডির এই তল্লাশি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। তদন্ত এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে ঋণের অর্থের প্রকৃত ব্যবহার এবং আর্থিক নয়ছয়ের অভিযোগের বিষয়ে আরও তথ্য সামনে আসতে পারে বলে তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে।

নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ৫৭ দিনের মাথায় ৭০০ পাতার চার্জশিট পেশ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বারুইপুর, ২৯ আগস্ট, ২০২৬ : বারুইপুরের সূর্যপুরে ১১ বছরের ষষ্ঠ শ্রেণির নাবালিকা ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার ৫৭ দিনের মাথায় চার্জশিট পেশ করল বারুইপুর থানার পুলিশ। এনকাউন্টারে মৃত প্রভাষ মণ্ডল সহ মোট চার জনকে অভিযুক্ত করে প্রায় ৭০০ পাতার চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ঐ নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে পকসো আইনের একাধিক ধারা এবং খুনের ধারাতেও মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার তদন্তে উঠে আসা বিভিন্ন তথ্য, সাক্ষীদের বয়ান এবং অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতেই এই চার্জশিট তৈরি করা হয়েছে। ঘটনায় চারজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তবে ঘটনার পুনর্নির্মাণের সময় পুলিশের এনকাউন্টারে প্রভাষ মণ্ডলের মৃত্যু হয়। চার্জশিটে তাকেও অভিযুক্ত হিসেবে রাখা হয়েছে। তবে তদন্ত এখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি। ফরেন্সিক, ব্যালিস্টিক এবং ফিঙ্গার প্রিন্ট-সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট এখনও তদন্ত কারীদের হাতে এসে পৌঁছয়নি। সেই রিপোর্ট গুলি পাওয়ার পর নতুন কোনও তথ্য বা প্রমাণ সামনে এলে প্রয়োজন অনুযায়ী সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করা হতে পারে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। নাবালিকার পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি প্রশাসনের তরফেও একাধিক পদক্ষেপ করা হয়। মৃত ছাত্রীর বাবাকে রাজ্য সরকারের তরফে কারা দফতরে চাকরি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পরিবারকে আর্থিক সাহায্যও করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।মৃত ছাত্রীর বাবা জানিয়েছেন, মেয়েকে হারানোর শোক এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি তিনি।

ডেঙ্গু মোকাবিলায় তিন দিনের ‘স্বচ্ছতা সংকল্প অভিযান’ হাওড়ায়, প্রথম দিন অভিযান হলো কদমতলা বাজারে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : ডেঙ্গু ও মশাবাহিত রোগ মোকাবিলায় হাওড়া শহরজুড়ে শুরু হয়েছে তিন দিনের বিশেষ ‘ম্যাসিভ ড্রাইভ’ বা ‘স্বচ্ছতা সংকল্প অভিযান’। বৃহস্পতিবার দুপুরে হাওড়ার কদমতলা বাজারে এই অভিযানের সূচনা করেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই। উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার পুর কমিশনার তেজস্বী রানা-সহ পুরসভার আধিকারিকরা। পুর কমিশনার জানান, ৩, ৪ ও ৫ সেপ্টেম্বর তিন দফায় চলবে এই অভিযান। প্রথম দিনে বিভিন্ন বাজার ও বাস ডিপো, দ্বিতীয় দিনে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কারখানা এবং তৃতীয় দিনে নির্মীয়মাণ ভবন, পার্ক ও গার্ডেন এলাকায় অভিযান চালানো হবে। পুরসভার ভেক্টর কন্ট্রোল ও কনসোলিডেটেড টিমের কর্মীরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ডিপ ক্লিনিং এবং মশার লার্ভা ধ্বংসের কাজ করছেন। এদিন কদমতলা বাজারে অভিযান চালাতে গিয়ে কয়েকটি জায়গায় পুরনো বর্জ্য ও জমা জল থেকে মশার লার্ভা পাওয়া যায় বলে অভিযোগ। দোকানের পিছনে সরকারি জায়গা দখল করে গোডাউন তৈরি করে মালপত্র রাখার অভিযোগও সামনে আসে। এমনকী একটি শৌচালয়েও লার্ভার সন্ধান মেলে। ব্যবসায়ী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের জল জমতে না দেওয়া এবং একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক এড়িয়ে চলার বিষয়ে সতর্ক করা হয়। উমেশ রাই জানান, নিয়ম ভাঙলে জরিমানার পাশাপাশি প্রয়োজনে আইনি পদক্ষেপ করা হবে। ইতিমধ্যেই হাওড়া পুরনিগমে অনলাইনে ১০ হাজার টাকা জরিমানা জমা পড়েছে বলে দাবি তাঁর। বড় জমি, বন্ধ কারখানা বা তালাবন্ধ ভবনের ছাদে জমা জল থেকে মশার লার্ভা ধ্বংস করতে পরীক্ষামূলকভাবে ড্রোনের মাধ্যমে লার্ভিসাইড স্প্রে করার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। এদিকে, জলমগ্ন পরিস্থিতি নিয়েও পুরসভার তরফে তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে। পুর কমিশনার জানান, সরকারি পাম্পের পাশাপাশি পোর্টেবল পাম্পও বিভিন্ন এলাকায় চালানো হচ্ছে। রামরাজতলা-সহ ৯, ৪৭, ৪৮ ও ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের কয়েকটি পকেট এবং জি টি রোডের কিছু অংশে জল জমার সমস্যা রয়েছে। হাওড়ার নিকাশি ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে প্রায় ৪,৭০২ কোটি টাকার মাস্টার প্ল্যান অনুমোদিত হয়েছে বলে জানান উমেশ রাই। তাঁর দাবি, ২০২৭ সালের জানুয়ারি থেকে কাজ শুরু হবে। পাশাপাশি বর্ষা শেষ হলে দুর্গাপুজোর আগে শহরের অধিকাংশ রাস্তা সংস্কারের আশ্বাসও দেন তিনি। মন্ত্রী উমেশ রাই বলেন,ডেঙ্গু নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত সতর্ক। তাঁর নির্দেশে তিন দিনের ম্যাসিভ ড্রাইভ শুরু হয়েছে। সেই নির্দেশ মেনেই আজ হাওড়া শহরের বিভিন্ন বাজার, বাসস্ট্যান্ড-সহ একাধিক এলাকায় অভিযান চালানো হচ্ছে। কর্পোরেশনের ভেক্টর কন্ট্রোল টিমও পুরোপুরি মাঠে নেমেছে। আজ কদমতলা বাজারে অভিযানে গিয়ে দেখা গিয়েছে, দোকানের পিছনে সরকারি জায়গা দখল করে গোডাউন তৈরি করে রাখা হয়েছে। কোথাও শৌচালয়ের মধ্যে লার্ভা পাওয়া যাচ্ছে, কোথাও ডাব্বায় জমা জলে মশার লার্ভা রয়েছে। মানুষকে সচেতন হতে হবে। ডেঙ্গুর মশা তৈরি হলে তা এলাকার মানুষকেই কামড়াবে। এদিন সচেতনতা অভিযানও চালানো হয়েছে। সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার না করার জন্য বলা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় মদের বোতল-সহ আবর্জনা পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। এই ধরনের ঘটনায় পুলিশকেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। কর্পোরেশনের দায়িত্ব এলাকা পরিষ্কার করা, কিন্তু পরিষ্কার রাখা সাধারণ মানুষের দায়িত্ব। মানুষকে নিজের বাড়ির মতোই রাস্তাঘাট ও বাজার পরিষ্কার রাখ তে হবে। গত ১ তারিখ থেকে ফাইন চালু হয়েছে। ইতিমধ্যেই অনলাইনে ১০ হাজার টাকা জরিমানা জমা পড়েছে। তবে আমরা চাই না কেউ জরিমানা দিন। নিয়ম মেনে চলুন। একই ব্যক্তি বারবার নিয়ম ভাঙলে শুধু জরিমানা নয়, তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপও নেওয়া হবে। এই অভিযান শুধু কদমতলা বাজারে নয়, হাওড়া পুরনিগমের বিভিন্ন এলাকায় একসঙ্গে চলছে। তিন দিন ধরে এই অভিযান চলবে। আগামী দিনে আন্ডার-কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং-সহ বিভিন্ন জায়গাতেও অভিযান চালানো হবে। ডেঙ্গুপ্রবণ এলাকায় ফগিং করা হচ্ছে। এমনকী কোনও বন্ধ বা মামলা চলা বিল্ডিংয়ের ছাদে জল জমে থাকলেও ড্রোনের মাধ্যমে মশা মারার ওষুধ স্প্রে করা হচ্ছে। হাওড়ার মানুষকে সুরক্ষিত রাখতে যা যা করার প্রয়োজন, পুরনিগম তা করবে। হাওড়ার ড্রেনেজ ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে সমস্যায় রয়েছে। নতুন সরকার আসার পর ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নত করতে ৪,৭০২ কোটি টাকার মাস্টার প্ল্যান তৈরি হয়েছে এবং তা ক্যাবিনেটেও অনুমোদিত হয়েছে। জানুয়ারি ২০২৭ থেকে কাজ শুরু হবে। এটি প্রায় পাঁচ বছরের বড় প্রকল্প। আশা করছি, আগামী এক-দু’বছরের মধ্যে জল জমার সমস্যা অনেকটাই কমবে এবং পাঁচ বছর পর হাওড়া শহরে বৃষ্টির জল জমার সমস্যা থাকবে না। হাওড়া শহরের ৯৫ শতাংশের বেশি রাস্তার টেন্ডার হয়ে গিয়েছে এবং ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু হচ্ছে। বর্ষার কারণে এখন রাস্তার কাজ করা সম্ভব নয়। বর্ষা শেষ হলেই দুর্গাপুজোর আগে অধিকাংশ রাস্তা মেরামত করে দেওয়া হবে। আলো যেখানে যেখানে সমস্যা রয়েছে, বৃষ্টি কমলেই সেগুলিও ঠিক করা হবে।আমরা চাই, দুর্গাপুজোর সময় হাওড়ার মানুষ ভালোভাবে উৎসব উপভোগ করুন;রাস্তা ভালো থাকবে, আলো জ্বলবে, নর্দমা পরিষ্কার থাকবে এবং ডেঙ্গুর প্রকোপও নিয়ন্ত্রণে থাকবে। মহিলা সুরক্ষার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এলাকায় দুর্গা স্কোয়াডের টিম স্কুটি নিয়ে নজরদারি করছে। নতুন সরকার শুধু সরকার বদল করেনি, ব্যবস্থা বদলের কাজও করছে; আগামী দিনে হাওড়ার মানুষ তার ফল দেখতে পাবেন। এদিকে হাওড়ার একাধিক ওয়ার্ডের প্রায় ৩০ শতাংশ এলাকা জলমগ্ন হয়েছে। বর্তমানে ৩, ৬, ৭ ও ১০ নম্বর ওয়ার্ডে জলমগ্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানো হচ্ছে। স্থানীয় কর্মীদের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি খাবার, জলের পাউচ, মুড়ি, বিস্কুট ও দুধ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। যতটা সম্ভব মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করছি।

বারুইপুর নাবালিকা ধর্ষণ-খুনে ৫৭ দিনের মাথায় চার্জশিট, আদালতে ৭০২ পাতার নথি পেশ সিটের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : বারুইপুরের নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার ৫৭ দিনের মাথায় চার্জশিট পেশ করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার বারুইপুর বিশেষ পকসো আদালতে ৭০২ পৃষ্ঠার চার্জশিট জমা দিয়েছে তদন্তকারী বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারা এবং পকসো আইনের ৬ নম্বর ধারায় চার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করা হয়েছে। অভিযুক্ত চারজনের বিরুদ্ধেই তদন্তের ভিত্তিতে অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। তবে মামলার মূল অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত প্রভাস মণ্ডলের ইতিমধ্যেই পুলিশের এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নাবালিকার ময়নাতদন্তের রিপোর্টে ধর্ষণ এবং চরম শারীরিক নির্যাতনের প্রমাণ মিলেছে। মৃতার মুখ ও শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাতের চিহ্ন ছিল। পাশাপাশি কামড় এবং আঁচড়ের দাগও পাওয়া গিয়েছে বলে তদন্তকারীদের দাবি। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে আরও উল্লেখ রয়েছে, নাবালিকাকে অচেতন অবস্থায় বস্তায় ভরে জলে ডুবিয়ে খুন করা হয়েছিল। তদন্তের ক্ষেত্রে ময়নাতদন্তের এই তথ্যগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনার গুরুত্ব এবং দ্রুত তদন্তের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে পুলিশের তরফে বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করা হয়েছিল। তদন্তকারীরা বিভিন্ন তথ্য, নথি এবং ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি সিসিটিভি ফুটেজও পরীক্ষা করেন। দীর্ঘ তদন্তের পর বৃহস্পতিবার আদালতে চার্জশিট পেশ করা হয়। তবে তদন্ত এখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি বলে জানা গিয়েছে। পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন হলে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটও পেশ করা হতে পারে। ঘটনাটি ঘটে গত ৫ জুলাই। বারুইপুরের ধপধপি-২ পঞ্চায়েতের সূর্যপুর এলাকার বাসিন্দা ১২ বছরের ওই নাবালিকা বিকেলে খাবার কেনার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। কিন্তু তারপর আর বাড়ি ফেরেনি। পরিবারের সদস্যেরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরদিন, ৬ জুলাই ভোরে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি পুকুর থেকে বস্তাবন্দি অবস্থায় নাবালিকার দেহ উদ্ধার হয়। দেহ উদ্ধারের পরই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পরিবারের সদস্য এবং স্থানীয়দের অভিযোগ ছিল, চার-পাঁচ জন যুবক নাবালিকাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের পর খুন করেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে এলাকার বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয়। সেখ ানেই শেষবার প্রভাস মণ্ডলের সঙ্গে ওই নাবালিকাকে দেখা গিয়েছিল বলে তদন্তকারীদের দাবি। এরপর পুলিশ প্রভাস মণ্ডল-সহ দু’জনকে গ্রেপ্তার করে। তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য প্রভাসকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে জানা যায়। সেই সময় পুলিশের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল প্রভাস;পুলিশের এমন দাবি রয়েছে। পালানোর সময় পুলিশের গুলিতে তাঁর মৃত্যু হয়। ওই এনকাউন্টারের ঘটনাটি অবশ্য পৃথক ভাবে তদন্ত করা হচ্ছে। নাবালিকার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর বারুইপুরের বিভিন্ন এলাকায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ওই দিনই এক যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটে। পাশাপাশি সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর, পুলিশের উপর হামলা এবং বেশ কয়েকটি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনাগুলির তদন্তেও পুলিশ পদক্ষেপ করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পরবর্তী অশান্তির ঘটনায় প্রায় ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁরা বর্তমানে জেল হেফাজতে রয়েছেন। নাবালিকা ধর্ষণ-খুনের মামলায় চার্জশিট পেশের পর এবার দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একই সঙ্গে ঘটনার পরবর্তী অশান্তি এবং এনকাউন্টারের পৃথক তদন্তও চলবে। ৫৭ দিনের মধ্যে ৭০২ পৃষ্ঠার চার্জশিট পেশ হওয়ায় মামলার তদন্তে পুলিশের দ্রুততার বিষয়টিও সামনে এসেছে। তবে আদালতে চার্জশিটের ভিত্তিতে পরবর্তী বিচারপ্রক্রিয়ায় অভিযোগগুলির প্রমাণ কতটা প্রতিষ্ঠিত হয়, এখন সেদিকেই নজর থাকবে।

দেওয়ালে ফের বিতর্কিত স্লোগান! যাদবপুরে ‘বন্দে মাতরম যাত্রা’র আবহে প্রকশ্যে এবিভিপি-এসএফআই সংঘাত

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিতর্কিত দেওয়াল লিখন ঘিরে ফের উত্তেজনা। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হুঁশিয়ারির পর গত শনিবার থেকে ক্যাম্পাসে বিতর্কিত এবং ‘দেশবিরোধী’ বলে অভিযোগ ওঠা স্লোগান ও গ্রাফিতি মুছে ফেলার কাজ শুরু হয়েছিল। প্রথম দফায় দেওয়াল চুনকাম করে সাদা করে দেওয়া হলেও তার পরেই সেই দেওয়ালে ফের কার্ল মার্কসের উক্তি লেখা হয়। মঙ্গলবার সেই লেখাতেও চুনকাম করা হয়। কিন্তু বৃহস্পতিবার ফের মুছে দেওয়া দেওয়ালে নতুন করে বিতর্কিত স্লোগান দেখা গেল। ফলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে চলা রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যেই দেওয়াল লিখন নিয়ে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার ক্যাম্পাসের দেওয়ালে ইংরেজি হরফে লেখা একটি স্লোগান নজরে আসে। সেখানে লেখা হয়েছে, ‘জো হিটলার ওয়ালি চাল চালেগা, ওহ হিটলার ওয়ালি মউত মারেগা।’ অর্থাৎ, যে হিটলারের মতো চলবে, তার মৃত্যু হিটলারের মতোই হবে;এই বার্তা দেওয়া হয়েছে ওই লেখায়। পাশাপাশি আরও একটি দেওয়ালে লেখা হয়েছে, ‘মুসোলিনি কো দে দি আজাদি, আরএসএস কো ভি দেঙ্গে আজাদি।’ তবে এই স্লোগানগুলি কে বা কারা লিখেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনও পক্ষের তরফে লেখাগুলির দায় স্বীকার করা হয়নি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিভিপি এবং বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত দুই সপ্তাহ ধরেই উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। সেই আবহে বৃহস্পতিবার ক্যাম্পাসে এবিভিপির তরফে ‘বন্দে মাতরম যাত্রা’র আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি ‘হরিপদ ভারতী স্মৃতিরক্ষা সমিতি’র উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিগুণা সেন অডিটোরিয়ামে জাতীয়তাবাদী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। পরে সেই লেখাতেও চুনকাম করে দেওয়া হয়। তার পর ফের নতুন করে স্লোগান লেখার ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে, বারবার নজরদারি এবং চুনকামের পরেও কীভাবে ক্যাম্পাসের দেওয়ালে নতুন লেখা উঠে আসছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই বৃহস্পতিবার দুপুরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে ‘বন্দে মাতরম যাত্রা’ করে এবিভিপি। সংগঠনের কর্মীদের বক্তব্য, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ‘দেশবিরোধী’ স্লোগান বা রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। বিতর্কিত দেওয়াল লিখনের জবাব দিতে ক্যাম্পাসে দেশের বিশিষ্ট মনীষীদের ছবি লাগানোর উদ্যোগও নেয় তারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি লাগানো হয়। পাশাপাশি সংবিধানে চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসুর আঁকা ছবিও ক্যাম্পাসের দেওয়ালে লাগানো হয়। মিছিল চলাকালীন ক্যাম্পাসে ‘বন্দে মাতরম’ এবং ‘ভারত মাতা কি জয়’ স্লোগান ওঠে। অন্যদিকে, এবিভিপির কর্মসূচির পালটা বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে রাজা সুবোধ মল্লিক রোডে মিছিল করে এস এফ আই। দু’পক্ষের কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক এবং শিক্ষাকর্মীদের একাংশ অংশ নেন বলে জানা গিয়েছে। মিছিল ও কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে দুই সংগঠনের পক্ষ থেকেই একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং পালটা অভিযোগ করা হয়। যাদবপুরে জাতীয়তাবাদী সম্মেলনও এদিন রাজনৈতিক তাৎপর্য পেয়েছে। ত্রিগুণা সেন অডিটোরিয়ামে আয়োজিত ওই সম্মেলনের শুরুতে বেদমন্ত্র পাঠ এবং ‘বন্দে মাতরম’ গান পরিবেশনের কথা ছিল। এর আগে গত সপ্তাহে যাদবপুরে ‘১০ হাজার কণ্ঠে বন্দে মাতরম’ কর্মসূচি পালিত হয়েছিল। সেই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও। এরপরই এবিভিপির পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার ক্যাম্পাসে ‘বন্দে মাতরম যাত্রা’র ঘোষণা করা হয়। দেওয়াল লিখনকে কেন্দ্র করে চলা বিতর্কের মধ্যে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ও সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে সতর্ক থাকার বার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘দেওয়ালে লিখলে নাম, সে নাম মুছে যাবে। হৃদয়ে লেখো নাম সে নাম রয়ে যাবে।’ যাদবপুরের সমস্ত পক্ষকে বাংলার বর্তমান পরিস্থিতি ও আবহাওয়া বুঝে বাংলার মানুষের মনে নাম লেখার আহ্বান জানান তিনি। সব মিলিয়ে, দেওয়াল লিখন, পালটা চুনকাম, ফের স্লোগান এবং একই দিনে দুই পক্ষের পৃথক কর্মসূচি;এই চার ঘটনাকে ঘিরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি আরও সরগরম হয়ে উঠেছে। নতুন করে লেখা স্লোগানের নেপথ্যে কারা রয়েছে, তা এখনও জানা যায়নি। তবে রাজনৈতিক সংঘাতের আবহে ক্যাম্পাসের দেওয়াল ফের বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

নিউ আলিপুরে ফিরহাদ হাকিমের দুই সংস্থায় তদন্ত কমিশনের হানা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : নিউ আলিপুরে প্রাক্তন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে উল্লেখ করা দুই সংস্থার দফতরে হানা দিল তদন্তকারীরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে নিউ আলিপুরের টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড এলাকায় ‘হাকিম পলিমেকার প্রাইভেট লিমিটেড’ এবং ‘হাকিম কেমিক্যালস’-এর দফতরে তল্লাশি অভিযান চালান প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি বিরোধী কমিশনের সদস্যেরা। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নেতৃত্বাধীন ওই কমিশনের সদস্যেরা নিউ আলিপুর থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়েই এই অভিযান চালান। তদন্ত কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দুই সংস্থার সম্পত্তি এবং আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে কোনও ধরনের দুর্নীতির যোগ রয়েছে কি না, মূলত তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে দুর্নীতির মাধ্যমে সংস্থাগুলির সম্পত্তি কেনা হয়েছিল কি না অথবা কোনও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির সাহায্যে ওই সম্পত্তি ও ব্যবসায়িক পরিকাঠামো গড়ে উঠেছিল কি না, সেই বিষয়গুলিই তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে। তল্লাশির সময় সংক্রান্ত নথিপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য খতিয়ে দেখা হয় বলে জানা গিয়েছে। সংস্থাগুলির নিজস্ব ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ‘হাকিম পলিমেকার প্রাইভেট লিমিটেড’ প্লাস্টিক প্রস্তুতকারী একটি সংস্থা। সেখানে উচ্চমানের প্লাস্টিক সামগ্রী সুলভ ও ন্যায্য মূল্যে ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে, ‘হাকিম কেমিক্যালস’-এর সঙ্গে রাসায়নিক সামগ্রী তৈরির ব্যবসা জড়িত ছিল বলে জানা গিয়েছে।

তরুণীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ, জয়নগরে গ্রেফতার যুবক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : এক তরুণীকে নির্জন জায়গায় ডেকে নিয়ে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করল জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম আকিল আহমেদ খান (২৬)। তাঁর বাড়ি জয়নগর থানার উত্তর দুর্গাপুর পঞ্চায়েত এলাকায়।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জয়নগর থানার উত্তর দুর্গাপুর পঞ্চায়েত এলাকার ২৩ বছরের এক তরুণীর সঙ্গে পরিচয় ছিল ২৬ বছরের ওই যুবকের। সেই পরিচয়ের সূত্র ধরেই সম্প্রতি ওই যুবক তরুণীকে একটি নির্জন জায়গায় ডেকে নিয়ে যান। সেখানে তরুণীর শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার পর জয়নগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই তরুণী।অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে জয়নগর থানার পুলিশ। তদন্তের পর বুধবার রাতে উত্তর দুর্গাপুর এলাকার বাড়ি থেকে আকিল আহমেদ খানকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপর তাঁকে জয়নগর থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। বৃহস্পতিবার ধৃত যুবককে জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখতে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ।

প্রধানমন্ত্রীর বিকৃত ছবি-কাণ্ডে হাই কোর্টের প্রশ্নের মুখে শ্রীলেখা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিকৃত ও কুরুচিকর ছবি সমাজমাধ্যমে ব্যবহারের অভিযোগে আইনি জটিলতায় পড়েছিলেন অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন থানায় একাধিক অভিযোগ দায়ের হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তি তে দায়ের হওয়া ১৬টি এফআইআর খারিজের আবেদন নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিনেত্রী। বৃহস্পতিবার সেই মামলার শুনানিতে আদালতের প্রশ্নের মুখে পড়তে হল তাঁর ভূমিকা নিয়ে। একই সঙ্গে আপাতত ওই মামলাগুলিতে শ্রীলেখাকে গ্রেফতার না করার রক্ষাকবচও বহাল রেখেছে আদালত। বৃহস্পতিবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের আদালতে মামলার শুনানি হয়। শ্রীলেখার হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি আদালতে জানান, ইতিমধ্যেই আনন্দপুর থানার তরফে দেওয়া তলবে সাড়া দিয়ে তাঁর মক্কেল সেখানে হাজিরা দিয়েছেন। অর্থাৎ তদন্তে সহযোগিতা করার বিষয়ে অভিনেত্রী ইতিমধ্যেই পুলিশের কাছে উপস্থিত হয়েছেন বলে আদালতে দাবি করেন তাঁর আইনজীবী। এর পাল্টা রাজ্যের আইনজীবী আদালতে অভিযোগ করেন, শ্রীলেখা একটি ‘রুচিহীন’ ছবি আপলোড করেছিলেন এবং সেই ছবিতে উস্কানির উপাদান ছিল। যদিও এই যুক্তির বিরোধিতা করে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, কোনও ছবি রুচিহীন হতে পারে, কিন্তু শুধু রুচিহীন হওয়াটাই অপরাধ নয়। তাঁর বক্তব্য ছিল, কেবলমাত্র ছবির রুচি নিয়ে প্রশ্ন তুলে ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তবে শুনানির সময় আদালতের পর্যবেক্ষণে বিষয়টি নিয়ে ভিন্ন মাত্রা যোগ হয়। বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, একজন সংবেদনশীল নাগরিক কেন এমন একটি ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করবেন। ছবিটি কার্টুন হোক বা অন্য কোনও ধরনের উপস্থাপনা, তার বিষয়বস্তু ও প্রভাবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা যায় কি না, সেই প্রশ্নও ওঠে। আদালতের বক্তব্য, ভিন্ন ধর্ম বা ভিন্ন জাতির প্রতি কুৎসা বা বিদ্বেষ ছড়ানোর মতো কোনও বিষয় থাকলে সংশ্লিষ্ট মামলায় ফৌজদারি আইনের ধারা যুক্ত করার সুযোগ রয়েছে। শুনানির সময় বিচারপতি বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের উদ্দেশেও মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, আইনজীবী নিজেও একজন রাজনীতিক। সেই অবস্থান থেকে এমন একটি বিষয়কে তিনি কীভাবে দেখ বেন, সেই প্রশ্নও তোলেন বিচারপতি। পাশাপাশি আদালত স্পষ্ট করে দেয়, শ্রীলেখার বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া সমস্ত মামলা আলাদাভাবে না দেখে একত্রে তদন্ত করা প্রয়োজন। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, শ্রীলেখার বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলাগুলিকে আনন্দপুর থানায় দায়ের হওয়া মামলার সঙ্গে যুক্ত করে তদন্ত করা হবে। তদন্ত চলাকালীন তিনি সহযোগিতা করলে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ করা যাবে না। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ বা তদন্তের প্রয়োজনে তলব করতে হলে অন্তত ৪৮ ঘণ্টা আগে নোটিস দিতে হবে। তবে তদন্তে সহযোগিতা না করলে পুলিশ বিষয়টি হাই কোর্টকে জানাতে পারবে। আদালত আরও জানায়, মামলার তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে পরবর্তী শুনানিতে রিপোর্ট পেশ করতে হবে। আপাতত ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত শ্রীলেখার রক্ষাকবচ বহাল থাকবে।

গরু চুরির ছক বানচাল মৈপিঠে, দড়ি-ছুরি-বস্তা-সহ গ্রেফতার ২

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : গরু চুরির উদ্দেশ্যে ফের বারুইপুর পুলিশ জেলার মৈপিঠ কোস্টাল থানা এলাকায় জড়ো হয়েছিল দুষ্কৃতীদের একটি দল।তবে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মৈপীঠ কোস্টাল থানার ওসি জাহিদ মন্ডলের নির্দেশে পুলিশ টিমের তৎপরতায় তাদের পরিকল্পনা ভেস্তে গেল।পুলিশের অভিযানে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকেগরু চুরি ও ডাকাতির কাজে ব্যবহারের জন্য রাখা দড়ি,ছুরি, বস্তা-সহ বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার হয়েছে।পুলিশ সূ ত্রে জানা গেল, গত মার্চ মাসে মৈপিঠ কোস্টাল থানা এলাকায় গাড়িসহএকদল গরু চোরকে গ্রেফতারকরেছিল পুলিশ। সেই ঘটনায় আরও কয়েকজন জড়িত থাকলেও কোনওভাবে পুলিশের চোখ এড়িয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল তারা। তদন্তে তাদের খোঁজ চালাচ্ছিল পুলিশ।এরই মধ্যে বুধবার রাতে ফের মৈপিঠ কোস্টাল থানা এলাকায় কয়েকজন সন্দেহভাজন ব্যক্তির গতিবিধি নজরে আসে। গরু চুরির উদ্দেশ্যেই তারা এলাকায় জড়ো হয়েছিল বলে পুলিশের কাছে খবর আসে। এরপরই মৈপিঠ কোস্টাল থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে দুজনকে আটক করে। যদিও পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে বাকিরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।ধৃতদের তল্লাশি চালিয়ে দড়ি, ছুরি, বস্তা-সহ গরু চুরি বা ডাকাতির কাজে ব্যবহারের উপযোগী বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার করা হয়।পুলিশের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতরা স্বীকার করেছে যে তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন এলাকায় গরু চুরি ও ডাকাতির মতো অপরাধে জড়িত ছিল।এমনকী গত মার্চ মাসে মৈপিঠ এলাকায় গরু চুরির যে ঘটনা ঘটেছিল, সেই ঘটনার সঙ্গেও তাদের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল বলে জেরায় জানা গিয়েছে।পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ফের মৈপিঠ এলাকায় গরু চুরির পরিকল্পনা করেই তারা জড়ো হয়েছিল। কিন্তু তার আগেই পুলিশের অভিযানে সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।ধৃতদের নাম আনার আলী সরদার ও আরশেদ মোল্লা। আনার আলী সরদারের বাড়ি বকুলতলা থানা এলাকায় এবং আরশেদ মোল্লার বাড়ি কুলতলি থানা এলাকায়।ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া এবং অপরাধমূলক সরঞ্জাম রাখার অভিযোগে মামলা রুজু করে বৃহস্পতিবার ধৃত দুজনকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ।

হাওড়া সিটি পুলিশের অভিযানে উদ্ধার ৩টি পিস্তল, ১৮ রাউন্ড গুলি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের বিশেষ অভিযানে উদ্ধার ৩টি দেশী পিস্তল ও ১৮ রাউন্ড গুলি, গ্রেপ্তার ২। ধৃতদের সাথে আর কারও যোগ আছে কিনা চলছে তদন্ত। বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্রের কারবারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বড়সড় সাফল্য পেল হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলেন গোয়েন্দারা। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে তিনটি ইমপ্রোভাইজড দেশি সেমি-অটোমেটিক পিস্তল, চারটি ম্যাগাজিন এবং ১৮ রাউন্ড কার্তুজ। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোলাবাড়ি থানা এলাকায়। গোয়েন্দা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার, ২ সেপ্টেম্বর গোপন সূত্রে খবর আসে যে, গোলাবাড়ি থানার পাঞ্জাব লাইন এলাকার ২৪/১ বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে কয়েকজনের গতিবিধি রয়েছে। খবর পেয়েই তৎপর হয়ে ওঠেন হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দারা। এরপর পরিকল্পনা করে ওই এলাকায় অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করে দুই ব্যক্তিকে আটক করেন গোয়েন্দা আধিকারিকরা। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশি চালাতেই সামনে আসে আগ্নেয়াস্ত্রের কারবারের অভিযোগ। পুলিশের দাবি, ধৃতদের কাছ থেকে মোট তিনটি ইমপ্রোভাইজড দেশী সেমি-অটোমেটিক পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি উদ্ধার হয়েছে চারটি ম্যাগাজিন এবং ১৮ রাউন্ড কার্তুজ। উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রগুলি লোহার তৈরি এবং প্রতিটি পিস্তলের দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ সেন্টিমিটার বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। উদ্ধার হওয়া কার্তুজগুলির পারকাশন ক্যাপে ‘জ্ঞ ৭.৬৫’ লেখা রয়েছে বলেও তদন্তকারীদের তরফে জানানো হয়েছে। ধৃত দুই ব্যক্তির নাম মহম্মদ আহসান ইউসুফ (৩৮) এবং আবুল হাসান ওরফে নাটা (৪৫)। পুলিশ সূত্রে খবর, দু’জনেরই বাড়ি হাওড়ার গোলাবাড়ি থানা এলাকায়। ধৃতদের কাছে এত পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ কীভাবে এলো সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখ ছেন তদন্তকারীরা। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রগুলি বেআইনি ভাবে সংগ্রহ করে অন্যত্র সরবরাহ করার পরিকল্পনা ছিল কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একই সঙ্গে এই অস্ত্রগুলি কোথা থেকে আনা হয়েছিল কার কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং কোথাও পাচারের উদ্দেশ্য ছিল কিনা সেই সমস্ত বিষয়েও তদন্ত শুরু হয়েছে। গোলাবাড়ি থানায় ইতিমধ্যেই নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বেআইনি অস্ত্র সরবরাহের নেটওয়ার্ক সম্পর্কে আরও তথ্য জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দাদের এই অভিযানে একসঙ্গে তিনটি পিস্তল ও বিপুল সংখ্যক কার্তুজ উদ্ধারের ঘটনায় ফের সামনে এল বেআইনি অস্ত্রের কারবারের বিষয়টি। তদন্ত যত এগোবে এই অস্ত্র চক্রের সঙ্গে জড়িত আরও কোনও ব্যক্তি বা সরবরাহকারী সম্পর্কে তথ্য সামনে আসে কিনা এখন সেদিকেই নজর রয়েছে তদন্তকারীদের।

আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার দুই, তৃণমূল নেতার ‘ছায়াসঙ্গী’ বিহারের অমিতও ধৃত

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : ক্যানিংয়ে আগ্নেয়াস্ত্র মজুত রাখার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন দুই ব্যক্তি। বুধবার রাতে ক্যানিং থানার আইসি তুষার বিশ্বাসের নেতৃত্বে পৃথক অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন বিহারের সমস্তিপুরের বাসিন্দা অমিত সিংহ এবং ক্যানিং থানার অন্তর্গত আঙ্গাদবেড়িয়া এলাকার বাসিন্দা বাবলু শেখ। অমিতের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, বাবলুর কাছ থেকে একটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র এবং সাতটি ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। দু’জনকেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেফাজতে চেয়ে আদালতে পেশ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অমিত সিংহ আদতে বিহারের সমস্তিপুরের বাসিন্দা হলেও গত কয়েক বছর ধরে ক্যানিং এলাকায় বসবাস করছিলেন। স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে তাঁর পরিচিতিও রয়েছে। ক্যানিং এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম দাসের ‘ছায়াসঙ্গী’ হিসেবে অমিতকে এলাকায় দেখা যেত বলে দাবি করা হয়েছে। তবে তাঁর সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক নেতার কী ধরনের সম্পর্ক ছিল, সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। অভিযোগ, ক্যানিং এলাকায় থাকার সময় অমিত আগ্নেয়াস্ত্র মজুত রেখেছিলেন। অভিযান চালিয়ে তাঁর কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়। এরপরই তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে অতীতে কোনও অপরাধমূলক অভিযোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একই সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্রটি কোথা থেকে এল এবং কেন তা তাঁর কাছে ছিল, সেই বিষয়েও তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অন্যদিকে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার রাতে আঙ্গাদবেড়িয়া এলাকায় অভিযান চালায় ক্যানিং থানার পুলিশ। সেখান থেকেই বাবলু শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর কাছ থেকে একটি দেশি পিস্তল-সহ সাতটি ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক প্রশ্ন, এতগুলি অস্ত্র বাবলু কেন মজুত করেছিলেন। কোনও অপরাধমূলক কাজ বা নাশকতার পরিকল্পনা ছিল কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অস্ত্রগুলি কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত কি না, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। একই রাতে দুই ব্যক্তির কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও ধারালো অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় ক্যানিং এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অমিত সিংহের রাজনৈতিক যোগাযোগ এবং তাঁর দীর্ঘদিন ক্যানিংয়ে বসবাসের বিষয়টিও তদন্তে গুরুত্ব পাচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। ধৃত দু’জনকে আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে চেয়েছে পুলিশ।

বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহে জল পরীক্ষার উপরে গুরুত্ব রাজ্য সরকারের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্যে রাজ্য সরকার আরও বেশি করে জল পরীক্ষার উপরে গুরুত্ব দিচ্ছে। বর্তমানে রাজ্যে জাতীয় স্বীকৃত প্রাপ্ত যে ২১৬টি পানীয় জল পরীক্ষাগার আছে সেগুলিতে নিয়মিত আর্সেনিক, ফ্লোরাইড, লবণাক্ততা, লোহা ও জীবাণু দূষণের উপস্থিতি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে বলে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। গত অর্থবছরে এই কেন্দ্রগুলিতে ৫ লক্ষ ৩৩ হাজারের বেশি জলের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এছাড়াও প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় পানীয় জল পরীক্ষার জন্য নয়টি ভ্রাম্যমান জল পরীক্ষা যান চালু করা হয়েছে। এখানে জল পরীক্ষার পাশাপাশি পানীয় জল সংক্রান্ত সচেতনতা প্রসারে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আশা কর্মীদের ফিল্ড টেস্ট কিট ব্যবহার করে জলের গুণমান পরীক্ষার উপরে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরেও গ্রামীণ এলাকায় ১৭ হাজারের অধিক যুবককে নল জল মিত্র হিসেবে নিয়োগ করে পর্যায়ক্রমে ব্লক ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু করেছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৭৪ সংখ্যা, শুক্রবার , ১৭ ভাদ্র, ১৪৩৩

সন্ন্যাসী রাজা

সন্ন্যাসী রাজা আজও 'জীবিত'। উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষে সন্ন্যাসী রাজার বাড়িতেই মহানায়কের স্মৃতিচারণা করবে কলকাতা পুলিশ। কারণ, পার্ক স্ট্রিট এলাকার রিপন স্ট্রিটে পুলিশের ঐতিহাসিক ভবনটি ভাওয়াল পরিবারের বাড়ি। ঢাকার ভাওয়ালদের মেজোকুমার রমেন্দ্র নারায়ণ এই বাড়িতে থেকেই লড়েছিলেন সেই বিখ্যাত 'ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলা'। আর ওই মামলার উপর ভিত্তি করেই ১৯৭৫ সালে তৈরি হয় 'সন্ন্যাসী রাজা' ছবিটি। এই ছবিরই নায়ক মহানায়ক উত্তমকুমার। তাঁর জন্মশতবর্ষের আগেই কলকাতা পুলিশ রিপন স্ট্রিটের বাড়ির একতলা বাড়ি সেজে উঠছে। তুলে ধরা হচ্ছে ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার ইতিহাসও। লালবাজারের এক আধিকারিক জানান, বহু পুরনো এই বাড়িটিতে রয়েছে কলকাতা পুলিশের পাঠাগার। এ ছাড়াও রয়েছে ট্রাফিক মিউজিয়াম ও পুলিশ মিউজিয়ামের একটি অংশ। কিন্তু ইতিহাস সম্বলিত এই বাড়িটির মেরামতির প্রয়োজন। সম্প্রতি লালবাজারের কয়েকজন কর্তা রিপন স্ট্রিটের এই রাজবাড়িটি পরিদর্শনও করেন। কীভাবে মেরামতির পর এই বাড়িটি সাজিয়ে তোলা হবে, তা নিয়ে প্রাথমিকভাবে আলোচনাও করেছেন লালবাজারের কর্তারা। সেই কারণে উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষে খুব জাঁকজমক করে পালন না করলেও নিজেদের মতো করেই তাঁরা স্মৃতিচারণ করবেন মহানায়কের।'সন্ন্যাসী রাজা' ছবিতে রাজা সূর্যকিশোরের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন উত্তমকুমার। আসল ঘটনার মতো এই ছবিতেও প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যেও রাজা সূর্যকিশোরকে মৃত মনে করে শ্মশানে ফেলে রেখে পালিয়েছিলেন পরিজনরা। সন্ন্যাসীরা তাঁকে উদ্ধার করে সুস্থ করে তোলেন। স্মৃতি লোপ পেয়েছিল তাঁর। পরে ফিরে আসেন নিজের বাড়িতে। এরপরই শুরু হয় মামলা। এই ছবিতে উত্তমকুমারের অভিনয় ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে স্তোত্রপাঠ 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ' রয়েছে আপামর বাঙালির হৃদয়ে। কলকাতা পুলিশের ভবনটিতে রয়েছে সন্ন্যাসী রাজার রূপে রাজার আসনে বসা উত্তমকুমারের সেই ছবি। তার সঙ্গে রয়েছে ভাওয়ালদের আসল মেজোকুমারকে নিয়ে লেখা একটি ইংরেজি বই 'এ প্রিন্সলি ইমপোস্টার?'-এর কভারের ছবিও। আবার এখানেই তুলে ধরা হয়েছে রিপন স্ট্রিটে কলকাতা পুলিশের এই ভবন আর ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার ইতিহাসও। সেখানেই উল্লেখ করা রয়েছে যে, রিপন স্ট্রিটের এই বাড়িটি ১৮৭৪ সালে আর ইটিডাল নামে একজনের কাছ থেকে নদিয়ার রাজা ক্ষীতিশচন্দ্র রায় কেনেন। ১৯১২ সালে মুচিপাড়ার সুরেন্দ্রনাথ মুট্টিলাল এই সম্পত্তি কিনে মেয়ে সরজুবালা দেবীকে উপহার দেন। সরজুবালাই হচ্ছেন ঢাকার ভাওয়াল পরিবারের বড়কুমার রণেন্দ্রনারায়ণ রায়ের স্ত্রী। ১৯০৯ সালের এপ্রিলে ভাওয়ালদের অসুস্থ মেজোকুমার রমেন্দ্রনারায়ণকে নিয়ে দার্জিলিংয়ে যান তাঁর স্ত্রী বিভাবতী দেবী, শ্যালক সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও পরিবারের চিকিৎসক আশুতোষ দাশগুপ্ত। ৮ মে রমেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়েছে বলে তাঁকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। এর পরই নিখোঁজ হয়ে যান তিনি।

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন

'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে' বাউল রাগে দাদরা তালের এই গান রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের ৭ এপ্রিলে শান্তিনিকেতনে । গানটির স্বরলিপি দেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শান্তিদেব ঘোষ একজন বিখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী ও বিশারদ। রবীন্দ্র বিশারদদের মধ্যে তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা হয়। শান্তিদেবের পিতা কালীমোহন ঘোষ শান্তিদেবের জন্মের আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন এবং বিশ্বভারতীর গ্রাম পুনর্নির্মাণ শাখা স্থাপনে রবীন্দ্রনাথকে সহায়কের কাজ করতেন। প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথ কালীমোহনকে শিলাইদহে গ্রামোন্নয়নের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। পরে তিনি তাঁকে শান্তিনিকেতনে এনে সেখানেই গ্রাম সংস্কারের কাজে নিযুক্ত করেন। কালীমোহন তাঁর ছয় মাসের শিশুপুত্র শান্তিময়কে রবীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে আসেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাম পাল্টে শান্তিদেব রাখেন। কৈশোরে তিনি রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরের কাছে গান শিখতে শুরু করেন। সেখানেই লেখার টেবিলের উপরে গানের খাতা খুলে রেখে চুপ করে বসে আছেন রবীন্দ্রনাথ। মুখ গম্ভীর। কিছুই বলছেন না, তাকাচ্ছেনও না ছাত্রটির দিকে। কিছু ক্ষণ পর গানের খাতাটি দিয়ে কবি তাঁকে পাশের মোড়াটিতে বসতে বললেন। বিরক্ত যে তিনি হয়েছেন সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু কারণ জিজ্ঞেস করতেও ছেলেটির সাহস হচ্ছে না। মোড়ায় বসে সে গুরুদেবের কাছ থেকে একটি কলম ও কয়েকটি কাগজ চেয়ে নিয়ে যখন নতুন গান ক'টি কপি করে নিচ্ছে, তখন কবি গম্ভীর কণ্ঠে অনুযোগ জানালেন, সারা দুপুর নতুন সুর দেওয়া গানগুলি মনে রাখার জন্য গেয়ে গেয়ে ক্লান্ত তিনি। ছেলেটিকে খবর দেওয়া সত্ত্বেও সে এল দেরি করে! ক্লাস থাকলেও কেন সে তা বন্ধ করে আসেনি; তাই গুরুদেবের রাগ হয়েছে ছাত্রটির প্রতি। সত্যি আমার অন্যায় হয়েছে! বলে ছাত্রটি গুরুদেবের কাছে সব ক'টি গান শিখে নিয়ে গাইতে শুরু করল। তখন রবীন্দ্রনাথ খুব খুশি। ভৃত্যকে ডেকে ছাত্রটিকে ভাল করে খাইয়ে দিতে বললেন। খেতে খেতে নানা কথা হল দু'জনের মধ্যে। দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রমা করের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ হাতে লেখা যাবতীয় নতুন গানের কপি যাঁর হাতে প্রথমে ধরিয়ে দিতেন, এ ছাত্রটিই সেই শান্তিদেব ঘোষ, যাঁর পূর্বের নাম ছিল শান্তিময়। ম্যাট্রিকুলেশনের গণ্ডি পার না হলেও প্রবল ইচ্ছে শক্তির জোরে শান্তিদেব সঙ্গীত-শিক্ষক ও অসামান্য গায়ক ও সুরকার হিসেবেও দক্ষ ছিলেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

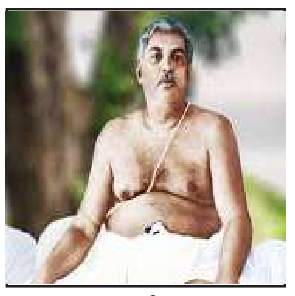

রামায়ণের মধ্যে দিয়ে রামচন্দ্র সে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন সেটাই হচ্ছে ভারতীয় আদর্শ। যুদ্ধের দিন মাথা ঠাণ্ডা করে লড়াই করতে হবে। মাথা ঠাণ্ডা না করে লড়াই করলে যুদ্ধে জেতা একেবারে অসম্ভব। রাবণ রামের চেয়ে বড় যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু তিনি মাথা গরম করেছেন এবং অন্যায় করেছেন। অন্যায় করেছেন বলেই তাঁর স্ত্রী তাঁকে ভর্ৎসনা করেছেন। রাবণ শক্তি দম্ভ দেখাতে গিয়েছিলেন। শক্তি দম্ভ দেখালে হবে না। ধৈর্য ধরতে হবে। রাবণ সেই ধৈর্য দেখাতে পারেননি বলেই তিনি পরাজিত হলেন। মেঘনাদ বড় যোদ্ধা ছিলেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর বলতেন বলতেন, দেশকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে মাতার সম্মান দিতে হবে। দেশ মাতৃকার জয়গান গাইত হবে। তবেই দেশ উন্নতির পথ ধরে এগোতে থাকবে। না হলে কিন্তু দেশ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলতেন যে কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করোনা। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। আর আজকে ভারতবাসীকে সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে।

'মহানায়ক' উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষ পালন

রবীন্দ্রকুমার শীল

বাংলার চলচ্চিত্রে পা প্রথম রেখেছিলেন উত্তম কুমার নীতীন বসুর রবীন্দ্রনাথের 'দৃষ্টিদান' ছবিতে। মাত্র সাতাশ টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন। সেই কাটা দিয়েই তাঁর দিনের খরচ চলে যেত। তার পরে তিনি 'কামনা' ছবিতে নায়কের চরিত্রে অভিনয় করতেন। সেই ছবিতে তিনি নিজেকে দাঁড় করাতে পারেননি। তারপরে আরও কয়েকটি ছবি ফ্লপ করলো। তিনি তখন টলিউড জগতে ফ্লপ মাস্টার বলে পরিচিত হয়ে গেলেন। সরোজ মুখোপাধ্যায় উত্তমকে নিয়ে 'মর্যাদা' ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করলেন। সেটাও ফ্লপ খেতে শুরু করলো। তার ফলে বাংলার চলচ্চিত্র জগতে তিনি ফ্লপ নায়ক বলে পরিচিত হয়ে গেলেন। সেই সময়ে পাহাড়ী সান্যাল উত্তম কুমারকে একটি চাকরি দিলেন। সেই চাকরি নিলেন সংসার চালানোর দায়ে। 'সহযাত্রী' এবং 'সঞ্জীবনী' (১৯৫১) দুটো ছবিই আবার ফ্লপ খেল। তার ফলে নায়ক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে তিনি আর নিজের যোগ্য তাকে প্রকাশ করতে পারছিলেন না। কিন্তু এর এক বছর পরেই উত্তম কুমারের ভাগ্য ঘুরে গেল। 'বসু পরিবার' ছবিটা খানিকটা সফল হলো। তারপরে ১৯৫৩ সালে 'সাড়ে চুয়াত্তর' উত্তম কুমারকে পাকাপাকিভাবে নায়কের পদে বসিয়ে দিল। সেই ছবিটা সারা বাংলা তথা বিশ্বের সমস্ত বাঙালিদের মনে গভীরভাবে রেখা পাত করেছিল। এখন এই ছবিটি বাঙালি চলচ্চিত্র প্রেমিকদের কাছে সাড়া জাগানো ছবি। 'হারানো সুর' ছবিকে উত্তম কুমার এবং সুচিত্রা সেন জুটি তৈরি হয়ে গেল। বাংলা সিনেমা তখন এই জুটি ছাড়া ছবি করতে একেবারে নারাজ। পুজো ছবি তখন প্রয়োজকরা করতো উত্তম-সুচিত্রা জুটি নিয়ে। 'স্ত্রী' ছবিতে উত্তম কুমার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে পা রাখতে সময় দেননি। আবার 'অপরিচিত' ছবিতে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে সৌমিত্র সেখানে একেবারে হিরো হয়ে গিয়েছেন।

উত্তম কুমারের রোমান্টিক অভিনয় দর্শকদের আকর্ষন করেছে। 'লালপাথর' ছবিতে যে উচ্চাঙ্গের অভিনয় করেছিলেন তা বাঙালিরা চিরকাল ধরে মনে রাখবে। 'লাল পাথর' ছবিতে যে অতুলনীয় অভিনয় করে গিয়েছিলেন সেটা আজও বাঙালিরা ভুলতে পারে না। ছবি, সংলাপ, সঙ্গীত সব মিলে একটি রঙিন সুর থেকে শুরু করে বিষাদের সুর একই সূত্রে বেঁধে দিয়ে তাকে উচ্চাসনে বসিয়ে দিয়ে ছিলেন উত্তম কুমার এবং সুপ্রিয়া দেবী। বাঙালিরা আজও আক্ষেপ করেন উত্তম সুচিত্রা জুটি আর দেখতে পাওয়া গেল না।

মহানায়ক উত্তম কুমার অভিনয় জীবন শুরু হয়েছিল মঞ্চে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে। ছোট বেলায় পাড়ার নাটকে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। চক্রবেড়িয়ার স্কুলেও তিনি অভিনয় করেছিলেন। সেই সময়ে তিনি এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। 'গয়াসুর' চরিত্রে অভিনয় করে মাস্টারমশাইদের নজর কেড়ে নিয়েছিলেন। পাড়ার লুনার ক্লাবের হয়ে একের এর এক থিয়েটার করতে শুরু করলেন। 'কর্নাজুন'-এ শ্রীকৃষ্ণ, 'সাজাহান' নাটকে দিলদার, 'দুইপুরষ' নাটকে সুশোভন চরিত্রে অভিনয় করে সুনাম অর্জন করতে শুরু করে দিয়েছেন। উত্তম কুমার যখন পোর্ট কমিশনার অফিসে কাজ করতেন তখন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাসির নাটক 'ডিটেকটিভ'তে অভিনয় করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। স্টার থিয়েটারে 'শ্যামলী' নাটকে নায়ক অনিলের চরিত্রে ৪৮৪ রাত্রি অভিনয় করেছিলেন। এই থিয়েটারে অসম্ভব জনপ্রিয় অভিনয় করেছিলেন উত্তম কুমার। চলচ্চিত্রে অংশ গ্রহণ করলেও তিনি হাতে সময় পেলে নাটকে অভিনয় করতেন। তিনি 'অভিনেতৃ সঙ্ঘে'র সদস্য ছিলেন। পরে সেই সংস্থা থেকে বের হয়ে এসে 'শিল্পী সংসদ' তৈরি করলেন। ১৯৬৯ সালে উত্তম কুমার রবীন্দ্র সদনে 'অলীকবাবু' নাটকে অভিনয় করেছিলেন। এখানে তিন নায়িকা ছিল। এদের মধ্যে অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন বাসবী নন্দী, লিলি চক্রবর্তী এবং জ্যোৎস্না বিশ্বাস। নাটক মহলে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা সুর দিয়েছিলেন শ্যামল মিত্র। ১৯৭০ সালে ক্ষিরোদ প্রসাদ বিদ্যা বিনোদের 'আলিবাবা' নাটকে বাবা মুস্তাফা চরিত্রে অতুলনীয় অভিনয় করেছিলেন। ১৯৭৩ সালে বিশ্বরুপায় রবীন্দ্রনারে 'সূক্ষ্ম বিচার' নাটকে অভিনয় করেছিলেন। তারপরে বহু নাটকে অভিনয় করার ডাক আসলেই তিনি কিন্তু চলচ্চিত্রে ব্যস্ত থাকার জন্য মঞ্চে বেশি অভিনয় করতে সময় পাননি। তবে তিনি হাতে সময় পেলে নাটক দেখতে যেতেন। নাটক জগতের মধ্যে উত্তম কুমার আর নিজেকে ধরে রাখতেন পারেননি। রূপালি পর্দা তাঁকে বারবার হাতছানি দিতে শুরু করে দিয়েছিল। সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক' সিনেমাটিতে উত্তম কুমারের ব্যক্তিগত জীবনের কিছু ছায়া পড়েছিল। তবে উত্তম কুমারকে সামনে রেখে নায়ক ছবি চিত্রনট্য প্রস্তুত করেননি সত্যটিৎ রায়। তিনি তাঁর মতো করে নায়ক ছবির চিত্রনাট্য তৈরি করেছিলেন এবং উত্তম কুমারকে নায়ক হলে বাংলায় সাড়া পড়ে যায়। একটি নতুন দিক উন্মোচন করে গেলেন সত্যজিৎ রায় তাঁর নায়ক ছবির মধ্যে দিয়ে। চলচ্চিত্রে নায়ক হতে গেলে কত রকমের অসুবিধা তৈরি হয় এবং সেই সব অসুবিধাকে কাটিয়ে কীভাবে নায়কের পদটাকে ধরে রাখা যার তার দৃশ্য দেখতে পাওয়া গেল।

'ঝিন্দের বন্দি' ছবিতে উত্তম কুমার এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় উচ্চাঙ্গে

অভিনয় করেছিলেন যা আজও দর্শকেরা মনে রেখেছেন। 'সপ্তপদী' ছবিতে যে ধরনে ক্লাসিক্যাল রোমান্টিক অভিনয় করেছিলেন তাতে মনে হয়েছিল উত্তম কুমার আগে মঞ্চে ভালো অভিনয় করতেন। আসলে উত্তম কুমারের কাছে মঞ্চ হচ্ছে পাঠশালা এবং স্কুল। সেখানে তিনি অভিনয় কাকে বলা হয় কী রকমভাবে ভালো অভিনয় করা যায় তা রপ্ত করেছিলেন। আর টলিউডে এসে নিজেকে বিস্তার করে দিয়েছিলেন। স্কুল থেকে যা শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন বাংলার চলচ্চিত্রকে আরও বেশি করে আকর্ষনীয় করতে অভিনয়কে তিনি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করেছিলেন। একটি সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল যে উত্তম কুমারের পরামর্শ গ্রহণ করে ছবি দৃশ্য গ্রহণ করছেন পরিচালক। এতে সফল হয়েছে পরিচালক। নায়ক এবং পরিচালকদের মধ্যে একটি বোঝাপড়া তৈরি হয়ে গিয়েছিল। যদি সত্যজিৎ রায় তাঁর নিজস্ব চিন্তা নিয়ে ছবি করতেন। সেখানে কাউকে বেশি মাথা গলাতে দিতেন না। তিনি তো ছবি করতেন না, তিনি চলচ্চিত্র শিল্প তৈরি করতেন। সেই কারণে সত্যজিৎ রায়ের প্রতিটি ছবিই হচ্ছে এক একটি শিল্প। শিল্পের সমাহার বলা যেতে পারে। 'অগ্নি পরীক্ষা' (১৯৫৪) এবং 'শাপমোচন' (১৯৫৫) সালে বাংলার চিরকলের পেম স্পন্দনকে অনুভব করতে পারলো। আসলে তখন উত্তম সুচিত্রা ছাড়া কোনও ছবির কথা বাঙালিরা ভাবতে পারছিল না। উত্তম সুচিত্রা ঢেউ মুম্বইয়ের নীল সমুদ্রের ঢেউকে একেবারে ম্লান করে দিল। সেই খবর গিয়ে পৌঁছাল মুম্বইতে। মুম্বই চলচ্চিত্র জগতও বাংরা দুই নায়ক নায়িকা নিয়ে ছবি করার কথা ভাবতে শুরু করলো। কিন্তু বাংলার প্রেম আর মুম্বইয়ের প্রেমে মধ্যে একটি বিশাল ফারাক আছে। মুম্বইয়ের প্রেম হচ্ছে উচ্ছ্বাসপূর্ণ আর বাংলার প্রেম হচ্ছে অন্তরের মধ্যস্থল থেকে উঠে আসা প্রেম। দুই পরিবেশের প্রেম একেবারে ভিন্নতর। চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে উত্তম কুমার অভিনয়ের মুহূর্তগুলিকে বাস্তবায়িত করেছেন। উত্তম কুমার প্রয়াত হওয়ার পর সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন আর একটি উত্তম কুমার হবে না। ইংরেজি সিনেমার গ্রেগরি পেকের চেয়েও উত্তম কুমার বড় অভিনেতা। শর্মিলা ঠাকুর পর্যন্ত স্বীকার করেছিলেন যে উনার অভিনয় দক্ষতা আমাকে অবাক করে দেয়। তাঁর অভিনয় শুধু শেখার মধ্যে দিয়ে অর্জন করা যাবে না। একটা ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতাও থাকতে হবে না হলে কিন্তু চলবে না। উত্তম কুমার যখ ন অভিনয় করতেন তখন সেই চরিত্রের মধ্যে প্রবেশ করে যেতেন।

কখন কীভাবে তাকাতে হবে, চলতে হবে সেটা তাকে পরবর্তী কালে কাউকে বলে দিতে হয়নি। 'নায়ক' ছবিতে একটি দৃশ্যের কথা না উল্লেখ করে পারা যাচ্ছে না। পেন দিয়ে সই করতে যাওয়ার সময়ে পেনের কালি শুকিয়ে গিয়েছিল। উত্তম কুমার পাশে রাখা জলের গ্লাসে পেনের কলম ডুবিয়ে খাতার নিজের নামটা সই করে নায়িকা শর্মিলা ঠাকুরকে দিয়েছিলেন। এটা কিন্তু চিত্রনাট্যে লেখা ছিল না। উত্তম কুমার নিজের চিন্তা থেকে এই দৃশটাকে তুলেছিলেন। সত্যজিৎ রায় বহবা দেন। শেষ কালে উত্তম কুমার কি খুবই বহেমিয়ান হয়ে গিয়েছিলেন। নিজেকে একটি সুশৃঙ্খল রীতির মধ্যে দিয়ে জীবনটাকে উপভোগ করতেন। কিন্তু তারপরে হঠাৎ কী রকমভাবে বেপয়োরা হয়ে গেলেন তা কিন্তু কেউ বলতে পারে না। ১৯৮০ সালে ২৪ জুলাই তিনি ইহজগত ত্যাগ করলেন। তবুও তাঁকে নিয়ে এক্ষনও চর্চার শেষ নেই। তিনিও এখন বাংলার অদ্বিতীয় নায়ক হয়ে রয়েছেন। কেউ কেউ বলে থাকেন যে ফ্লপ মাস্টার উত্তম কুমারকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল সুচিত্রা সেন না পর্দায় আসা পর্যন্ত। বাংলার সেরা নায়িকা সুচিত্রা সেন এসে উপস্থিত হতেই উত্তম কুমার তাঁর অভিনয়ের দক্ষতার দরজা সকলের জন্য একেবারে উন্মুক্ত হয়ে পড়ল। বলা যেতে পারে উত্তম কুমার আর ফ্লপ মাস্টার থাকলেন না। তিনি তখন নায়ক মাস্টারে পরিণত হয়ে গিয়েছেন। একজন বাঙালি পরিচালক উত্তম কুমারের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন উত্তম কুমার হচ্ছেন দার্জিলিং এর কাঞ্চনজঙ্ঘা। যিনি দার্জিলিং গিয়েছেন তিনি কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখবেনই। ঠিক সেই রকম বাংলা সিনেমা যারা দেখতে ভালোবাসেন তার সিনেমা দেখতে গিয়ে উত্তম কুমারের একবার নাম করবেন। আজকে যারা চলচ্চিত্রে অভিনয় করছেন তারা প্রত্যেকেই উত্তম কুমারের ছবি দেখেছেন। উত্তম কুমারের ছবি না দেখলে বাংলা সিনেমায় অংশ গ্রহণ করা একেবারে অসম্ভব। কতখানি হাঁটলে ভালো বাংলা ছবিতে অভিনয় করতে পারা সম্ভব হবে তা কিন্তু উত্তম কুমার সবাইকে শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর প্রতিটি ছবি এখন বলতে গেলে সিনেমা শিক্ষার্থীদের কাছে 'রেফারেন্স বুক' হিসাবে পরিচিত। উত্তম কুমার জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ সালে আহিরীটোলাতে। কলকাতার গোয়েঙ্কা কলেজের ছাত্র। 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গ' (১৯৬৭) এবং 'চিড়িয়াখানা' (১৯৬৭) ছবিতে অভিনয় করে শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের জন্য জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪০-১৯৮০ সাল পর্যন্ত প্রায় তিন দশক ধরে বাংলা চলচ্চিত্র জগতে একেবারে মাতিয়ে রেখে দিয়েছিলেন তিনি। উত্তম কুমার নেই আজ থেকে প্রায় বেশ কয়েক বছর আগে মারা গিয়েছেন। এখনও কোনও জুটি তৈরি হল না বাংলায় চলচ্চিত্রে। যার ফলে বাংলা ছবি এখনন আর বেশি সাড়া ফেলতে পারছে না। একই অবস্থা মুম্বই ছবিতেও। সেখানেও নেই দিলীপ কুমার-সায়রা বানু, শর্মিলা-রাজেশ খান্না। নেই রাজ কাপুর, দেবানন্দ। সব যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। প্রাণহীন অবস্থায় পড়ে গিয়েছে বাংলা মুম্বই চলচ্চিত্র। তবুও তার মধ্যে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবি তৈরি হচ্ছে। যেগুলো আবার বিশ্বের আন্তর্জাতিক মহলে সাড়া ফেলতে শুরু করে দিয়েছে। সেই সব ছবি এখন অনেকটা আর্ট শিল্পে পরিণত হয়েছে। ব্যবসায়িক রোমান্টিক ছবি বলতে গেলে উবে গিয়েছে মনে হচ্ছে। কবে সেই পরিবেশ ফিরবে তা কেউই বলতে পারছে না।

বাংলায় এবারে সুরু হয়েছে উত্তমকুমার শতবর্ষ। সারা বছর ধরে তাঁর জন্মদিন পালন করবে পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও এবারে উত্তমকুমারের জন্মশতবষ পালনের জড্ন্য বিশেষ কয়েকটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। তার মধ্যে রয়েছে গগেন্দ্রনাথ প্রদর্শশালায় উত্তমকুমারকে নিয়ে বিশেষ প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এবারে উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ডাক ও তার বিভাগ উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষ উফলক্ষ্যে বিশেষ কভার প্রকাশ করছে। ডাক টিকিটও প্রকাশ করা হবে। তিন দিন ব্যাপী আলোচনা এবং উত্তমকুমারের জীবন নিয়ে চর্চা করার আয়োজন করা হয়েছে। নন্দন-১ তে উত্তমকুমারের 'নায়ক' ছবি দেখানো হবে। রবীন্দ্র সদনে বর্তমান শিল্পীরা উত্তমকুমারের ছবির গানগুলি পরিবেশন করবে। এছাড়া য়েসব শিল্পীরা উত্তমকুমারের সঙ্গে অভিনয় করেছেন তাদেরকে সম্মানিত করা হবে।

আলুভাত বাঙালির প্রিয়

নরেশ জানা

ভাত প্রিয় বাঙালির সামনে ভাতের সাথে অন্য কিছুর তুলনা করাকে নির্দ্বিধায় এক প্রকার স্পর্ধাই বলা যায়। কিন্তু অপর দিকে এটাও সত্য

যে আমাদের বঙ্গীয় খাদ্যাভ্যাস, কৃষি ও সার্বিক জীবনযাত্রার সাথে আলু এমন ভাবেই মিশে গিয়েছে যে ভাত, রুটির পর আলু হয়ে উঠেছে আমাদের অন্যতম প্রধান খাদ্য। মিশবেই বা না কীভাবে? আলুর বিশেষত্বই তো এটা- শাক, সবজি, ডাল কিংবা মাংস, যেকোনও কিছুর সাথেই মিলে মিশে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। আর সে কারণেই হয়তো আশির দশকে বাংলাদেশের তৎকালীন স্বৈরশাসক উপরে উল্লেখিত উক্তিটি করার সাহস পেয়েছিলেন।

কেবল ভাত, ডাল আর পেঁয়াজ-মরিচ মাখা আলু ভর্তা দিয়েই হয়ে যায় বাঙালির এক বেলার খাবার। শুধু খাবার তো নয়, একেবারে চেটেপুটে সাবার। কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, বাংলা তথা উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে এই সাবার করা আলুর ইতিহাস কিন্তু অতি প্রাচীন নয়! মজার বিষয় হলো, প্রায় ৫০০ বছর পূর্বে কাঁচা মরিচের আগমনের সময় কিন্তু আলুর নাম গন্ধও ছিল না এই অঞ্চলে। বরং সমগ্র উপমহাদেশে আলুর ইতিহাস সর্বোচ্চ ৩৫০ থেকে ৪০০ বছরের। বেশির ভাগ গবেষকই আলুর জন্মস্থান হিসেবে দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বতমালার আশপাশের অঞ্চল।

আরও সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দেখা যায়, আলুর উৎপত্তি স্থল দক্ষিণ পেরু। কিন্তু সেই সুদূর লাতিন আমেরিকার আলু আমাদের এই উপমহাদেশে এলো কী করে? এজন্য আমাদের আবারও বলতে হবে ক্রিস্টোফার কলম্বাসের কথা। ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর থেকেই সেই অঞ্চলের অসংখ্য খাদ্য সামগ্রী স্প্যানিশদের হাত ধরে ইউরোপে আসতে শুরু করে। এর মাঝেই ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে পেরু আক্রমণ করে স্পেন। এই পেরুর আদি অধিবাসীরা আন্দিজ পর্বতমালার পাদদেশে প্রায় ৮০০০-১০০০০ বছর আগে থেকেই আলুর চাষ করতেন। আবার স্থানীয় ইনকা সভ্যতার মানুষজন প্রায় শত শত বছর ধরে আলুর এক প্রকার মণ্ড তৈরি করতো খাওয়ার উদ্দেশ্যে। এভাবেই প্রথমবারের মতো স্প্যানিশদের নজরে এলো আলু এবং তাদের সাথেই আলু চলে আসে ইউরোপে। তবে স্প্যানিশরা কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে আলু খেতে চাইতেন না। তারা মনে করতেন, এই আলু হলো নিম্ন শ্রেণির খাবার। তাই স্পেনের বিভিন্ন উপনিবেশের হাসপাতালে রোগীদের প্রথম খাওয়ানো হয় আলু। এছাড়া উচ্চবিত্ত স্প্যানিশরা তাদের গবাদি পশুদের খাদ্য হিসেবে আলুর ব্যাপক ব্যবহার করেছে। স্পেন থেকে আলু এরপর ভ্রমণ করলো ফ্রান্সে। কিন্তু মজার বিষয় হলো, সেখানে খাদ্য হিসেবে নয়, বরং প্রসাধনী ও সৌন্দর্য্য বর্ধক হিসেবে ব্যবহৃত হতো আলু। ফ্রেঞ্চ মেয়েরা মাথায় গুঁজতেন আলুর ফুল। আবার বাগানের সৌন্দর্য্য বর্ধক হিসেবে আলুর বেশ গুরুত্ব ছিল। এরপর ধীরে ধীরে ইউরোপের আরও অন্যান্য স্থানে আলু ছড়িয়ে পরতে থাকে। কোথাও আলু কদর পেলেও, কোথাও পেয়েছে ভর্ৎসনা। যেমন রাশিয়ানরা আলু একেবারেই পছন্দ করতেন না। মাটির নিচে জন্মাতো বলে সেখানকার পাদ্রিরা একে শয়তানের ফল বলতো। বলতো আলু খেলে হবে ঘোরতর পাপ। তবে আয়ারল্যান্ডে আলু পায় বিশেষ মর্যাদা। এতটাই যে আইরিশরা এর উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। কিন্তু এই আলুই হয় আইরিশদের দুঃখের কারণ। ১৮৪৫ থেকে ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময় আয়ারল্যান্ডে আলুর 'ব্লাইট' নামক রোগের কারণে এর ফলন নষ্ট হয়ে যায়। এর ফল স্বরূপ দেখা দেয় আইরিশ দুর্ভিক্ষ। এমন এক দুর্ভিক্ষ, যার ধাক্কায় আয়ারল্যান্ডের মোট জনসংখ্যার চার ভাগের এক ভাগ মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু এই স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান বা আইরিশ এদের কারো মাধ্যমেই কিন্তু আলু আমাদের উপমহাদেশে পৌঁছায়নি। বরং আলুর আগমন ঘটেছে পর্তুগিজদের হাত ধরে, সপ্তদশ শতকে। এই আলুর চাষ প্রথম শুরু হয় ভারতের পশ্চিম উপকূলে, তৎকালীন বোম্বেতে (সুরাট, কর্ণাটক সহ)।

ঃ পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ঃ
উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষে মুখ্যমন্ত্রী

বিশেষ সংবাদদাতা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রথম দিন সকাল ৮টায় আহিরী টোলায় উত্তমকুমারের মুর্তিতে মাল্যদান করেন রাষ্ট্রমন্ত্রী তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী। টালিগঞ্জে মেট্রো রেলের কাছে উত্তমকুমারের মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন যে বাংলা সিনেমা যাতে অতীতে মর্য়াদা ফিরে পায় তার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবে বর্তমান সরকার। উত্তমকুমারের লক্ষ্যই ছিল বাংলার সিনেমার উন্নতি। তিনি বাঙালি প্রিয় মানুষ ছিলেন। সারা জীবন তিনি বাংলা সিনেমার দৈন্যদশাকে দূর করার জন্য চিন্তাভাবনা করে গিয়েছিলেন। তাঁর পথকে অনুসরণ করে চলাই হল আমাদের মূল লক্ষ্য। ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে উত্তমকুমারের অবদানের কথা তুলে ধরাই হল সরকারের লক্ষ্য। পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের পুত্র পরিচালক সন্দীপ রায় বিজলী সিনেমার নিকটে উত্তমকুমারের একটি বিশাল ক্যাটআউট উন্মোচন করেন। পরিচালক সন্দীপ রায় উপস্থিত সকলের সমানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন যে তাঁর পিতা উত্তমকুমার ছাড়া আর কাউকে 'নায়ক' বলে মনে করেননি। তার ফলে তিনি 'নায়ক' ছবিটি উত্তমকুমারকে নিয়ে নির্মাণ করে ছিলেন। আজও 'নায়ক' ছবির মতো আর কোনও উন্নতমানের বাংলা ছবি হবে কিনা সন্দেহ। তখন একটি ছবি করতে কত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলতে হতো। আজকের মতো এত সজহসুলভ প্রযুক্তি ছিল না। ফলে একটি ছবি করতে নাজেহাল হয়ে যেত। সেই কারণে সত্যজিৎ রায় একটি ছবি করতে একটি বছরের বেশি সময় ব্যয় করতেন। তাঁর বহু পরিশ্রমের ফসল হল উত্তমকুমারের 'নায়ক'। সত্যিকারের ছবি করার একটি মানসিকতা ছিল পিতা সত্যজিৎ

রায়ের। সেই কারণে তাঁর প্রায় প্রতিটি ছবিই উল্লেখযোগ্য হতে পেরেছে। সন্ধ্যায় নন্দনে উত্তমকুমারকে স্মরণ করে পদযাত্রা শুরু হয়। সেই স্মরণীয় পদযাত্রায় অংশ গ্রহণ কবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সঙ্গে ছিল টলিউডের শিল্পীরা। উত্তমকুমার জন্মশতবর্ষ কমিটির সভাপতি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন। মহানায়ক উত্তমকুমারকে নিয়ে প্রদর্শনীর উদ্বাধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। গগেন্দ্রনাথ প্রদর্শশালায় এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। একতারা মঞ্চে উত্তমকুমারকে স্মরণ করে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেও মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থাকেন। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাষ্টমন্ত্রী তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী।

অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় উত্তমকুমারের নাম স্মরণ করেন বলেন, তিনি আমার কাছে জীবন্ত । বাংলার ম্যাটিনিতে উত্তম কুমার একাই একশো। বেঁচে থাকলে এবছর একশোয় পা দিতেন ঠিকই, তবে প্রয়াণের সাড়ে চার দশক পেরলেও বাঙালির কাছে তাঁর বিকল্প এখনও ধরা দেয়নি। আজও মহানায়ক বাঙালির 'একমেবা দ্বিতীয়ম' ম্যাটিনি আইডল। উত্তমদা সম্পর্কে আর নতুন করে কীই বা বলব, বিগত বছরগুলোতে যা বলার সবই বলা হয়ে গিয়েছে। সত্যি বলতে এই বৃষ্টিভেজা দিনে এত স্মৃতিচারণ মনকে যেন আরও ভারী করে তোলে। তবে উত্তমদার সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা সব সময়ই মনে রাখার মতো। অনেক ছবি করেছি একসঙ্গে। 'বসু পরিবার', 'কল্যাণী', 'রাইকমল', 'নবজন্ম', 'মরুতীর্থ হিঙ্গলাজ', 'নিশিপদ্ম' আরও অনেক ছবি। ওঁর সঙ্গে অভিনয় করে কার না ভালো লেগেছে! আমারও অবশ্যই লেগেছে। উত্তমকুমারের সঙ্গে যারাই অভিন. করেছেন তারাই উত্তমের প্রশংসা করেন।

সংবাদ সংগ্রহে ঃ রবীন্দ্রকুমার শীল।
ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।

লাগাতার বৃষ্টিতে জেলায় বন্যা পরিস্থিতি! আকাল খড়ের, চিন্তায় মৃৎশিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ সামনেই দুর্গাপুজো! তার আগে বিশ্বকর্মা পুজো। প্রতিবছর

এই সময়ে প্রতিমা শিল্পীদের এখন দম খেলার ফুরসত থাকত না। কিন্তু চলতি বছর চিত্রটা একটু হলেও আলাদা। ইচ্ছে না থাকলেও প্রতিমা তৈরির অর্ডার ফিরিয়ে দিচ্ছেন শিল্পীরা। কারণ খড়ের আকালে এবার কপালে চিন্তার ভাঁজ মৃৎশিল্পীদের। পুজোর আগে লাগাতার বৃষ্টিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জুড়ে জমা জলের পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ায় একপ্রকার বিঘ্নিত হয়েছে কাজকর্মে। মজুত খড় ভিজে যাওয়ায় এবং বন্যার জেরে চাষিদের থেকে পর্যাপ্ত খড় না মেলায় এখন চিন্তায় মৃৎশিল্পীরা। চিত্রটা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া থেকে তমলুক পটাশপুর থেকে পাঁশকুড়া সর্বত্র একই। মৃৎশিল্পীদের কাছে দুর্গাপুজো শুরু হয়ে যায় প্রতিমা তৈরির কর্মব্যস্ততার মাধ্যমে। প্রথমে বাঁশের কাঠামো তৈরি এবং পরে ক্রমে ক্রমে শিল্পীদের হাতের ছোঁয়ায় রূপ পায় প্রতিমা। কিন্তু কাঠামো তৈরিতে প্রধান উপকরণ হিসেবে প্রয়োজন হয় খড়ের। বর্তমানে জেলা জুড়ে সেই খড়ের আকাল দেখা। দুর্গা প্রতিমা তৈরির জন্য শিল্পীরা যে খড় মজুত রেখেছিলেন, তা বর্তমানে জমা জলের পরিস্থিতিতে তার অধিকাংশ খড় নষ্ট হয়ে গেছে। কৃষকদের কাছেও মিলছে না পর্যাপ্ত খড়। যে পরিমাণ খড় রয়েছে তারও আবার আকাশ ছোঁয়া মূল্য। অন্যান্য বছরে এক মণ খড় বিক্রি হত ৭০০-৮০০ টাকায়। তবে চলতি বছর মূল্য বৃদ্ধি হয়ে ১০০০ টাকা হয় একই খড়ের দাম। লাগাতার বৃষ্টিতে বন্যার মতো পরিস্থিতির পর সেই খড়ের দাম বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০০০-৫০০০ টাকা। শুধু দুর্গা প্রতিমা নয়, সমস্যা বাড়িয়ে তুলেছে বিশ্বকর্মা-সহ অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি গড়ে তোলা। তাই নতুন করে প্রতিমা তৈরির বরাত এসে গেলেও ফিরিয়ে দিচ্ছেন শিল্পীরা। এই প্রসঙ্গে নন্দকুমারের রাউতৌড়ি এলাকার এক প্রতিমা শিল্পী বলেন, প্রতিমা তৈরির জন্য যা খড় কিনেছিলাম বেশিরভাগই নষ্ট হয়েছে। নতুন করে খড় কিনতে গিয়ে পাওয়া যাচ্ছে না বেশি দাম দিয়েও, পাশাপাশি অগ্নিমূল্য পাটের দড়িরও। ১২৫ টাকা কেজি দরে কেনা পাটের দড়ির দাম বর্তমানে ২৫০ টাকা। একই দাবি করেন তমলুকের আরেক প্রতিমা শিল্পী। তাঁর সংযোজন, চলতি বছর কোনওরকমে প্রতিমা তৈরি করতে পারলেও পরের বছর কী হবে জানি না। কারণ বর্ষায় নষ্ট হয়েছে ধানের চাষে, তাই খড় পাওয়া যাবে না। অতি বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি ও জেলার বেশ কিছু অংশে বন্যা হওয়ায় জেলা জুড়ে বিভিন্ন এলাকার প্রতিমা শিল্পীদের সংসারের টান পড়েছে। কারণ অন্যান্য বছর যে সংখ্যক দুর্গা প্রতিমা তৈরি করতেন। এবারে সেই সংখ্যাটা অর্ধেক করেছেন। খড় নষ্ট হয়ে যাওয়ায় শুধু দুর্গা প্রতিমা নয়, কমিয়ে দিয়েছে অন্যান্য দেব-দেবীর মূর্তি তৈরি করা। নতুন করে মূর্তি তৈরির বরাত আর ধরছেন না কোনও প্রতিমা শিল্পীই। প্রতিমা শিল্পীদের দাবি, খড় এবং যাবতীয় সামগ্রী কিনে তেমন কোনও লাভ থাকছে না প্রতিমা তৈরিতে। সবমিলিয়ে অতি বৃষ্টি কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে মৃৎশিল্পীদের।

খাল থেকে উদ্ধার নিখোঁজ শ্রমিকের দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ বোলপুরের কাশিমবাজার এলাকায় খাল থেকে উদ্ধার করা হলো শ্রমিক সুব্রত পালের মৃতদেহ। বৃহস্পতিবার দীর্ঘ সময় তল্লাশি চালানোর পর অবশেষে খাল থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করতে সক্ষম হন উদ্ধারকারীরা। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এদিন স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিহত সুব্রত পালের বাড়ি পশ্চিম বর্ধমানের জামুড়িয়া থানার কালাঝরিয়া এলাকায়। বুধবার বোলপুর পুরসভার জলের রিজার্ভারে কাজ করার সময় আচমকাই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন সুব্রত। তিনি ছিটকে পাশের খালে পড়ে গিয়ে তলিয়ে যান। ঘটনার আকস্মিকতায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। বুধবার দুর্ঘটনার পর থেকেই সুব্রতর খোঁজে তল্লাশি চালানো হলেও রাত পর্যন্ত তাঁর কোনও সন্ধান মেলেনি। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ফের উদ্ধারকাজ শুরু করে স্থানীয় প্রশাসন ও বিপর্যয় মোকাবিলা দল। নিখোঁজ শ্রমিকের খোঁজে রিজার্ভার সংলগ্ন খালে নামানো হয় ডুবুরি ও স্পিডবোট। প্রায় পাঁচ ঘণ্টার টানা প্রচেষ্টার পর জল থেকে সুব্রত-র নিথর দেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

Office of the Purulia-II Panchayat Samiti
Vill. Bongabari, P.O: V-Nagar, Dist: Purulia (W.B), Phone No. 8373068635, E-mail ID: bdocopurulia2@gmail.com

e-Tender is being invited by the Executive Officer, Purulia-II Panchayat Samiti of village : Bongabari, Post: V. Nagar, Dist: Purulia, for the various developmental works as follows:
E-Tender Notice No: (1) WBPUR/EO/P-II/NIT(e)-01/2026-27
For more details, intending contractors may also visit **www.wbtenders.gov.in** and may follow the office notice board for further updates.

Sd/-
Executive Officer
Purulia-II Panchayat Samiti

PASCHIM BARDHAMAN ZILLA PARISHAD
Asansol

Notice Inviting Tender
E Tender Notice No. e-NIT No.08 of 2026-2027 Memo No.2748/e-NIT/PSBZP dated 02.09.2026 Please visit to the website **www.tenders.wb.gov.in** for details. Intending contractors may also contact Engineering dept. of this office and office notice board.
Sd/-
Additional Executive Officer
Paschim Bardhaman Zilla Parishad
Memo No. 159 (3)/1(2)/ Advt./ DI&CO/ Paschim Bardhaman Dated: 02.09.2026

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
Purulia-1 Development Block, Chakda, Purulia
NOTICE INVITING TENDER NO:
NIET-WBPUR/EO/NIeT-2/26-27, WBPUR/PO/NIQ-01/26-27(3rd Call), WBPUR/PO/NIQ-02/26-27(2nd Call)
E-tenders & E-QUOTATION are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents upto **04.00 PM of 11/09/2026.**
For details intending participants may contact to the office of the undersigned or visit website **www.tenders.wb.gov.in** in any working day before the Last date for submission of bid documents.
Sd/-
Block Development officer
Purulia-1 Development Block

SOUTH 24 PARGANAS ZILLA PARISHAD
NIT-15 of 2026-27 for e-tendering For details log on to "e-procurement" link from the website: **zps24pgs.wb.gov.in** & **tenders.wb.gov.in**
Sd/-District Engineer
South 24 Parganas Zilla Parishad
Memo no.-3260(3)/DICO/S-24 pgs Dt.-03/09/26

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
ফোন ঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ /১২ /১৩ ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmcgov.in
WB-HMC/NIT/ED/15/EE-II/26-27 (SL 1 to 10) Dated: 02-09-2026
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
হাওড়া পৌরনিগম এলাকার বিভিন্ন রাস্তা ১০০ মিমি পুরু পেভার ব্লক বসিয়ে উন্নয়নের কাজের জন্য, সুপারিনটেনডিং ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি-র পক্ষ থেকে স্বনামধন্য, সক্ষম ও প্রকৃত ঠিকাদারদের (যাদের অনুরূপ কাজের পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে) কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য https://wbtenders.gov.in ই-টেন্ডার পোর্টাল থেকে পাওয়া যাবে। অনলাইনে বিড বা দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ- ২৬.০৯.২০২৬, রাত ৮.০০টা পর্যন্ত। কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার এইচএমসি কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
৭০(৩) / ২৬-২৭
৩।৯ ।২০২৬
সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

বীরভূমে টানা বৃষ্টিতে ডুবল কঙ্কালীতলা মন্দির চত্বর... ফুলেফেঁপে উঠছে নদী! বেহাল পরিস্থিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে বীরভূম জেলা জুড়ে লাগাতার বৃষ্টিপাত। আর তার জেরেই বাড়তে শুরু করেছে বিভিন্ন নদীর জলস্তর। কোথাও নদীর জল উঠে এসেছে সেতুর উপর, আবার কোথাও জলমগ্ন হয়ে পড়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা। বুধবার থেকেই বোলপুর পুরসভার ৩, ৪, ৫ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ড জলমগ্ন। একাধিক এলাকায় নতুন করে জল ঢুকতে শুরু করায় সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরই মধ্যে কোপাই নদীর জলস্তর বাড়ায় জলের তলায় চলে গেল বীরভূমের অন্যতম সতীপীঠ কঙ্কালীতলা মন্দিরের আশপাশের এলাকা। যদিও মন্দিরের গর্ভগৃহে এখনও জল ঢোকেনি। তবে মন্দির চত্বরে প্রায় কোমরসমান জল জমে গেছে বলে জানা গেছে। মন্দির কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, জল বাড়তে থাকায় গর্ভগৃহ থেকে দেবীকে সরিয়ে পাশের শিব মন্দিরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। জলমগ্ন পরিস্থিতির কারণে আপাতত পর্যটক ও পুণ্যার্থীদের মন্দির চত্বরে প্রবেশ বন্ধ রাখা হয়েছে। প্রতি বছর বর্ষার সময় কোপাই নদীর জলস্তর বাড়লে কঙ্কালীতলা মন্দির চত্বর জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে প্রশাসন। মন্দির চত্বরে মোতায়েন করা হয়েছে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। নিরাপত্তার কারণে একাধিক জায়গায় ব্যারিকেডও করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার পুজো দিতে এসে সমস্যায় পড়েন বহু পুণ্যার্থী। তাঁদের আশঙ্কা, নদীর জলস্তর আরও বাড়লে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। মন্দির কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, জল না কমা পর্যন্ত স্বাভাবিক পুজোপাঠ শুরু

করা হবে না। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এবং মন্দির চত্বর থেকে জল নেমে গেলে দেবীকে ফের গর্ভগৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। মন্দিরের এক সেবায়েত বলেন, বুধবার সন্ধ্যার পর থেকেই ধীরে ধীরে মন্দির চত্বরে জল বাড়তে শুরু করে। সকালে কোমরসমান জল দেখা যায়। প্রশাসনের তরফে ব্যারিকেড করা হয়েছে এবং নজরদারি চলছে। আমরাও ভক্তদের জল পেরিয়ে মন্দিরে আসতে নিষেধ করছি। কারণ যে কোনও সময় বড়সড় বিপদ ঘটে যেতে পারে।

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল রাজীব নস্কর, পিতা- ভীষ্মদেব নস্কর ইংরাজী 18.07.24, 11.03.24 তারিখে হাওড়া A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত-I-6333/24 ও I-3341 নম্বর পাওয়ার অফ অ্যাটর্নী বা আমমোক্তার নামা দলিল বলে শ্রী শঙ্কর দয়াল সাউ, পিতা--কালিচরন সাউ নিকট হইতে জগদীশপুর মৌজায় হাল , 5319, 5322, 5021, 5020 নম্বর দাগ হাল 553, 844, 1196, 1211, 1631, 2286, 2781 নম্বর খতিয়ানে কমবেশি 54 শতক জমি বিক্রয় করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয় কারো কোন প্রকার আপত্তি থাকে তিনি বালী জগাছা B.L&L.RO অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

e-TENDER NOTICE
e-NIT no. WB/TMB/BDO/2564/NIT-4(2nd Call)/26-27 Dt. 27.08.2026 for **Sl. no. 04** nos schemes for prevailing schedule of VB-G RAM-G.
Block Development Officer of Thakurpukur Maheshtala Block, 39, Biren Roy Road (East) South 24 Parganas invites E-Tender for the work for the same as details:
NIT no. WB/TMB/BDO/2564/NIT-4(2nd Call)/26-27 Dt. 27-08-2026,Sl No. 04 nos Schemes for prevailing schedule of VB-G RAM-G,
Bid Submission date Started on **04-09-2026 at 11.00 A.M**. and Bid Submission End date on **14-09-2026 at 11.00 A.M**. details on NIT & Tender Documents may be download from: **www.tenders.wb.gov.in** & email no. **bdothakurpukur@gmai.com**.
Sd/-
Block Development Officer
Thakurpukur Maheshtala Dev. Block, South 24 Parganas

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
Joypur Development Block, Joypur, Purulia
NOTICE INVITING TENDER NO: NIeT-01/BDO/J.D.B/2026-27
E-Tenders are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents upto **11.00AM of 10/09/2026 for 02 nos. of work.**
For details intending participants may contact to the office of the undersigned or visit website **www.tenders.wb.gov.in** before the Last date for submission of bid documents.
Sd/-
Block Development officer
Joypur Development Block

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR.-VI, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following works:

(1) NIT No. KMC/VI/046/002/2026-2027/D
Name of the work: **Restoration of disturbed & damaged IPS & Paver Block Footpath at Ganesh Chandra Avenue, C.R. Avenue and surrounding area in Ward No. 046.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,99,510.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **90 Days.**

(2) NIT No. KMC/VI/060/005/2026-2027/D
Name of the work: **Restoration of paver block footpath, I.P. Passage and concrete disturbed by P.U. Agency and natural wear & tear at Western Side of Gopal Mukherjee Road and adjacent area in Ward No. 60.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,98,180.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **60 Days.**

(3) NIT No. KMC/VI/046/005/2026-2027/R/UTTARAN
Name of the work: **Repairing of uttaran latrine at 133 S. N. Banerjee Road, 6/13 Nilmoni Halder Lane and 4, Korabardar Lane etc. in Ward No. 46.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,99,322.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **45 Days.**

(4) NIT No. KMC/VI/046/009/2026-2027/R/UTTARAN
Name of the work: **Repairing and maintenance of uttaran IP and concrete passage at 133, S.N. Banerjee Road and 6/13 Nilmoni Halder Lane in Ward No. 046.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **1,99,366.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **45 Days.**

(5) NIT No. KMC/VI/046/010/2026-2027/D
Name of the work: **Repairing and maintenance of damaged IPS, cement concrete and paver block footpaths and kerb channels at Abdul Hamid Street, Esplanade Row, Rani Rasmoni Road and various location in Ward No. 046.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,99,688.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **45 Days.**

(6) NIT No. KMC/VI/061/008/2026-2027/D
Name of the work: **Restoration of damaged and naturally depressed paver block footpath at 1/1, 17, 19, 31, 12, 18, 59, 77, 125, 101, 95 Park St and surrounding plaes in Ward No. 61.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,72,706.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(7) NIT No. KMC/VI/060/008/2026-2027/D
Name of the work: **Repairing of road surface by providing hot mixture at 154 Linton Street, 5 Beniapukur Road, 46 Gorachand Road and its adjacent area disturbed by different P.U. Agencies in Ward No. 60.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,98,283.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **90 Days.**

(8) NIT No. KMC/VI/046/004/2026-2027/R/UTTARAN
Name of the work: **Repairing and maintenance of uttaran IP and concrete passage at 4, Korabardar Lane etc. in Ward No. 46.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **1,99,260.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **90 Days.**

(9) NIT No. KMC/VI/046/008/2026-2027/R/UTTARAN
Name of the work: **Repairing and maintenance of uttaran sewer line at 133 & 6/13, Nilmoni Halder Lane and 4, Korabardar Lane and its adjacent area in Ward No. 046.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **1,99,531.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **120 Days.**

(10) NIT No. KMC/VI/060/006/2026-2027/R
Name of the work: **Repairing of the rooftop (including outer wall) of UPHC in Ward No. 60.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,58,318.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **60 Days.**

(11) NIT No. KMC/VI/060/007/2026-2027/D
Name of the work: **Restoration of I.P. passage, concrete & paver block footpath disturbed by P.U. Agency at 48 Gorachand, 3/H/9 Anjuman Road, 36 Linton Street and adjacent area in Ward No. 60.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,99,054.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **60 Days.** Last date and time of submission of Bid: **14.09.2026 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 to 11).** Tender opened on: **16.09.2026 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 to 11).** The bid forms and other details are available on and from **05.09.2026 - 6 p.m. (for Sl. No. 1 to 11).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 11).**

The Executive Engineer (Civil), BR-V invite tender online percentage rate two bid system for following works :-

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/041/01/2026-2027
Name of the work : **Restoration and repairing of paver block footpath at 124 Rabindra Sarani etc. and different places in Ward No. 041.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,35,088.45.** Earnest Money : ₹ **4,800.00.** Period of Completion : **45 Days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/043/03/2026-2027
Name of the work : **Restoration of I.P.S. footpath at New CIT Road, other places in Ward No. 043.** Estimated Cost (incl. GST & CESS) : ₹ **2,86,788.53.** Earnest Money : ₹ **5,800.00.** Period of Completion : **28 Days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/045/08/2026-2027
Name of the work : **Restoration of footpath at Old Post Office St., K.S. Roy Road and Esplanade Row West etc. in Ward No. 045.** Estimated Cost (incl. GST & CESS) : ₹ **2,97,553.06.** Earnest Money : ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **28 Days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/045/07/2026-2027 (2nd Call)
Name of the work : **Restoration of asphaltum road surface with ancillary works at Ezra Street, Parsi Charch Lane etc. in Ward No. 045.** Estimated Cost (incl. GST & CESS) : ₹ **2,81,623.88.** Earnest Money : ₹ **5,800.00.** Period of Completion : **45 Days.**

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/045/05/2026-2027 (3rd Call)
Name of the work : **Repairing of footpath at 22, Strand Road, 2 Raja Wood Mount St. etc. in Ward No. 045.** Estimated Cost (incl. GST & CESS) : ₹ **2,79,269.21.** Earnest Money : ₹ **5,600.00.** Period of Completion : **28 Days.**

(6) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/043/02/2026-2027/2nd Call
Name of the work : **Restoration of footpath at Zakaria Street, Rabindra Sarani etc. in Ward No. 43.** Estimated Cost (incl. GST & CESS) : ₹ **2,84,183.02.** Earnest Money : ₹ **5,800.00.** Period of Completion : **30 Days.**

(7) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/045/09/ 2026-2027/ LABOUR/2nd Call
Name of the work : **Labour for protection of toe wall at Baja Kadamtala Immersion Ghat from Mahalaya to Chat Puja for the year 2026 in Br-V.** Estimated Cost (incl. GST & CESS) : ₹ **2,95,950.20.** Earnest Money : ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **75 Days.**

(8) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/045/08/ 2026-2027/ SAND/2nd Call
Name of the work : **Protection of toe wall at Baja Kadamtala Immersion Ghat from Mahalaya to Chat Puja for the year 2026 in Br-V.** Estimated Cost (incl. GST & CESS) : ₹ **2,34,224.92.** Earnest Money : ₹ **4,800.00.** Period of Completion : **75 Days.** Last date and time of submission of Bid : **16.09.2026 - 11 a.m. (for Sl. No. 1 to 8).** Date and time of opening of Tender : **18.09.2026 - 11 a.m. (for Sl. No. 1 to 8).** The bid forms and other details are available on and from **07.09.2026 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 to 8).** The website: **https://etender.wb.nic.in. (for Sl. No. 1 to 8).**

445/26-27

পুজোর আগে পাহাড় যাত্রায় স্বস্তির খবর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর আগে পাহাড়ে বেড়ানোর পরিকল্পনা করা পর্যটকদের জন্য বড় স্বস্তির খবর। সমতলের গাড়ি নিয়ে পাহাড়ে যাওয়া এবং সেখানে পর্যটকদের ঘোরানো নিয়ে সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একাধিক পোস্ট ছড়িয়ে পড়ে। কোথাও দাবি করা হয়, পুজোর সময় সমতলের গাড়ি পাহাড়ে চলাচল করতে পারবে না। ফলে পর্যটকদের মধ্যে তৈরি হয় বিভ্রান্তি ও আশঙ্কা। এই পরিস্থিতিতে বড় আপডেট দিলেন ইস্টার্ন হিমালয়ান ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট দেবাশিস মৈত্র। তাঁর অভিযোগ, পাহাড়ের একটি 'উইদাউট রেজিস্টার' সংগঠনের তরফে এক ধরনের সিন্ডিকেটের মতো পরিস্থিতি তৈরি করে সোশাল মিডিয়ায় বিভ্রান্তিকর পোস্ট ছড়ানো হচ্ছিল। তবে তাঁর দাবি, বর্তমান সরকার এই ধরনের বিষয় কোনওভাবেই বরদাস্ত করবে না। দেবাশিস মৈত্র জানান, এর আগেও একাধিকবার এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। পরে অবশ্য সবকিছু স্বাভাবিক হয়েছে। এবারও যে সংগঠনটি এই ধরনের দাবি তুলেছিল, তারা সেই অবস্থান থেকে সরে এসেছে বলে দাবি তাঁর। ফলে বর্তমানে দার্জিলিং জেলার গাড়ি হোক কিংবা অল ইন্ডিয়া পারমিটের গাড়ি- স্বাভাবিকভাবেই চলাচল করছে। পর্যটকদের অযথা আতঙ্কিত না হওয়ার বার্তাও দেওয়া হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, বাস্তবে সমতলের অধিকাংশ গাড়ি পর্যটকদের পাহাড়ে পৌঁছে দিয়ে ফের সমতলে ফিরে আসে। এরপর পাহাড়ের গাড়িতেই পর্যটকদের সাইটসিয়িং করানো হয়। তাঁর দাবি, প্রায় ৭৫ শতাংশ ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থাতেই পর্যটন ব্যবসা চলে। তবে কোনও সমতলের ট্রাভেল এজেন্সি যদি পর্যটকের সঙ্গে আগে থেকেই সম্পূর্ণ ট্যুর প্যাকেজের দায়িত্ব নেয়, সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি আলাদা হতে পারে বলেও জানান তিনি। সব মিলিয়ে পুজোর মরশুমে দার্জিলিং-সহ পাহাড়ে পর্যটকদের যাওয়ার ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে আতঙ্কের কোনও কারণ নেই বলেই পর্যটন মহলের বার্তা। পর্যটক এবং গাড়িচালকদের সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে এবং পর্যটকরা নির্দ্বিধায় পাহাড়ে আসতে পারেন। পুজোর আগে এই বার্তায় স্বস্তি ফিরছে পর্যটন ব্যবসায়ীদের মধ্যেও।

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-tender No. - WBMAD/UM/73/e-Tender/2026-27
Dated: 02.09.2026
(Construction of Protection Wall with Cement Concrete Road at Khaskhamar Sadharan Gorasthan in ward no 01 & Development Support for Jagadishpur no-1 Primary School in ward no 24 of Uluberia Municipality under MPLADS of 26 Uluberia P.C. recomanded by Hon'ble M.P. Sajda Ahmed (18th L.S.) for the year 2025-2026)
Details are available in the **www.wbtender.gov.in**
Sd/-
Executive Officer,
Uluberia Municipality

পুজোর মরসুমে মোটরসাইকেলের শোরুমগুলিতে কড়া নজরদারি শুরু করল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিবহণ দফতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর মরসুমে মোটরসাইকেলের বিক্রি বাড়ে। আর সেই কথা মাথায় রেখেই এবার বাইকের শোরুমগুলিতে কড়া নজরদারি শুরু করল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিবহণ দফতর। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য থেকে হোটেল, বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে অভিযান চলছে

প্রশাসনের। এবার পরিবহণ দফতরের আধিকারিকদের নজরে মোটরসাইকেলের শোরুম। তমলুকের মানিকতলা এলাকার একাধিক বাইকের শোরুমে আচমকা অভিযান চালানো হয়। জেলা RTO সঞ্জয় হালদার, এআরটিও-সহ পরিবহণ দফতরের একাধিক আধিকারিক শোরুমগুলিতে গিয়ে নথিপত্র ও গাড়ি বিক্রির প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখেন। মূলত পুজোর আগে বিক্রির সময় কোনওরকম অনিয়ম হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করতেই এই অভিযান বলে দফতর সূত্রে খবর। পরিবহণ দফতর সূত্রে জানা গেছে, জেলার কয়েকটি বাইকের শোরুমের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগ ছিল, কোথাও কোথাও নম্বর প্লেট ছাড়াই মোটরসাইকেল বিক্রি করা হচ্ছে। আবার বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকা ক্রেতাদের কাছেও গাড়ি বিক্রির অভিযোগ সামনে এসেছে। বাইক শোরুম মালিকদের সতর্ক করেছিল প্রশাসন- বিষয়টি জানার পর আগেই জেলার বাইক শোরুম মালিকদের সতর্ক করেছিল পরিবহণ দফতর। সরকারি নিয়ম ও নির্দেশিকা মেনে গাড়ি বিক্রি করার জন্য দেওয়া হয়েছিল স্পষ্ট নির্দেশ। পরে শোরুম মালিকদের তরফেও বিজ্ঞাপন দিয়ে নিয়ম মেনে মোটরসাইকেল বিক্রির কথা জানানো হয়। সেই নির্দেশ বাস্তবে কতটা কার্যকর হয়েছে, তা যাচাই করতেই এ দিনের আচমকা অভিযান। এ দিন তমলুকের মানিকতলা এলাকার বিভিন্ন শোরুমে গিয়ে আধিকারিকরা বিক্রির নথিপত্র, ক্রেতাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং মোটরসাইকেল হস্তান্তরের প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখেন। গাড়ি বিক্রির ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম মানা হচ্ছে কি না, সেটিই ছিল মূল নজরে। জেলা আরটিও সঞ্জয় হালদার বলেন, আগেই শোরুম মালিকদের সরকারি নির্দেশিকা মেনে চলার জন্য সতর্ক করা হয়েছিল। এ দিন সেই নির্দেশ মানা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে এসেছিলাম। তাঁর দাবি, আপাতত তিনটি শোরুমেই সমস্ত নিয়ম মানা হচ্ছে। অর্থাৎ এই দিনের পরিদর্শনে বড় ধরনের অনিয়মের প্রমাণ মেলেনি বলেই দফতর সূত্রে জানা গেছে। পরবর্তী সময়েও আচমকা হানা দেওয়া হতে পারে- তবে নজরদারি এখানেই শেষ নয়। পরিবহণ দফতর সূত্রে খবর, আগামী দিনেও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন বাইকের শোরুমে আচমকা অভিযান চালানো হতে পারে। পুজোর বাজারে মোটরসাইকেল বিক্রির পরিমাণ বাড়ার সম্ভাবনা থাকায় নিয়ম মেনে গাড়ি বিক্রি হচ্ছে কি না, সেই বিষয়ে আরও কড়া নজর রাখা হবে। জেলা আরটিও জানিয়েছেন, আগামী দিনেও এই ধরনের অভিযান চলবে। পরিদর্শনের সময় কোনও অনিয়ম ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট শোরুমের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ফলে পুজোর আগে বাইক বিক্রির বাড়তি ব্যস্ততার মধ্যেও নিয়ম ভাঙলে যে রেয়াত করা হবে না, তা স্পষ্ট করে দিল পরিবহণ দফতর।

প্রিমিয়ার অটো ফাইন্যান্স লিমিটেড
CIN: L65921WB1990PLC048885
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ওম টাওয়ার্স, ১৪তম তল, স্যুট নং ১৪০৫, ৩২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১।
ই-মেইলঃ info@pafl.in ওয়েবসাইটঃ www.pafl.in
৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য এবং বুক ক্লোজার-এর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, বুধবার দুপুর ২.০০টায় (আইএসটি) কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়-ওম টাওয়ার্স, ১৪তম তলা, স্যুট নং ১৪০৫, ৩২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০০৭১-এ অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় এজিএম আহ্বান সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে জারি করা বিধিমালা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI)-এর 'লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস' রেগুলেশনস, ২০১৫ মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স -এর সাধারণ বিজ্ঞপ্তি (যথাক্রমে ১৪ /২০২০, ২০/২০২০, ২১/২০২১, ০২ /২০২২, ১০/২০২২ এবং ০৯/২০২৩) SEBI -এর বিজ্ঞপ্তি (SEBI/HO/DDHS/ P/CIR/ 2023/ 0164) এবং MCA ও SEBI কর্তৃক জারি করা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নির্দেশিকা মেনে-৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা -এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনটি ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের কাছে ২১ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে পাঠানো হয়েছে, যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানির কাছে এবং/ অথবা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। উল্লিখিত নথিপত্রগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট https:/ / www.pafl.in-এ-ও পাওয়া যাচ্ছে।
রিমোট ই-ভোটিংঃ কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ২০ (সংশোধিত) এবং সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪-এর সাথে পঠিত সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা ১০৮-এর বিধান অনুযায়ী, কোম্পানি বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচ্য বিষয়গুলোর ওপর ভোট প্রদানের জন্য সকল সদস্যকে সভার পূর্বেই 'রিমোট ই-ভোটিং'-এর সুবিধা প্রদান করছে। ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি 'ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড'-কে নিযুক্ত করেছে। রিমোট ই-ভোটিং এবং বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন ই-ভোটিং সংক্রান্ত নির্দেশাবলি সভার বিজ্ঞপ্তির 'নোটস' অংশে প্রদান করা হয়েছে।
রিমোট ই-ভোটিং সুবিধাটি নিচে উল্লিখিত সময়কালে উপলব্ধ থাকবেঃ
রিমোট ই-ভোটিং শুরু রবিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (সকাল ৯.০০টা IST)
রিমোট ই-ভোটিং সমাপ্তি মঙ্গলবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (বিকাল ৫.০০টা IST)
উল্লিখিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর পরবর্তী ভোটগ্রহণের জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড কর্তৃক দূরবর্তী ই-ভোটিং ব্যবস্থাটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে।
একজন সদস্য ভোট প্রদানের জন্য কেবল একটি পদ্ধতি বেছে নিতে পারেন-অর্থাৎ, হয় 'রিমোট ই-ভোটিং'-এর মাধ্যমে অথবা বার্ষিক সাধারণ সভায় সশরীরে উপস্থিত থেকে ভোট প্রদান। যেসব সদস্য 'রিমোট ই-ভোটিং'-এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তাঁরা বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন ঠিকই, কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। কোনো প্রস্তাবের বিষয়ে একবার ভোট প্রদান করার পর, কোনো সদস্যকে পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করতে বা পুনরায় ভোট দিতে দেওয়া হবে না।
শুধুমাত্র সেইসব সদস্য-যাঁরা 'কাট-অফ তারিখ' অর্থাৎ বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ কোম্পানির শেয়ার ফিজিক্যাল (কাগজের সনদ) বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ইলেকট্রনিক) উভয় পদ্ধতির যেকোনো একটিতে ধারণ করবেন-তাঁরাই 'রিমোট ই-ভোটিং' (দূরবর্তী স্থানে বসে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান) এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোট প্রদানের সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন। কাট-অফ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধনে সদস্যদের শেয়ারের অনুপাত অনুযায়ী তাঁদের ভোটাধিকার নির্ধারিত হবে। কাট-অফ তারিখে যিনি কোম্পানির সদস্য নন, তাঁর জন্য এই বিজ্ঞপ্তিটি শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে বলে গণ্য হবে। সভার বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কোনো ব্যক্তি যদি শেয়ার অর্জন করে কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখেও সদস্য হিসেবে বহাল থাকেন, তবে তিনি info@pafli.in -এ অনুরোধ জানিয়ে তাঁর ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারবেন।
ডিমেটেরিয়ালাইজড ও ফিজিক্যাল পদ্ধতিতে শেয়ার ধারণকারী এবং যাদের ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধিত নয়-এমন শেয়ারহোল্ডারদের জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের প্রক্রিয়াটি ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে আপনি www.evotingindia.com-এর 'হেল্প' (Help) বিভাগে উপলব্ধ 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' (FAQs) ও ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন, অথবা evoting@nsdl.co.in-এ ইমেল করতে পারেন কিংবা ১৮০০-২২২-৯৯০ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।
বুক ক্লোজার ঃ ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা -র উদ্দেশ্যে, কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত নথি বৃহস্পতিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে বুধবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।

প্রিমিয়ার অটো ফাইন্যান্স লিমিটেডের পক্ষে,
স্বাক্ষর /-
অভিষেক গুপ্তা
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN: 05269803
স্থানঃ মুম্বাই
তারিখঃ ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০২৬

ALKYL
অ্যালকাইল অ্যামিনস কেমিক্যালস লিমিটেড
সিআইএনঃ এল৯৯৯৯৯এমএইচ১৯৭৯পিএলসি০২১৭৯৬
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৪০১-৪০৭, নির্মাল ব্যাপার কেন্দ্র, প্লট নং. ১০, সেক্টর ১৭। ভাশি, নভি মুম্বই ৪০০ ৭০৩
ফোন নং.ঃ ০২২-৬৭৯৪৬৬১৮ । **ফ্যাক্সঃ** ০২২-৬৭৯৪৬৬৬৬ । **ইমেলঃ** legal@alkylamines.com । **ওয়েবঃ** www.alkylamines.com
Responsible Care®

সাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ৬ নভেম্বর ২০১৮ তারিখের এসইবিআই সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/DOS3/CIR/P/2018/139, ২ জুলাই ২০২৫ তারিখের এসইবিআই সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 এবং ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের এসইবিআই সার্কুলার নং HO38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026-এর বিধান অনুযায়ী, কোম্পানি সন্ধ্যা কেজরিওয়ালের কাছ থেকে তাঁর অনুকূলে শেয়ার হস্তান্তরের একটি অনুরোধ পেয়েছে। এই শেয়ারগুলি সন্ধ্যা কেজরিওয়াল ও রাজেন্দ্র রাই-এর যৌথ নামে রয়েছে, বিস্তারিত নিচে দেওয়া হলো। দাবি করা হয়েছে যে, শেয়ারগুলি তিনিই ক্রয় করেছিলেন কিন্তু তখন তাঁর অনুকূলে সেগুলি হস্তান্তর করা সম্ভব হয়নি।

ক্রম. নং.	ফোলিও নং.	সিকিউরিটি ধরন ও অভিহিত মূল্য	ধারক নাম (সমূহ)	নিবন্ধিত ঠিকানা ধারকের	শেয়ার সংখ্যা	স্বতন্ত্র সংখ্যা	প্রস্তাবিত হস্তান্তরগ্রহীতা নাম	প্রস্তাবিত হস্তান্তরগ্রহীতা ঠিকানা
১	এস০১৭৭৪	প্রতিটি ২ টাকা অভিহিত মূল্যের ইকুইটি	সন্ধ্যা কেজরিওয়াল সঙ্গে যৌথভাবে রাজেন্দ্র রায়	৭৩, ক্যানাল স্ট্রিট, শ্রীভূমি, কলকাতা-৭০০০৪৮	৫০০	৬৭২১৮১ থেকে ৬৭২৬৮০	সন্ধ্যা কেজরিওয়াল	৭৩, ক্যানাল স্ট্রিট, শ্রীভূমি, কলকাতা-৭০০০৪৮

প্রস্তাবিত শেয়ার হস্তান্তরের বিষয়ে কোনো আপত্তি বা উক্ত শেয়ার সংক্রান্ত কোনো দাবি থাকলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে যথাযথ প্রমাণাদিসহ কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে তা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, কোম্পানি কোনো প্রকার পূর্ব-নোটিশ ছাড়াই প্রস্তাবিত গ্রহীতার অনুকূলে শেয়ার হস্তান্তরের কার্যক্রম সম্পন্ন করবে।

অ্যালকাইল অ্যামিনস কেমিক্যালস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
চিন্তামণী ডি থাট্টে
জেনারেল ম্যানেজার (লিগ্যাল) এবং কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থানঃ নভি মুম্বই
তারিখঃ সেপ্টেম্বর ৩, ২০২৬

অফবিট

সম্পর্কের আয়নায় শুধুই কি তাঁর প্রতিচ্ছবি?

আত্মকেন্দ্রিক সঙ্গীর সাথেও মানসিক শান্তি বজায় রাখার মনস্তাত্ত্বিক কৌশল

সব সময় নিজের প্রশংসা চাওয়া এবং আপনার আবেগকে গুরুত্ব না দেওয়া মানুষটির মনেও কি ভয় কাজ করে? জানুন সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষার ৫টি গোল্ডেন রুল। আপনার সঙ্গী কি সব সময় নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত? জানুন আত্মকেন্দ্রিক মানুষের সাথে সংসার করেও নিজের মানসিক শান্তি বজায় রাখার উপায়।

অভি ব্যানার্জী

প্রেমের শুরুতে মনে হয়েছিল, আকাশের চাঁদটা বোধহয় আপনার হাতেই এসেছে। এমন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, এমন আত্মবিশ্বাস-কার না ভালো লাগে? কিন্তু সংসার শুরু করার কিছুদিন পরেই কি মনে হচ্ছে, এই সম্পর্কের আকাশে আপনি শুধুই এক ম্লান তারা? যেখানে সূর্যের মতো প্রখর হয়ে জ্বলছেন শুধুই আপনার সঙ্গী? তিনি কথা বলেন, আপনি শোনেন। তিনি প্রশংসা চান, আপনি জোগান দেন। কিন্তু দিনশেষে যখন আপনি নিজের একটু ক্লান্তি বা আবেগের কথা বলতে যান, তখন দেখেন উল্টো দিকের মানুষটির কাছে তা পৌঁছচ্ছেই না। এই যে একতরফা অনুভূতি, এই যে প্রতিনিয়ত নিজেকে ছোট বা নগণ্য মনে হওয়া-মনস্তত্ত্বের ভাষায় একেই হয়তো নার্সিসিস্টিক সম্পর্কের লক্ষণ বলা হয়। তবে মনে রাখবেন, Dealing with Narcissist মানেই যুদ্ধ ঘোষণা নয়। বরং এটি হলো এমন এক মনস্তাত্ত্বিক দাবার চাল, যেখানে সাপও মরবে না, লাঠিও ভাঙবে না। আজ আমরা জানব, কীভাবে এক আত্মকেন্দ্রিক মানুষের সাথে থেকেও নিজের মানসিক স্বাস্থ্য এবং আত্মসম্মান অটুট রাখা সম্ভব।

● নার্সিসিজমঃ অহংকার নাকি গভীর নিরাপত্তাহীনতা?

কাউকে 'নার্সিসিস্ট' বলে দেগে দেওয়া খুব সহজ। কিন্তু সাইকোলজি বা মনস্তত্ত্ব বলছে, বিষয়টি অতটা সরল নয়। গ্রিক পুরাণের সেই নার্সিসাস নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে যাঁরা 'নার্সিসিস্টিক পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার'-এর বা কাছাকাছি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, তাঁদের এই আচরণের পেছনে থাকে গভীর এক নিরাপত্তাহীনতা। এঁরা আসলে একটি ফুটো বালতির মতো। আপনি যতই ভালোবাসা বা প্রশংসা ঢালুন না কেন, তাঁদের ভেতরের শূন্যতা কিছুতেই ভরে না। তাই এঁরা সব সময় মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে চান। সঙ্গীর আবেগকে উপেক্ষা করাটা অনেক সময় তাঁদের ইচ্ছাকৃত অবজ্ঞা নয়, বরং অন্যের অনুভূতি বোঝার অক্ষমতা বা 'ইমোশনাল ব্লাইন্ডনেস'। এটি বোঝা জরুরি, কারণ এই বোধটুকুই

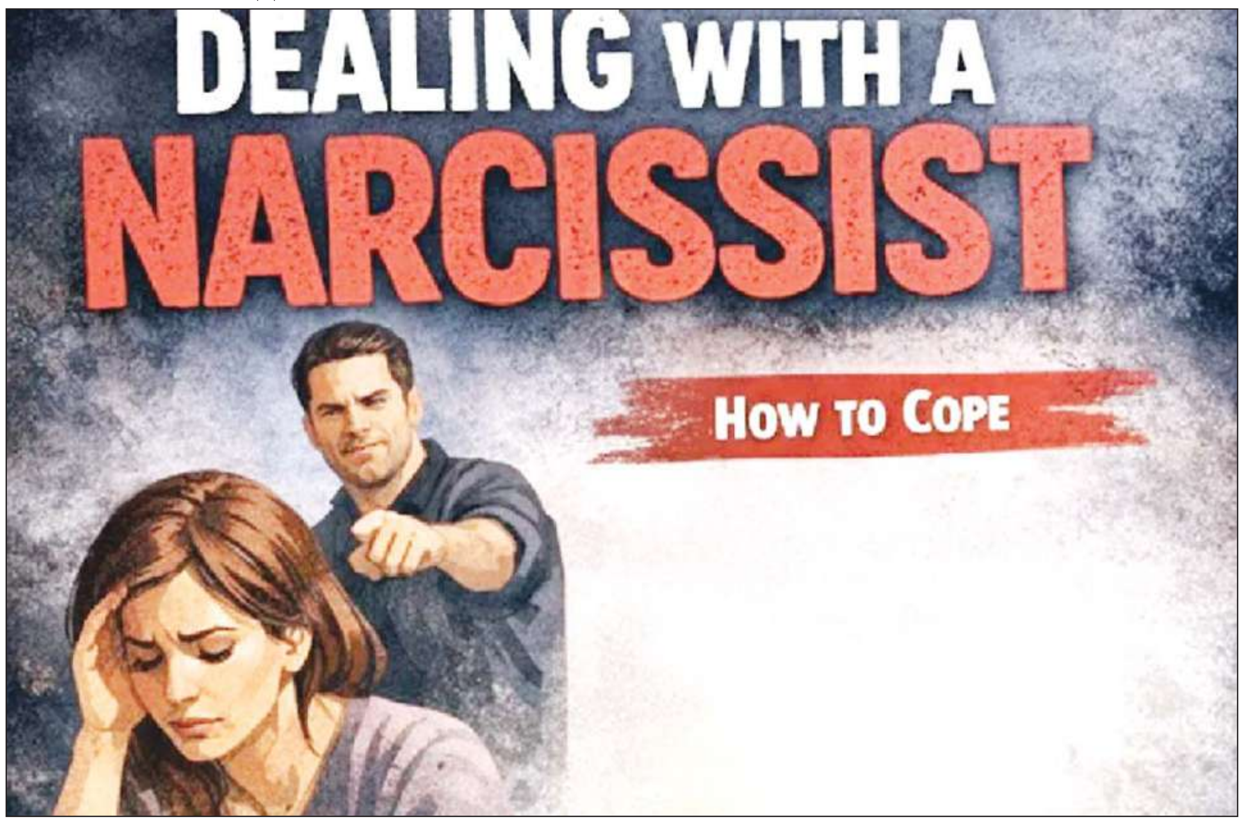

আপনাকে অহেতুক কষ্ট পাওয়া থেকে মুক্তি দেবে।

● চিনবেন কীভাবে? সম্পর্কের সূক্ষ্ম লক্ষণগুলো

মনস্তত্ত্ববিদরা কিছু বিশেষ আচরণের কথা বলেন, যা দেখে আপনি বুঝতে পারবেন আপনার সঙ্গী এই গোত্রের কিনা- **১. প্রশংসার কাঙাল।** এঁরা সব সময় চান আপনি তাঁদের রূপ, গুণ বা কাজের প্রশংসা করুন। কিন্তু বিনিময়ে আপনার ছোটখাটো অর্জনেও তাঁদের বিশেষ কোনো মাথাব্যথা থাকে না। **২. সহমর্মিতার অভাব।** আপনি জ্বরে পুড়ছেন, অথচ তিনি হয়তো নিজের অফিসের সমস্যা নিয়ে বকবক করছেন। আপনার কষ্টটা তিনি অনুভবই করতে পারছেন না। **৩. সব দোষ আপনার।** সংসারে কোনো সমস্যা হলে, তার দায়ভার সুকৌশলে আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া। এমনভাবে কথা ঘোরানো যাতে আপনি ভাবতে বাধ্য হন, ভুলটা আপনারই ছিল।

● সংসার ও শান্তিঃ সামলানোর মনস্তাত্ত্বিক কৌশল

একজন আত্মকেন্দ্রিক মানুষের সাথে সংসার করা মানেই রোজ একটু একটু করে নিজের সত্তাকে হারিয়ে ফেলা। কিন্তু আপনি যদি কৌশলগুলো জানেন, তবে এই নেতিবাচক বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব।

১. 'গ্রে রক' মেথডঃ এটি বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত এক মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি। একটি ধূসর রঙের পাথরের দিকে তাকালে যেমন আমাদের কোনো বিশেষ অনুভূতি হয় না, ঠিক তেমনই সঙ্গীর অযৌক্তিক আচরণে যখন আপনি ভাবলেশহীন থাকবেন, তখন তিনি আর মজা পাবেন না। নার্সিসিস্টরা ড্রামা বা আপনার আবেগি প্রতিক্রিয়া (কান্নাকাটি বা চিৎকার) থেকে শক্তি পান। যখন তিনি আপনাকে খোঁচা দিয়ে কথা বলবেন, তখন উত্তেজিত না হয়ে শান্তভাবে ও আচ্ছা, ঠিক আছে বা আমি বুঝতে পারছি-এইটুকু বলে চুপ করে যান। যখন তিনি দেখবেন আপনি আর রিয়্যাক্ট করছেন না, তিনি নিজেই থামবেন।

২. লক্ষ্মণরেখা বা বাউন্ডারি তৈরি করুনঃ ভালোবাসা মানেই নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া নয়। নিজের জন্য একটি অদৃশ্য দেওয়াল তুলুন। শান্ত কিন্তু দৃঢ় গলায় বলুন, তুমি আমার সাথে চিৎকার করে কথা বললে আমি এই আলোচনায় থাকব না। তিনি হয়তো প্রথমে রাগ করবেন, কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি বুঝবেন আপনার আত্মসম্মানে আঘাত করে কথা বলা যাবে না। এটি ঝগড়া নয়, এটি আপনার অধিকার।

৩. তর্কে নয়, তথ্যে বিশ্বাসী হনঃ আত্মকেন্দ্রিক মানুষের সাথে তর্কে জেতা অসম্ভব। কারণ তাঁরা যুক্তি দিয়ে নয়, ইগো দিয়ে কথা বলেন। তাই নিজেকে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা ছেড়ে দিন। তিনি যদি বলেন, তুমি আমাকে অপমান করেছ, আপনি শান্তভাবে বলুন, আমি দুঃখিত তুমি এমনটা ভাবছ, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সেটা ছিল না। ব্যস, এটুকুই। নিজেকে ডিফেন্ড করতে গিয়ে লম্বা চওড়া ব্যাখ্যা দেবেন না।

৪. নিজের আলোর উৎস খুঁজুনঃ নার্সিসিস্ট সঙ্গীর সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, তাঁরা আপনাকে আপনার নিজের চোখ দিয়ে দেখতে দেন না। তাঁরা চান, আপনি তাঁদের চোখ দিয়ে নিজেকে বিচার করুন। এই ফাঁদে পা দেবেন না। আপনার ভালো লাগা, আপনার শখ, আপনার বন্ধুদের সাথে আড্ডা-এগুলো আঁকড়ে ধরুন। সঙ্গীর প্রশংসার জন্য অপেক্ষা না করে, আয়নায় দাঁড়িয়ে নিজেকে বলুন, আমি যথেষ্ট, আমি মূল্যবান।

৫. 'মি-টাইম' বা একান্ত সময়ঃ সংসারের বাইরেও আপনার একটি জগত থাকা জরুরি। গান শোনা, বই পড়া বা মেডিটেশন-দিনে অন্তত ৩০ মিনিট এমন কিছু করুন যা একান্তই আপনার। এই সময়টুকু আপনাকে রিচার্জ করবে এবং সঙ্গীর নেতিবাচক ভাইব থেকে ডিটক্স করতে সাহায্য করবে।

● সাম্প্রতিক গবেষণা কী বলছে?

জার্নাল অব পার্সোনালিটি অ্যান্ড সোশ্যাল সাইকোলজি-তে প্রকাশিত একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, নার্সিসিজম আসলে একটি স্পেকট্রাম বা বর্ণালী। সব আত্মকেন্দ্রিক মানুষই মানসিকভাবে অসুস্থ নন। গবেষকরা বলছেন, সঙ্গীর এই আচরণের পরিবর্তন করার চেষ্টা না করে, যদি নিজের প্রতিক্রিয়া পরিবর্তন করা যায় (যাকে বলা হয় 'কননিটিভ রিফ্রেমিং'), তবে সম্পর্কের জটিলতা প্রায় ৪০ শতাংশ কমিয়ে আনা সম্ভব। অর্থাৎ, তিনি বদলাবেন না, কিন্তু তাঁর আচরণ আপনাকে আর আগের মতো কষ্ট দেবে না। পরিশেষে বলি, সম্পর্ক মানে সহাবস্থান, বিসর্জন নয়। যদি দেখেন সব কৌশল প্রয়োগ করার পরেও আপনার মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে, বা আপনি ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছেন, তবে একজন প্রফেশনাল কাউন্সিলর বা থেরাপিস্টের সাহায্য নিতে দ্বিধা করবেন না। কারণ, দিনশেষে আপনার ভালো থাকাটাই সবচেয়ে জরুরি। সঙ্গী আত্মকেন্দ্রিক হতে পারেন, কিন্তু আপনার জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে যেন আপনিই থাকেন।

শহরের বেহাল রাস্তার সংস্কার!

...১ পাতার পর

কমপক্ষে দু'মাস সময় প্রয়োজন। এক্ষেত্রে পুরসভার সেই 'ডায়েরি' না মানায় ভোটের আগে 'পাড়ায় সমাধান' প্রকল্পের কাজ চলায় খরচ না হওয়া 'মেইনটেইনেন্স'-এর নামমাত্র টাকা দিয়ে পিচ রাস্তাগুলি সংস্কার করা হবে। স্বভাবতই এই বৈঠকে বরোর এক্সকিউটিভরা বিজেপি বিধায়কদের স্পষ্ট জানিয়ে দেন, 'সামগ্রিকভাবে পিচ রাস্তা সংস্কারে তৃণমূল পুরবোর্ডের রেখে যাওয়া টাকায় স্রেফ জোড়া-তাপ্পি দেওয়া যাবে। আগের মতো ভালোভাবে রাস্তা মেরামত করা সম্ভব নয়।' মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর এটাই রাজ্যে প্রথম দুর্গাপুজো। ফলে পুজোর আগে প্রশাসনিক পরিষেবা ও পরিকাঠামোকে সচল রাখাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে নতুন সরকার। পুজোর আগে রাজ্যের রাস্তা থেকে শুরু করে নাগরিক পরিষেবা-সবকিছুকে স্বাভাবিক ও উন্নত রাখতে প্রশাসনকে তৎপর হওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে। এখন নজর, ১০ অক্টোবর মহালয়ার আগে কতটা দ্রুত শহরের বেহাল রাস্তাগুলির হাল ফেরানো যায়।

স্বস্তিতে এনসিপিআই সাংসদরা

...১ পাতার পর

তিন সপ্তাহের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে লোকসভা সচিবালয়। লোকসভার খাতায়কলমে এখনও তৃণমূলের সাংসদ হিসেবে নথিভুক্ত থাকলেও, ওই ২০ জন প্রতিনিধি প্রকাশ্যে এনসিপিআই-এর হয়ে কাজ করছেন এবং বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশ নিচ্ছেন। এমনকি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারি বাসভবনে গিয়েও বৈঠক সেরেছেন তাঁরা। এই প্রেক্ষিতে সুদীপ-কাকলিদের তড়িঘড়ি পদ খারিজের দাবিতে স্পিকারের পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টেরও দরবারে পৌঁছেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহনের ডিভিশন বেঞ্চে লোকসভার স্পিকারের বিলম্বিত ভূমিকা নিয়ে রিট পিটিশনও দাখিল করেছেন তিনি। সর্বোচ্চ আদালতও ওই ২০ জন সাংসদের বক্তব্য জানতে চেয়ে নোটিস জারি করেছিল, যার শুনানি আগামী সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে হওয়ার কথা রয়েছে। তবে সুপ্রিম কোর্টের শুনানির মুখেই স্পিকার ওম বিড়লার তরফ থেকে তিন সপ্তাহের অতিরিক্ত সময় মঞ্জুর করায় মামলাটি আইনি ও রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মোড় নিল।

'রাজ্যে আইনের শাসন নেই'

...১ পাতার পর

নির্লিপ্ত থাকলে রাজ্যে আইনের শাসন বলতে আদৌ কিছু বাকি থাকে কি না। এর পাশাপাশি শুভেন্দুর সরকারের বিরুদ্ধে পুলিশকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের অভিযোগেও সরব বিরোধী শিবির। ২১ জুলাই ও ২৮ আগস্টের সভা থেকে তৃণমূলনেত্রী তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ তুলেছিলেন, বিরোধী দলের সভা-মিছিলের অনুমতি না দিয়ে আটকে দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে অনুমতি না মিললেও জনগণকে সঙ্গে নিয়ে রাজপথে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তিনি। দলীয় সূত্রের খবর, রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের সঙ্গে প্রস্তাবিত বৈঠকে রাজ্যজুড়ে আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়া ও পুলিশি অপব্যবহারের স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরা হবে। একই সঙ্গে রাজ্যে নারী নির্যাতন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার যে চেষ্টা চলছে, সে বিষয়েও দুই সাংবিধানিক প্রধানকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবগত করবে কালীঘাট তৃণমূল।

CHANGE OF NAME

I, Runa Bibi (old name) W/o- Ramjan Momin residing at Vill.+P.O.-Kaitha, P.S.-Nalhati, Dist.-Birbhum, W.B, do hereby declare that I have changed my name from Runa Bibi to HALIMA BIBI and henceforth I shall be known as HALIMA BIBI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Rampurhat, Birbhum dated 16/04/2026. Runa Bibi and HALIMA BIBI both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sabina Khatun D/o- Oliulla Molla residing at Vill-Mankara, P.O. Balarampur, P.S. Berhampore, Dist. Murshidabad, Pin-742165 West Bengal, do hereby solemnly affirm and declare my father's actual name Oliulla Molla instead of Md Oliullah Molla vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 14/08/2026. Oliulla Molla and Md Oliullah Molla both are same and one identical person.

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার নং ০৩-ডিসিই-কন-এসডিএএইচ-২৬-২৭, তারিখ ০২.০৯.২০২৬। ডেপুটি সিই/কন/এসডিএএইচ/পূর্ব রেলওয়ে/শিয়ালদহ, আর.এম.এস. বিল্ডিং (৩য় তল), শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিং-এর জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম ঃ** টেন্ডার নং ০৩-ডিসিই-কন-এসডিএএইচ-২৬-২৭ ঃ (নৈহাটি এবং রাণাঘাটের মধ্যে ৩য় লাইন নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে কল্যাণীতে (ব্যতীত) সিএইচ ৪৮.৯৪০ কিমি থেকে রাণাঘাট (ব্যতীত) সিএইচ-৭১.৫৮৮ কিমি পর্যন্ত যান্ত্রিক সহযোগিতায় মাটিকাটা এবং পাড় ভরাট করার অবশিষ্ট কাজ, পাথরের গুঁড়ো সরবরাহ, ছড়ানো এবং ঘনভাবে আচ্ছাদিত করা, ক্ষুদ্র ব্রীজসমূহ সম্প্রসারণ, গেট লজ নির্মাণ, লেভেল ক্রশিং গেট, সীমানা প্রাচীর সম্প্রসারণ, বাধা প্রদানকারী গঠন ভেঙে ফেলা, ট্র্যাক, পয়েন্ট ও ক্রশিংগুলির লিংকিং, মেশিনে গুঁড়ো করা ব্যালাস্ট পাথর সরবরাহ, জমা ও ছড়িয়ে দেওয়া, পি.ওয়ে সামগ্রী পরিবহন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৪৫.৯০ কোটি টাকা (প্রায়)। **বায়না অর্থ ঃ** ৯১,৮১,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮ (আঠারো) মাস। **খোলার তারিখ ঃ** ২৩.০৯.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টেয়। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। এই ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে টেন্ডার দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

CON-34/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

CHANGE OF NAME

I, Md Hayatullah Sk (Old Name) S/O– Fajar Sk resident of Vill & Po-Mahalandi, Ps-Kandi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742136 do hereby declared that I have changed my name from Md Hayatullah Sk to Hayatulla Sk and henceforth I shall be known as Hayatulla Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit no-2608 sworn before the notary public Berhampore court on 03/ 09 / 2026. My name Hayatulla Sk & Md Hayatullah Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mansura Bibi (old name) W/o- Sk Eliyas residing at Vill-Dakshin Durgapur, P.O.-Durgapur Taker Bazar, P.S.-Namkhana, Dist.-South 24 Parganas West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Mansura Bibi to Mansura Sek, which is correctly recorded in my son Sk Mojnu's Passport (No. AI469732) and henceforth I shall be known as Mansura Sek (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Ld. J.M. 1st Class at Kakdwip, South 24 Parganas dated 19/08/2026. Mansura Bibi and Mansura Sek both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Bhowmick Suparna alias Suparna Mondal alias Nayantara Mondal (old name) W/o- Himangshu Bhowmick residing at Vill-Para, P.O.-Gouripur, P.S.-Chakdah, Dist.-Nadia West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Bhowmick Suparna alias Suparna Mondal alias Nayantara Mondal to Suparna Bhowmick and henceforth I shall be known as Suparna Bhowmick (new name) in all purpose vide an affidavit No.35 sworn before the Ld. J.M. 1st Class at Kalyani, Nadia, WB dated 04/08/2026. Bhowmick Suparna, Suparna Mondal, Nayantara Mondal and Suparna Bhowmick all are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SAMEER AHMED S/o- Reyaz Ahmed residing at 24, Madartala Lane, P.O.-Howrah, P.S.-Golabari, Pin-711101 West Bengal, do hereby solemnly affirm and declare my father's actual name REYAZ AHMED instead of REAZ AHMED vide an affidavit No. 24371 sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Howrah WB dated 03/08/2026. REYAZ AHMED and REAZ AHMED both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Asgar Ali (Old Name) S/O–Saiyed Sk residing at Vill-Murcha, PO-Sahi Sherpur, PS-Khargram, Dist-Murshidabad, West Bengal 742159 do hereby declared that I have changed my name from Asgar Ali to Asgar Ali Sk and henceforth I shall be known as Asgar Ali Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 03/09/2026. My name Asgar Ali Sk & Asgar Ali both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Farida Sekh (Old Name) W/O–Asgar Ali Sekh residing at Vill-Murcha, PO-Sahi Sherpur, PS-Khargram, Dist-Murshidabad, West Bengal 742159 do hereby declared that I have changed my name from Farida Sekh to Farida Bibi and henceforth I shall be known as Farida Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 03/09/2026 . My name Farida Bibi & Farida Sekh both are same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলগণ (১) শ্রী ফকির দাস, পিতা- মৃত কালীপদ দাস, (২) শ্রীমতী পিরুবালা রুইদাস পিতা- মৃত কালীপদ দাস, স্বামী- মৃত সাধন রুইদাস এবং (৩) শ্রীমতী লক্ষ্মী দাস, পিতা- মৃত কালীপদ দাস, স্বামী- মৃত মুক্ত দাস, সকলেই গ্রাম- কল্যাণপুর, ডাকঘর ও থানা- বর্ধমান, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩১০১-এর বাসিন্দা, গত ইংরেজি ২০১৯ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে বর্ধমান এ.ডি.এস.আর. অফিসে নিবন্ধিত 'পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি' (নিবন্ধনের বিবরণঃ বুক নং- ৪, ক্রমিক নং- ১৭৪)-এর মাধ্যমে তাঁহাদের মালিকানাধীন রায়ান-১ গ্রাম পঞ্চায়েত-এর অন্তর্গত এবং রায়ান মৌজাস্থিত এল. আর. ২০৮১ নং খতিয়ান ও আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং-৬২৭৮ ভুক্ত, আয়তন- ৩৬ শতক সম্পত্তিটি নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ-(১) শ্রী বাঁকুরাম পরামানিক, পিতা- মৃত ক্ষুদিরাম পরামানিক এবং (২) শ্রী অঞ্জন চৌধুরী, পিতা- শ্রী মৃণালকান্তি চৌধুরী-কে রক্ষণাবেক্ষণ ও হস্তান্তরের জন্য ক্ষমতা প্রদান করেছেন। যদি কোন ব্যক্তির এ বিষয়ে কোন আপত্তি থাকে, তবে তাঁদের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বর্ধমানের এ.ডি.এস.আর. অফিস এবং বর্ধমান-১ ব্লকের বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

Sayantan Som
Advocate
District Judges Court
Purba Bardhaman

NIT, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Hiring and operation of temporary IT infrastructural Setup in connection with the Swearing-in-ceremony of the Hon'ble the Chief Justice of Hon'ble High Court, Calcutta during the month of August/September, 2026. : Additional Work [(i) Gate: B ; ii) First Floor, Main Building - Left side of Lift Lobby ; iii) 13 No. Bar Association Room at Centenary Building)]. **[Job No: KIT/OW/126 of 26-27]"**

e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-149/T/26-27

Tender ID: 2026_WBPWD_5022222_1

Bid Submission Closing : **11.09.2026 up to 03.00 PM**

Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Provision for temporary High speed internet connectivity for the programme to be attended by VVIP at "Dhano Dhanyo Auditorium" Alipore, Kolkata on 04-09-2026." **[Job No. KIT/RW/161 of 26-27]**

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-088/KIT/Q of 26-27)

Bid Submission Closing: **04.09.2026 up to 03.00 PM.**

Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

আর.কে. ওয়্যার প্রোডাক্টস লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিসঃ ইউনিট নং. ১৫০৭, ১৫তম তল, টাওয়ার ১, পিএস শ্রীজন কর্পোরেট পার্ক, ব্লক ইপি এবং জিপি, সেক্টর V, সল্ট লেক কলকাতা-৭০০০৯১ ইমেলঃ info@rkwire.com
সিআইএন নং.ঃ এল১৭২৩৩ডব্লুবি১৯৮৩পিএলসি০৩৬৯৪৮

৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ই-ভোটিং এবং বুক ক্লোজার সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আর.কে. ওয়্যার প্রোডাক্টস লিমিটেড ('কোম্পানি')-এর সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬, সোমবার সকাল ১১:০০টায় (ভারতীয় মান সময়) কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে-ইউনিট নং ১৫০৭, ১৫তম তলা, টাওয়ার ১, পিএস সৃজন কর্পোরেট পার্ক, ব্লক ইপি ও জিপি, সেক্টর V, সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০০৯১-অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি বা কার্যসূচি সম্পন্ন করা হবে। উক্ত বিজ্ঞপ্তি এবং এর সাথে প্রক্সি ফর্ম, উপস্থিতি স্লিপ ও বার্ষিক প্রতিবেদন যার মধ্যে পরিচালকবৃন্দের প্রতিবেদন, নিরীক্ষকের প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সদস্যদের কাছে অনুমোদিত পদ্ধতিতে পাঠানো হয়েছে এছাড়া নথিপত্রগুলো কোম্পানির ওয়েবসাইট www.rkwire.com-এ-ও পাওয়া যাচ্ছে।

সভায় উপস্থিত থাকার ও ভোট প্রদানের অধিকারী কোনো সদস্য নিজের পরিবর্তে সভায় উপস্থিত হয়ে ভোট দেওয়ার জন্য একজন প্রতিনিধি (প্রক্সি) নিয়োগ করতে পারেন এক্ষেত্রে উক্ত প্রতিনিধিকে কোম্পানির সদস্য হতে হবে না। প্রতিনিধি নিয়োগ কার্যকর করার লক্ষ্যে, যথাযথভাবে পূরণ ও স্বাক্ষরকৃত প্রতিনিধি-সংক্রান্ত নথিপত্র এজিএম শুরুর অন্তত ৪৮ ঘণ্টা আগে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ('আইন') ৯১ নম্বর ধারা সংশোধিত ও প্রাসঙ্গিক বিধিমালাসহ পঠিত এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর ৪২ নম্বর প্রবিধান অনুযায়ী এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, বার্ষিক সাধারণ সভা-র উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত নথিপত্র মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে সোমবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।

এছাড়াও, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৮ নম্বর ধারা এবং তৎসহ পঠিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ২০ নম্বর বিধি-যা সময়ে সময়ে সংশোধিত হয়েছে) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা ও তথ্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা)-এর প্রবিধানমালা, ২০১৫-এর ৪৪ নম্বর প্রবিধানের বিধানাবলি অনুযায়ীঃ

ক) কোম্পানি ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) গৃহীতব্য প্রস্তাবগুলোর ওপর সদস্যদের ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ('রিমোট ই-ভোটিং') ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত।

খ) রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়কাল ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে শুরু হবে এবং ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে শেষ হবে।

গ) রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড-কে (যাকে এরপর 'সিডিএসএল' হিসেবে উল্লেখ করা হবে) নিযুক্ত করেছে।

ঘ) কোনো ব্যক্তি যদি এজিএম-এর নোটিশ পাঠানোর পরে কিন্তু কাট-অফ তারিখ-এর আগে কোম্পানির শেয়ার অর্জন করে সদস্য হন, তবে তিনি কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার হস্তান্তরকারী এজেন্ট মেসার্স নিচি টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে nichetechpl@nichetechpl.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে ই-ভোটিংয়ের জন্য ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। তবে, যদি সংশ্লিষ্ট সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য আগেই সিডিএসএল-এর কাছে নিবন্ধিত হয়ে থাকেন, তবে তিনি ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের জন্য তাঁর বিদ্যমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।

ঙ) রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশনার জন্য সদস্যরা ৪৩তম এজিএম-এর নোটিশের 'দ্রষ্টব্য' অংশটি দেখতে পারেন।

সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যেঃ

১. রবিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এর বিকেল ৫টার পর ভোট প্রদানের জন্য সিডিএসএল কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থাটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে।
২. এজিএম-এর ভেন্যুতে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুবিধা উপলব্ধ থাকবে।
৩. যেসব সদস্য সভায় সশরীরে উপস্থিত থাকবেন এবং সভার পূর্বে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদান করেননি, তাঁরা এজিএম-এ তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।
৪. শুধুমাত্র সেইসব সদস্য-যাঁদের কাছে কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ ফিজিক্যাল বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড রূপে শেয়ার রয়েছে-তাঁরাই এজিএম-এ রিমোট ই-ভোটিং অথবা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুবিধা গ্রহণের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসা বা অভিযোগ থাকলে, সদস্যরা www.evotingindia.com-এ উপলব্ধ 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' (FAQs) ও ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন এবং/অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ ই-মেইল করতে পারেন। এজিএম-এ অনুষ্ঠিত ই-ভোটিং বা ভোটিং-এর ফলাফল ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বা তার আগেই ঘোষণা করা হবে। ঘোষিত ফলাফল ও স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদন কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে প্রদর্শন করা হবে, কোম্পানির ওয়েবসাইট www.rkwire.com-এ প্রকাশ করা হবে এবং স্টক এক্সচেঞ্জকে অবহিত করা হবে।

আর.কে. ওয়্যার প্রোডাক্টস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
শিবা আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৪.০৯.২০২৬

অন্নপূর্ণা স্বাদিষ্ট লিমিটেড

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনাল বিল্ডিং, ১৩তম তল, ইউনিট নং A01 ও A02, ৩৩এ, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১
CIN: L15133WB2022PLC251553
ফোনঃ ৯১ ৩৩ ৪৬০৩২৮০৫ ই-মেইলঃ cs@asifood.in ওয়েবসাইটঃ www.annapurnasnacks.in

পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ সভা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং বিষয়ক তথ্য

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ২৯ আগস্ট ২০২৬ তারিখের এজিএম -এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি সম্পাদনের লক্ষ্যে কোম্পানিটির ৫ম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, বুধবার বিকেল ৩.০০টায় ভিডিও কনফারেন্সিং অথবা অন্যান্য অডিও-ভিডিও মাধ্যমের সাহায্যে অনুষ্ঠিত হবে।

৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বার্ষিক সাধারণ সভা-র বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন ইলেকট্রনিকভাবে পাঠানোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। কোম্পানি বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে যাদের ই-মেইল আইডি নিবন্ধিত রয়েছে, তাদের সবার কাছেই ৫ম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র ও সমন্বিত আর্থিক বিবরণী, নিরীক্ষক ও পরিচালনা পর্ষদের প্রতিবেদন (যাকে একত্রে বার্ষিক প্রতিবেদন বলা হচ্ছে) ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। তবে, যেসব সদস্য কোম্পানি বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তারাও কোম্পানির ওয়েবসাইট www.annapurnasnacks.in থেকে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনটি দেখতে ও ডাউনলোড করতে পারবেন। এছাড়া, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট www.nseindia.com-এও বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনটি পাওয়া যাচ্ছে।

এতদ্বারা আরও জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি তার সদস্যদের এজিএম -এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত প্রস্তাবের ওপর ভোট প্রদানের জন্য ইলেকট্রনিক ভোটিং বা ই-ভোটিং-এর সুবিধা প্রদান করছে। ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি এনএসডিএল -কে নিযুক্ত করেছে। এমসিএ এবং সেবি-র নির্দেশিকা অনুযায়ী, বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক প্রতিবেদনের হার্ড কপি বা মুদ্রিত অনুলিপি পাঠানোর আবশ্যিকতা রহিত করা হয়েছে।

কাট-অফ তারিখে ফিজিক্যাল বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড-যেকোনো রূপে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত প্রস্তাবের ওপর 'ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড' -এর ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে সভার ভেন্যুর বাইরে থেকে (রিমোট ই-ভোটিং) ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দিতে পারবেন। এছাড়া, যেসব সদস্য ভিডিও কনফারেন্সিং / অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম-এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণ করছেন এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেননি, তাঁরা সভার চলাকালীন ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। সকল সদস্যকে জানানো যাচ্ছে যেঃ

দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি ২০২৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর রবিবার সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং ২৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বিকেল ৫টায় শেষ হবে। এরপর ই-ভোটিং মডিউলটি ভোট প্রদানের জন্য নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে এবং ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর বিকেল ৫টার পর আর কাউকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।

(i) সদস্যদের ভোটাধিকার নির্ধারিত তারিখ অর্থাৎ ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ কোম্পানির পরিশোধিত শেয়ার মূলধনে তাঁদের শেয়ারের অনুপাত অনুযায়ী হবে।

(ii) ২৭ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে সদস্য বা বেনিফিশিয়াল ওনারদের রেজিস্টারে যাঁদের নাম ছিল, তাঁদের সকলের কাছেই বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ২৭ আগস্ট, ২০২৬-এর পরে কোনো ব্যক্তি যদি কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার অর্জন করে সদস্য হন এবং নির্ধারিত তারিখ অর্থাৎ ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ শেয়ার ধারণ করেন, তবে তিনি info@skylinerta.com-এ অনুরোধ জানিয়ে অথবা ৯১-১১-৪০৪৫০১৯৩-১৯৭ নম্বরে ফোন করে লগ-ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন।

(iii) সদস্য একবার ভোট প্রদান করলে পরবর্তীতে তা আর পরিবর্তন করতে পারবেন না।

(iv) বার্ষিক সাধারণ সভায় ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুবিধা থাকবে এবং সভায় উপস্থিত যোগ্য সদস্যরা ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাঁদের ভোট দিতে পারবেন।

(v) যে সদস্যরা দূরবর্তী স্থান থেকে ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তাঁরা বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন, তবে পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে সদস্যরা www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' এবং সদস্যদের জন্য 'ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল' দেখতে পারেন অথবা টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ (১৮০০ ১০২০ ৯৯০) ও ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ (১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০)-এ ফোন করতে পারেন কিংবা evoting@nsdl.co.in-এ অমিত বিশাল -এর কাছে অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশক্রমে,
অন্নপূর্ণা স্বাদিষ্ট লিমিটেড-এর পক্ষে,
স্বাক্ষর /-
শাকিল আহমেদ
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
সদস্যপদ নং A46966

স্থানঃকলকাতা
তারিখঃ ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

CHANGE OF NAME

I, Bharat Kr Chatwani (Old Name) S/O–Brajilal Chatwani residing at Vill-Dhuliyan Janta Complex, PO-Dhuliyan, PS-Samserganj, Dist-Murshidabad, West Bengal 742202 do hereby declared that I have changed my name from Bharat Kr Chatwani to Bharat Chatwani and henceforth I shall be known as Bharat Chatwani (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 03/09/2026 . My name Bharat Chatwani & Bharat Kr Chatwani both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Karan Kr Chatwani (Old Name) S/O– Bharat Chatwani residing at Vill-Dhuliyan Bustand, PO-Dhuliyan, PS-Samserganj, Dist-Murshidabad, West Bengal 742202 do hereby declared that I have changed my name from Karan Kr Chatwani to Karan Chatwani and henceforth I shall be known as Karan Chatwani (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 03/09/2026 . My name Karan Chatwani & Karan Kr Chatwani both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nazmul Seikh (Old Name) S/O– Jamsed Sk residing at Vill-Pantapara, PO-Basudebkhali, PS-Berhampore, Dist-Murshidabad, West Bengal 742187 do hereby declared that I have changed my name from Nazmul Seikh to Najimul Sk and henceforth I shall be known as Najimul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 03/09/2026. My name Najimul Sk & Nazmul Seikh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Narod Biswas (Old Name) S/O–Nagar Biswas residing at Vill- Ichhamatipara, PO-Majdia, PS-Krishnaganj, Dist-Nadia, West Bengal 741507 do hereby declared that I have changed my name from Narod Biswas to Narad Biswas and henceforth I shall be known as Narad Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 03/09/2026 . My name Narad Biswas & Narod Biswas both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rousan Ali (Old Name) S/O–Abul Kasem Shaikh residing at Vill & PO-Multi Krishnanagar , PS-Katwa , Dist-Purba Bardhaman, West Bengal 713514 do hereby declared that I have changed my name from Rousan Ali to Md Rousan Ali Shaikh and henceforth I shall be known as Md Rousan Ali Shaikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 03/09/2026 . My name Md Rousan Ali Shaikh & Rousan Ali both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Rinku Mondal, S/O Hari Sadhan Mondal, গ্রামঃ মণ্ডলপুর, পোঃ বাড়ালা, থানাঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ ৭৪২২৩৫, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার বাবার সঠিক নাম Hari Sadhan Mondal. কিন্তু আমার পাসপোর্ট এবং বাবার ভোটার কার্ডে বাবার নাম Harisadhan Mondal লেখা হয়েছে। ২৯.০৮.২০২৬ তারিখ জঙ্গিপুর প্রথম শ্রেণীর তৃতীয় কোর্টের ১৫২৮ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Hari Sadhan Mondal and Harisadhan Mondal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, Shipra Das, W/o Sri Bijoy Charan Das, R/o. Ghosh Para, Kowgachi, P.O – Shyamnagar, P.S. - Basudebpur, North 24 Parganas, Pin:743127, do hereby declare that Shipra Das and Sipra Das both are same and one identical person vide affidavit sworn before the Notary Public Barrackpore, North 24 Parganas, dated 11.08.2026.

CHANGE OF NAME

I, Bijoy Charan Das, S/o Lt. Shyama Charan Das, R/o. Ghosh Para, Kowgachi, P.O – Shyamnagar, P.S. - Basudebpur, North 24 Parganas, Pin-743127, do hereby declare that Bijoy Charan Das and Bijay Charan Das both are same and one identical person vide affidavit sworn before the Notary Public Barrackpore, North 24 Parganas, dated 11.08.2026.

দার্জিলিংয়ের ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের বড় অংশ ৪ লেনে উন্নীত করার উদ্যোগ কেন্দ্রের

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গে দার্জিলিং জেলার ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ৩১.০২ কিলোমিটার দীর্ঘ বাগডোগরা-পানিট্যাংকি- খড়িবাড়ি-গলগালিয়া অংশকে ৪ লেনে উন্নীত করার উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করি বৃহস্পতিবার এক্স মাধ্যমে জানান, এ জন্য ২ হাজার ৭৭ দশমিক ১৮ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ৩ টি প্রধান সেতু, ১ টি রোড ওভার ব্রিজ, ৫টি হাতির আন্ডারপাস এবং উভয় পাশে সার্ভিস রোড নির্মাণ করা হবে, যা যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি মানুষ ও বন্যপ্রাণী উভয়ের জন্য নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করবে। তিনি আরও জানান, কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ শিলিগুড়ি করিডোরের পাশে অবস্থিত এই প্রকল্পটি উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ আরও জোরদার করবে এবং নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের দিকে যাতায়াতের পথ উন্নত করবে। চার লেনের এই সড়ক উন্নয়নের ফলে বাগডোগরা, নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি ও পানিট্যাঙ্কির যানজট কমবে, বাগডোগরা বিমানবন্দর ও প্রধান আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলির সঙ্গে যোগাযোগ বাড়বে এবং কৃষি, উদ্যানজাত, চা ও অন্যান্য স্থানীয় পণ্য বৃহত্তর বাজারগুলিতে দ্রুত পৌঁছানো সম্ভব হবে।

জুয়ার আসর, খবর প্রকাশ করায় সাংবাদিককে প্রাণনাশের হুমকি

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ পুরুলিয়ার বলরামপুর সরাই ময়দানে সরকারি জায়গার ঐতিহ্যবাহী ঝুলন মেলায় রমরমিয়ে চলছিল বেআইনি জুয়ার আসর। সন্ধ্যার ভিড়ে মেলা কমিটির প্রত্যক্ষ মদতে ঝান্ডি সহ জুয়ার আসর চলার দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি হতেই চম্পট দেয় জুয়াড়িরা। ৩১ আগস্ট এই বেআইনি কারবারের খবর সংবাদমাধ্যমে সম্প্রচারিত হতেই শুরু হয় চরম প্রতিহিংসা। অভিযোগ, ২ সেপ্টেম্বর রাতে অমলেশ কুমার নামের এক স্থানীয় সাংবাদিককে ফোনে অকথ্য গালিগালাজ, সাম্প্রদায়িক কটূক্তি ও প্রাণনাশের হুমকি দেন মেলা কমিটির সম্পাদক স্বপন কুমার এবং মেলা কমিটির সদস্য তথা স্থানীয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্বশিক্ষক বৈদ্যনাথ মাঝি। একজন শিক্ষকের এহেন আচরণে জনমানসে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। সাংবাদিক নিরাপত্তার দাবিতে বলরামপুরের সকল সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে ইতিমধ্যে বলরামপুর থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত সাংবাদিক।

অন্নপূর্ণা ভান্ডারের দাবিতে সুর চড়াচ্ছেন মহিলারা, বিক্ষোভ

শেফালী মাহাতো, পুরুলিয়া, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্যের ঘোষিত 'অন্নপূর্ণা ভান্ডার' প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার দাবিতে এবার সোচ্চার হলেন পুরুলিয়ার সাধারণ মহিলারা। অবিলম্বে স্কিমের সুবিধা দেওয়ার দাবিতে সরব হয়ে উঠেছে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকা। একযোগে দুই পৃথক বিক্ষোভে স্থানীয় মহিলাদের বঞ্চনাবিরোধী এমন প্রতিবাদ ও বিক্ষোভে উত্তপ্ত হয়ে উঠল স্থানীয়

রাজনীতি। প্রথম বিক্ষোভটি সামনে আসে এক নম্বর ব্লক অফিসের। জানা গেছে, পুকুরগড়িয়া, শিমুলিয়া এবং সত্র এলাকার মহিলারা জোটবদ্ধ হয়ে ১ নম্বর ব্লক অফিসে এসে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের দাবিতে প্রবল ক্ষোভ ও বিক্ষোভ দেখান। আবেদন জমা দেওয়ার পরও বা যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে প্রকল্পের কোনো সুবিধা মেলেনি বলে অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। অন্যদিকে, ঠিক একইভাবে গাড়াফুসরো গ্রাম পঞ্চায়েত চত্বরেও দেখা গেল একই ধরণের ছবি। গাড়া ফুসরো এলাকার স্থানীয় মহিলারা একজোট হয়ে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের দাবিতে পঞ্চায়েত দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের সাফ দাবি- প্রশাসনকে অতি দ্রুত উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে যোগ্য উপভোক্তাদের নাম এই প্রকল্পে নথিভুক্ত করতে হবে। দুটি পৃথক স্থানে পর পর এই ধরনের বিক্ষোভের কারণে আঞ্চলিক ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ ক্রমশ বাড়ছে। দ্রুত এর সমাধান না হলে আন্দোলনের ঝাঁঝ আরও বাড়ানো হবে বলে আন্দোলনকারী মহিলারা ইঙ্গিত দিয়েছেন।

বালির গাড়ির চাপে বিপন্ন বর্ধমানের কৃষক সেতু! দ্রুত সংস্কারের দাবিতে পূর্ত দফতরে আইএনটিইউসির বিক্ষোভ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ কৃষক সেতুর উপর দিয়ে অতিরিক্ত

সংখ্যায় বালির ট্রাক চলাচল এবং সেতুর নীচ থেকে বেআইনি ভাবে বালি তোলার অভিযোগ তুলল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিইউসি। সংগঠনের দাবি, এই দুই কারণে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে গুরুত্বপূর্ণ এই সেতু। ইতিমধ্যেই সেতুর উপর তৈরি হয়েছে একাধিক বড় গর্ত। সামান্য বৃষ্টিতেই সেই গর্তগুলিতে জল জমে যাওয়ায় সমস্যায় পড়ছেন নিত্যযাত্রীরা। কৃষক সেতুর দ্রুত রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের দাবিতে বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমানের পূর্ত দফতরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় আইএনটিইউসি। সংগঠনের পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে, আগামী সোমবারের মধ্যে সেতুর রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে। জেলা আইএনটিইউসি সভাপতি গৌরব সমাদ্দার বলেন, কৃষক সেতু উপর নির্ভরশীল হুগলি, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা। তার অভিযোগ, এত গুরুত্বপূর্ণ একটি সেতুর উপর দিয়ে প্রতিদিন মাত্রাতিরিক্ত সংখ্যায় ভারী যানবাহন, বিশেষ করে বালির ট্রাক চলাচল করছে। একই সঙ্গে সেতুর নীচ থেকে বেআইনি ভাবে বালি তোলার অভিযোগও করেন তিনি। গৌরবের কথায়, অবৈধ ভাবে বালি উত্তোলন এবং অধিক পরিমাণে বালির ট্রাক চলাচলের কারণেই কৃষক সেতুর এই অবস্থা হয়েছে বলে আমাদের অভিযোগ। প্রত্যেক দিনই সেতুর নীচ থেকে বালি তোলা হচ্ছে। এ ভাবে চলতে থাকলে কোনও দিন সেতু দামোদরে ভেঙে পড়তে পারে।' বালি আউট, ব্রিজ ইন' পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আইএনটিইউসির আরও অভিযোগ, কৃষক সেতু দিয়ে ভারী যানবাহনের চাপ বাড়লেও সাধারণ মানুষের জন্য পর্যাপ্ত গণপরিবহণের ব্যবস্থা নেই। গৌরব বলেন, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট কটা আছে? রাতে শুধু বালির গাড়ি আর বালির গাড়ি। আগেও দেখেছি, এখনও দেখছি বালির গাড়ি। সেতুর বর্তমান পরিস্থিতির জন্য পূর্ত দফতরের রক্ষণাবেক্ষণে গাফিলতিকেও দায়ী করেছে আইএনটিইউসি। সংগঠনের অভিযোগ, সেতুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা পূর্ত দফতরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের তরফে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হয়নি। দফতরের 'উদাসীনতার' কারণেই পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে বলে দাবি সংগঠনের। আইএনটিইউসিপক্ষ থেকে কৃষক সেতুর দ্রুত সংস্কার, ভারী যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ এবং সেতুর নীচ থেকে বেআইনি ভাবে বালি তোলার অভিযোগের তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। সংগঠনের হুঁশিয়ারি, আগামী সোমবারের মধ্যে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু না হলে আন্দোলন আরও বৃহত্তর আকার নেবে। তবে আইএনটিইউসি তোলা অভিযোগ নিয়ে পূর্ত দফতরের তরফে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

চিকিৎসায় সাড়া! ফের হাঁটতে শুরু রামলাল, খুশি জঙ্গলমহল

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ চিকিৎসায় সাড়া দিয়ে ফের হাঁটতে শুরু করল জঙ্গলমহলের সবার প্রিয় স্থায়ী হাতি রামলাল। প্রাণী চিকিৎসকদের তৎপরতায় বর্তমানে অনেকটাই সুস্থ সে। কয়েকদিন আগে রামলালের অসুস্থতার খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। বৃহস্পতিবার সকালে লালগড় রেঞ্জের ঝিটকা বিটের ঝিটকার জঙ্গলে রামলালকে হাঁটতে দেখা যায়। বনদফতর সূত্রে জানা গেছে, তিন-চার দিন আগে রামলালের পিছনের বাঁ পায়ে রড জাতীয় কিছু ঢুকে গিয়ে ক্ষত তৈরি হয়। এরপর মেদিনীপুর বনবিভাগের আড়াবাড়ি রেঞ্জের মিরগা বিটের সীমান্তবর্তী এলাকার ৫৫৫ গেটের সামনে অসুস্থ অবস্থায় তাকে শুয়ে থাকতে দেখা যায়। হাতিটির দ্রুত চিকিৎসার দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দারা সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন হাতি সংক্রান্ত গ্রুপে বনদফতরের কাছে আবেদন জানান। খবর পেয়ে গত ১ সেপ্টেম্বর বনদফতরের কর্মী ও প্রাণী চিকিৎসকেরা ঘটনাস্থলে

পৌঁছান। সেখানে রামলালকে খুঁড়িয়ে চলতে দেখা যায়। এরপর ২ সেপ্টেম্বর প্রাণী চিকিৎসক চঞ্চল দত্তের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি চিকিৎসক দল গঠন করে বনবিভাগ। চিকিৎসক সত্যেন দাস ও মৃণাল রানা সরেজমিনে পরীক্ষা করে দেখেন, রামলালের পিছনের বাঁ পায়ের নিচের দিকে কিছুটা অংশ কেটে গিয়েছে। এরপর থেকেই কুমড়োর সঙ্গে ওষুধ মিশিয়ে তাকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। ওষুধ খাওয়ানোর পর শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয় রামলালের। এদিন প্রায় ২০ কিলোমিটার পথ হেঁটে ঝিটকার জঙ্গলে প্রবেশ করে সে। ফের তাকে স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে দেখে স্বস্তি ফিরেছে জঙ্গলমহলের বাসিন্দাদের মধ্যে। উল্লেখ্য, গত এপ্রিল মাসে শ্যামলাল নামে একটি হাতির সঙ্গে রামলালের সংঘর্ষ হয়েছিল। দুই হাতির লড়াইয়ে রামলালের পায়ে আঘাত লাগে এবং সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে মাণিকপাড়া রেঞ্জের গোবিন্দপুরের জঙ্গলে তার চিকিৎসা করা হয়। সুস্থ হয়ে ফের অবাধে ঘোরাঘুরি করছিল রামলাল। স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, রামলালকে ঘিরে জঙ্গলমহলের মানুষের আলাদা আবেগ রয়েছে। এমনকি রামলালের জন্য একটি চালকলের দরজা খোলা রাখা হয় বলেও জানা গেছে। তাই ফের তাকে হাঁটতে দেখে স্বাভাবিকভাবেই খুশি এলাকার মানুষ।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. এসজি. টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৬২৯, তারিখ ঃ ০২.০৯.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ই-টেন্ডার নং.ঃ এসডিএসটিই/সিগ/টি/১৯/২৬-২৭/সিএপি। স্থান সহ কাজের নামঃ** এসএমএমএস (সিগন্যালিং মেনটেন্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম)-এর প্রয়োগের জন্য পরিকাঠামোগত উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ৮৮,১৪,৬৭৬.৪৩; **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য; **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিনঃ** ₹ ১,৭৬,৩০০; **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ৬ মাস; **টেন্ডার দাখিল শুরুর তারিখঃ** ১৫.০৯.২০২৬; **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখঃ** ২৯.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত; **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ঃ** ২৯.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে। **বিশদ পাওয়া যাবেঃ** www.ireps.gov.in-এ। **যে সকল নথি দাখিল করতে হবে ঃ** টেন্ডার নথি অনুসারে। **প্রযুক্তিগত যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ-** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, তার আগের মাসের শেষ দিন থেকে বিগত ০৭ (সাত) বছরের মধ্যে টেন্ডারদাতাকে নিম্নলিখিত ধরনের কাজ (সমূহ) সফলভাবে বা অধিকাংশভাবে অবশ্যই সম্পন্ন করে থাকতে হবে। (i) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০ শতাংশ-এর চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত তিনটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (ii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০ শতাংশের চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত দুটি সমতুল ধরনের কাজ;অথবা (iii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০ শতাংশের চেয়ে কম নয়, এরূপ মূল্যের অন্তত একটি সমতুল ধরনের কাজ। **অর্থনৈতিক যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার ভি/এন অথবা 'ভি'-এর মধ্যে যেটি কম তা হওয়া আবশ্যিক; যেখানে ভি = কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য; এন = কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় বছর সংখ্যা যার জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হয়েছে। অডিট করা ব্যালান্স শিট অনুযায়ী, পূর্বের তিনটি আর্থিক বছরের "মোট চুক্তিভিত্তিক প্রদত্ত অর্থের" গড় হিসাব করে গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয় করা হবে। যদি, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শিট প্রস্তুত/অডিট করা না হয়ে থাকে তাহলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের অডিট করা ব্যালান্স শিটে প্রাপ্ত অঙ্ক সংখ্যা গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয়ে ব্যবহার করা হবে। টেন্ডারদাতাগণকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা শংসাপত্র প্রদত্ত হয়েছে এরূপ নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট/ব্যালান্স শিটের সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর সমর্থন করা শংসাপত্র সেই সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-VI বি অনুসারে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি (বর্তমান টেন্ডার নথির ফর্ম-৬) দাখিল করতে হবে। **অন্যান্য দাখিল যোগ্য নথিপত্রাদি ঃ** টেন্ডার নথিতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। **সমতুল ধরনের কাজ ঃ** "যেকোনো টেলিকম কাজ যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে এমআইএস/এলএএন/ডব্লুএএন/হেল্পলাইন/ ইউটিএস/পিআরএস/এফওআইএস/মূল্য সংযুক্ত এনকোয়্যারি সিস্টেম/ভিডিও এনকোয়্যারি সিস্টেম/ডাটা সংযুক্তি/ডাটাকম সরঞ্জাম/ভিডিও কনফারেন্সিং/ওয়্যারলেস যোগাযোগ/সিরিওরড কমিউনিকেশন/ওয়াই-ফাই/কম্পিউটার ভিত্তিক এনকোয়্যারি সিস্টেম"। **দ্রষ্টব্য ঃ** টেন্ডারদাতা টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতা শর্তাবলি পূরণে তাঁর দাবির স্বপক্ষে টেন্ডার প্রস্তাবের সঙ্গে নথিপত্রাদি দাখিল করবেন। নথির/শংসাপত্রের কপি-র প্রতি পৃষ্ঠায়, যা টেন্ডারদাতা তাঁর যোগ্যতার স্বপক্ষে দাখিল করবেন, টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদানকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বপ্রত্যয়িত বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্বপ্রত্যয়নে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ থাকতে হবে (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)।

SDAH-210/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 235 **Tender Notice Date: 3/9/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 235/9/2026-2027 (Pwd-GovtCell)** dated 03/09/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required.
Last date of E-Submission: 19/9/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

PWD(GOVT OF WB) TENDER NOTICE
NOTICE INVITING -TENDER No. 13 OF 2026-27
OF THE ASSISTANT ENGINEER, SERAMPORE SUB DIVISION, P.W.D.
Tender reference No: WBPWD/AE/SER/NIT_13/2026_27

Name of Work: Half yearly Annual Maintenance of different building Serampore court (Non ren-Reri), Administrative building & Qtra, SC Home, Sub Division Office under Serampore section-1, of Serampore Sub Diwion (PWD) during the Oct 2026 Mar 2027 (For six months) **Tender ID No: 2026_WBPWD_5021916_1.**
Name of Work: Half Yearly Maintenance of different builäng Chandannagore court (Non resi-Resi), Administrative balding & tra under Serampore section-II, of Serampore Sub Division (PWD) Of Hooghly Divinon (PWD) during the year 2026-2027 (for six months)
Tender ID No: 2025 _WBPWD_ 5021916_ 2.
Name of Work: Half yeardy annual maintenance of the Buildings of Uttarpara SGH (Non-Reti & Rem), PWD Section office under Section III of Serampore Sub Divin on (PWD) of Hooghly Divinan (PWD), during the year 2025-2026. (for six months)
Tender ID No: 2006_ WBPWD _5021916_ 3.
Name of Work: Haif Yearly Annual Maintenance of different Buildings of Serampore SDH, Gourhati T.B. Hospetal, Treasury-I, Commercial Tan, Section-IV office at Bagkhal of Serampore Sub Division (PWD) under Hooghly Division (PWD) during the year 2026-27, (for rix months) **Tender ID No: 2025_ WBPWD_ 5021916_ 4.**
Bid submission start date (online): 05.09.2026 at 10.30 a.m.
Bid Submission Closing Date (online): 12.09.2026 up to 10.30 a.m.
Details may be downloaded from: **https://tenders.wb.gov.in** or may be seen from the office of the u/s in working hours or from the Departmental website **http://pwdwb.in**
Corrigendum, if any will be published in website only.

Sd/- Assistant Engineer, P.W.D
Serarmpore Sub Division

অল আসাম ইন্টার-ডিস্ট্রিক্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ৩০টি পদক জিতে তাওলু রানার্স-আপ ট্রফি জয় করল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে উশু একাডেমি

TENDER NOTICE
NIT-01/2026
2026_ZPHD_5022019_4,
2026_ZPHD_5022019_3,
2026_ZPHD_5022019_2,
2026_ZPHD_5022019_1 Dated-04/09/2026, Separate Tenders are hereby invited by Pradhan, Chandi GP, 24pgs(s). Last date and time of application 11/09/2026 up to 01.00 pm.
Date of Opening of Tender on 14/09/2026 at 01.00 PM.
Other details will be available from the **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Chandi Gram Panchayat
Amtala, 24pgs(s)

Office Of The
BASUBATI GRAM PANCHAYAT
Singur Development Block
BASUBATI :: SINGUR :: HOOGHLY
e-TENDER NOTICE No. 128/BGP/2026

Percentage rate e-tenders are hereby invited by the undersigned from the bonafide and experienced contractors for Purchasing of Tubewell Materials. Source of Fund: 15th CFC TIED (2025-26). Bid Submission closing date (online) 23/09/2026 at 10:00 AM. Bid opening date for Technical Proposals: 25/09/2026 at 10:00 AM. For details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Assistant
Basubati Gram Panchayat

আরডিবি ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড
(পূর্বনামঃ আরডিবি রিয়েলটি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড)
CIN: L68100 WB2006PLC110039
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ বিকানের বিল্ডিং, ৮ /১, লাল বাজার স্ট্রিট, প্রথম তল, কক্ষ নং-১০, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০১
ফোনঃ ৯০৩৮৪ ৪০৭৬১ ফ্যাক্সঃ০৩৩-২২৪২০৫৮৮
ইমেল আইডিঃ cardbinfra@rdbindia.com ওয়েবসাইটঃ www.rdbindia.com

ভিডিও কনফারেন্সিং বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের সাহায্যে অনুষ্ঠিতব্য ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

১. এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) ও এর অধীন প্রণীত বিধিমালা এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস)-এর প্রযোজ্য বিধানাবলি এবং মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারিকৃত সংশ্লিষ্ট সকল সার্কুলার মেনে, কোম্পানির সদস্যদের ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, শনিবার সকাল ১১.৩০-এ ভিডিও কনফারেন্সিং বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম -এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে উক্ত সভায় এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি বা কার্যসূচি সম্পন্ন করা হবে এবং এতে কোনো সাধারণ স্থানে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন হবে না।
২. কোম্পানি বা ডিপোজিটরির কাছে যাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত রয়েছে, তাদের সবার কাছেই ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনসহ বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে। এছাড়া, এই নথিপত্রগুলো কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.rdbindia.com), ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড বা NSDL-এর ওয়েবসাইট (https://www.evoting.nsdl.com) এবং সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জ-অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড (www.bseindia.com) ও ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড বা CSE Limited-এর (www.cseindia.com) ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাচ্ছে।
৩. তালিকাভুক্তি সংক্রান্ত বিধিমালার ৩৬(১)(খ) ধারা অনুযায়ী, যেসব সদস্যের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি বা ডিপোজিটরির কাছে নিবন্ধিত নেই, তাদের কাছে বার্ষিক প্রতিবেদনের ওয়েব লিঙ্ক ও প্রাসঙ্গিক বিবরণসহ একটি চিঠি পাঠানো হচ্ছে।
৪. সংশোধিত 'কোম্পানী (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪'-এর বিধি ২০-এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১০৮-এর বিধানাবলি উক্ত আইনের অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান সংশোধিত 'তালিকাভুক্ত প্রবিধানমালা' -এর প্রবিধান ৪৪ এমসিএ -এর জারি করা সার্কুলারসমূহ এবং আইসিএসআই -এর জারি করা এসএস-২ (এসএস-২)-এর আলোকে-কোম্পানি তার সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচ্য সকল বিষয়ের ওপর ভোট প্রদানের জন্য এনএসডিএল -এর ই-ভোটিং পরিষেবা (www.evoting.nsdl.com)-এর মাধ্যমে 'রিমোট ই-ভোটিং' (সশরীরে উপস্থিত না হয়ে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান) এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-উভয় সুবিধাই প্রদান করতে পেরে আনন্দিত।
৫. দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় ই-ভোটিং সংক্রান্ত নির্দেশাবলীঃ
ক. সদস্যদের ভোট প্রদানের (ই-ভোটিং) সুবিধা এনএসডিএল কর্তৃক প্রদান করা হবে।
খ. সদস্যদের ভোটাধিকার, নিম্নে উল্লিখিত কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের ধারণকৃত ইক্যুইটি শেয়ারের অনুপাতে হবে। সকল সদস্যকে জানানো হচ্ছে যেঃ
i). বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটগ্রহণের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে
ii). রিমোট ই-ভোটিং (দূরবর্তী স্থান থেকে ইলেকট্রনিক ভোটদান) প্রক্রিয়াটি ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ৯.০০টায় শুরু হবে
iii). রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫.০০টায় শেষ হবে
iv). রিমোট ই-ভোটিং বা বার্ষিক সাধারণ সভায় ই-ভোটিংয়ের অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সদস্যদের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য 'কাট-অফ তারিখ' হলো শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ এবং যে ব্যক্তি উক্ত কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, তাদের জন্য এই বিজ্ঞপ্তিটি শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে বলে গণ্য হবে
v). বিজ্ঞপ্তিটি প্রেরণের পর কোনো ব্যক্তি যদি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করে সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ারের মালিক থাকেন, তবে তিনি evoting@nsdl.co.in-এ অনুরোধ জানিয়ে লগ-ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। তবে, তিনি যদি রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য ইতিমধ্যে NSDL-এর কাছে নিবন্ধিত হয়ে থাকেন, তবে ভোট প্রদানের জন্য তিনি তাঁর বিদ্যমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।
গ. সদস্যরা অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যেঃ
i). উল্লিখিত তারিখ ও সময়ের পর NSDL কর্তৃক 'রিমোট ই-ভোটিং' (দূরবর্তী স্থান থেকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান) ব্যবস্থাটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে এবং কোনো প্রস্তাবের বিষয়ে একবার ভোট প্রদান করা হলে সদস্যরা পরবর্তীতে তা আর পরিবর্তন করতে পারবেন না
ii). যে সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভার আগেই 'রিমোট ই-ভোটিং'-এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তাঁরা সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন ঠিকই, কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না
iii). 'কাট-অফ' তারিখে ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত 'সদস্যদের রেজিস্টার' বা 'বেনিফিশিয়াল ওনার্স রেজিস্টার'-এ যাঁদের নাম নথিভুক্ত রয়েছে, তাঁরা 'রিমোট ই-ভোটিং' এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় 'ই-ভোটিং' সুবিধাই গ্রহণ করার অধিকারী হবেন।
৬. কোম্পানি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে ই-ভোটিং প্রক্রিয়া যাচাই-বাছাই করার জন্য একজন প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, মিসেস প্রাচী ভার্টিয়া (মেম্বারশিপ নং ACS 53022)-কে 'স্ক্রুটিনাইজার' হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে।
৭. বার্ষিক সাধারণ সভা -র কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে, সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা তাঁদের নাম, ডি-ম্যাট অ্যাকাউন্ট নম্বরফোলিও নম্বর, ই-মেইল আইডি এবং মোবাইল নম্বর উল্লেখ করে csrdbinfra@rdbindia.com- এ তাঁদের প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা আগেভাগেই জানান। ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (শুক্রবার) বিকেল ৫টা (IST)-র মধ্যে কোম্পানির কাছে প্রাপ্ত প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসাগুলি বার্ষিক সাধারণ সভার সময় বিবেচনা করা হবে এবং সেগুলির উত্তর দেওয়া হবে।
৮. ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসা বা অভিযোগ থাকলে, আপনারা বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি অথবা https://www.evoting.nsdl.com-এর 'ডাউনলোড' বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' (FAQs) ও 'ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল' দেখতে পারেন অথবা টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ ও ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০-এ যোগাযোগ করতে পারেন কিংবা evoting@nsdl.co.in ই-মেইল আইডিতে ম্যানেজার মিসেস পল্লবী মহাত্রের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
যেসব সদস্য এখনও তাঁদের ই-মেইল ঠিকানা নথিভুক্ত করেননি, তাঁরা নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুযায়ী তা নথিভুক্ত করতে পারেনঃ

শারীরিক ধারণ	প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ নির্ধারিত 'Form ISR-1'-এ তথ্য নথিভুক্ত বা হালনাগাদ করে তা কোম্পানি অথবা কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার হস্তান্তরকারী এজেন্ট (RTA)-'নিশ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড'-এর কাছে জমা দিন। নিচের লিঙ্ক থেকে 'Form ISR-1' ডাউনলোড করা যাবেঃ https://nichetechpl.com/ wp-content/uploads/2023/03/Form/ISR-1.pdf
ডিমেট হোল্ডিং	আপনার সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী আপনার ডিমেট অ্যাকাউন্টের বিবরণ নথিভুক্ত বা হালনাগাদ করুন।

আরডিবি ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড-এর পক্ষে
(পূর্বনামঃ আরডিবি রিয়েলটি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড)
স্বাক্ষর /-
স্থানঃ কলকাতা **শুভম বৈদ্য**
তারিখঃ ৩রা সেপ্টেম্বর, ২০২৬ **ব্যবস্থাপনা পরিচালক**

Billagram Gram Panchayat
Belari, Purba Bardhaman
Ausgram-I Panchayat Samity

Notice Inviting e-Tender/NIT No. (1) 289/2026-27, (2)290/2026-27, (3)291/2026-27 Dt: 03/09/2026
Invites e-tender for the work: Supply of materials for 3(Three) different schemes. Date of Opening of Financial proposal (online): 14/09/2026 at 10.00am. For details visit **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Billagram Gram Panchayat

Legal Notice
My Client Kajal Singh has lost Two Original Chain Deed of her flat being No.05009/2001 & being No.00961/2006 registered at A.D.S.R Bidhannagar. My Client lodged G.D.E at P.S Baguiati, vide G.D.E No. 2833 dated 29/08/2026, any person having any knowledge of the aforesaid two deeds are requested to return the same to the undersigned Advocate, within 10 (ten) days, Paraj Barman, 39, Chinar Park, P.O Hatiara, Kolkata 700157 - Enrolment No. **WB-1576/2003**, Mob No.9831141856

Sd/- PARAJ BARMAN
ADVOCATE
Sealdah Court, Kolkata-14

ABRIDGED TENDER NOTICE
SNIT No. : 2/SNIT/EE-I/LDCD/IWD of 2026-2027 Dtd. 03-09-2026

Tenders are hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of W.B. from the bonafide agencies for 2 nos. Emergent restoration work [Amount: Rs. 5,27,202.00, Rs. 5,71,217.00 & E.M.D. Rs. 10,544.00 and Rs. 11,424.00]. Last date of application for Tender is: **05.09.2026 upto 12.00 noon.** Other details may be seen in the website: **www.iwd.wb.gov.in** and also in the office of the undersigned.

Sd/-
Executive Engineer-I
Lower Damodar Construction Division
Fuleshwar, Uluberia, Howrah-711316

ABRIDGED NOTICE INVITING NIQ (2nd Call): Applications are invited from Bonafide and resourceful contractors with similar credentials for NIQ No: **19/BDO/Man-II/2026-27.** Detailed information and bidding documents are available at **tenders.wb.gov.in** and on the office notice board of the undersigned. The last date for application submission is **08.09.2026 up to 6:00 PM..**

Block Development Officer
Manbazar-II Dev. Block
Boro :: Purulia
Memo-09/ADV/ICA/PURU Dt.03/09/26

OFFICE OF THE
PASCHIM MEDINIPUR ZILLA PARISHAD
ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER

Notice Inviting Tender is hereby called from resourceful and eligible Contractors for above NIT(s). Intending bidders may download tender documents of PMD/N- 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 157, 159, 160, 163, 167, 169, 170, 174, 178, 179, 181 /2026-27 from e-procurement portal from 04.09.2026 at 10-00 Hours to 11.09.2026 upto 18.00 & PMD/N- 148, 155, 156, 158, 161, 162, 164, 165, 166, 168, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187 /2026-27 from e-procurement portal from 04.09.2026 at 10-00 Hours to 18.09.2026 upto 18.00 For details visit e-procurement portal of Govt. website **www.tenders.wb.gov.in**

Sd/-
District Engineer
Paschim Medinipur Zilla Parishad
Memo no. 630 (3)/Advt./ICA/ Paschim Medinipur Dt.03.09.2026

e-Tender Notice
P.O-cum-D.W.O, B.C.W & TD, Purulia invites e-tender of 2026-27

NIT NO	Tender ID	END Date
NIT-1(e)/2026-27	2026_DM_5051579_1	15.09.2026

Details may be seen on website http://wbtenders.gov.in

Sd/-
P.O-cum-D.W.O.
B.C.W, Purulia
Memo no-08/ADV/ICA/PURU Dt. 03/9/2026

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :-
NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/090/01/2026-2027/D
Name of work **: Restoration of Paver Block & IPS Footpaths near 94/L, 102G Kankulia Road, 39, 18B Lake View Road etc. in Ward-090 disturbed by CESC & Natural Wear and Tear.** Estimated Cost (Including GST and CESS) **: Rs.2,78,302.82.** Earnest Money **: Rs.5,600.00.** Period of Completion **: 75 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 18.09.2026 - 12 noon.** Date of opening of tender **: 21.09.2026 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **08.09.2026 - 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br-III, KMC** invites online percentage rate e-tenders under two bid system for the following works :-
1. NIT No.: KMC/EE-III/014/06/26-27 (1st Call)
Name of work **: Repairing of IPS footpath and resetting of Kerb & Channel at 21/B, H.N. Road, 38/H/22, M.M. Road and its surrounding areas in Ward No.14.** Estimated Cost **: Rs.2,88,612.00.** Earnest Money **: Rs.5,800.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 14.09.2026 upto 12 noon.** Date and Time of opening of Tender **: 16.09.2026 on or after 12 noon.** The bid forms and other details shall be available on and from **05.09.2026 - 5 p.m.**
2. NIT No.: EE-III/29/3/26-27/US
Name of work **: Repairing of passage at 45/H/9, 48 Canal East Road, 1, 14 Chamru Singh Lane, 103, 3/28 NN Road and others Uttaran Places in Ward No.29.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.2,89,342.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 16.09.2026 upto 12 noon.** Date and Time of opening of Tender **: 18.09.2026 after 12 noon.** The bid forms and other details shall be available on and from **08.09.2026 from 12 noon.** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 & 2).**

The **Executive Engineer (Civil), Br-IV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-
1. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/023/E3/26-27/R
Name of work **: Maintenance of damaged footpath disturbed by W.S Department at Singhi Dutta Lane in Ward No.23.** Estimated Cost (including GST and CESS) **: Rs.1,19,329.44.** Earnest Money **: Rs.2,400.00.** Period of Completion **: 25 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 12.09.2026 - 11 a.m.** The tender will be opened on **: 14.09.2026 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **05.09.2026 - 5 p.m.**
2. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/039/05/2026-2027/R
Name of work **: Repairing of Paver Block footpath at Bidhan Sarani, C.R Avenue and other places in Ward No.039.** Estimated Cost (including GST and CESS) **: Rs.2,98,005.45.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 18.09.2026 - 11 a.m.** The tender will be opened on **: 21.09.2026 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **07.09.2026 - 5 p.m.** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 & 2).**

The **Executive Engineer (Civil), Br-XIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :-
NIT No. : KMC/XIII/120/006/26-27 (1st Call)
Name of work **: Maint. of Damaged Road at Bhupen Roy Road, N.C.Das Road, D.H. Road etc. and its bye lanes with C.C. Pavement work in Ward No.120.** Work Value **: Rs.2,90,828.39.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last date and time of submission of bid **: 12.09.2026 upto 11 a.m.** Tender will be opened on **: 14.09.2026 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **: 03.09.2026 from 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following work :-
NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/017/2026-2027/R
Name of work **: Repairing of Mudialy 1st Lane, Kasaipara Lane etc. by Hot Asphaltum Mixture N/H/No.P-162, P-297/A, I-24, I-46 etc. in Ward No.135, Br-XV.** Estimated Cost (including GST and CESS) **: Rs.2,88,836.16.** Earnest Money **: Rs.5,800.00.** Period of Completion **: 120 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 16.09.2026 - 11 a.m.** Date of opening of tender **: 18.09.2026 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **07.09.2026 - 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-
1. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/143/012/26-27
Name of work **: Construction of road with C.Conc. at 22 Bigha Ramkrishna Pally near Pre.No.26/9, 26/11 etc. in Ward No.143.** Estimated Cost (including GST and CESS) **: Rs.2,04,119.43.** Earnest Money **: Rs.4,500.00.** Period of Completion **: 21 Days.**
2. NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/142/011/26-27
Name of work **: Maintenance of road by laying Hot-Mix at Nababithi, Ashavari etc. near Pre.No.232/39 in Ward No.142.** Estimated Cost (including GST and CESS) **: Rs.2,89,183.42.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.**
3. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/018/26-27/UTTARAN
Name of work **: Maint. of C.C. Road at Subhas Nagar Slum Area near Pre.No.236 in Ward No.126.** Estimated Cost (including GST and CESS) **: Rs.2,96,613.67.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 14.09.2026 - 12 noon (for Sl.No.1 to 3).** The Tender will be opened on **: 16.09.2026 - 12 noon (for Sl.No.1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **05.09.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.1 to 3)** from the website **https:// etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 3).**

The **Executive Engineer (Civil), Br-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-
1. NIT No. : KMC/IX/076/003/2026-2027
Name of work **: Maintenance of IPS passage at 39 Hemchandra Street, 13 Mohan Chand Road, 2 Jaganath Sarkar Lane and its surrounding area in Ward-76.** Estimated Amount (including GST and CESS) **: Rs.2,53,151.00.** Earnest Money **: Rs.5,200.00.** Period of Completion **: 45 Days.**
2. NIT No. : IX/080/006/2026-2027
Name of work **: Supplying and spreading Silver Sand for Puja Pandals at different locations in Ward No.80.** Estimated Amount (including GST and CESS) **: Rs.1,24,772.00.** Earnest Money **: Rs.2,500.00.** Period of Completion **: 15 Days.** Last date and time of submission of bid **: 12.09.2026 - 12 noon (for Sl.No.1 & 2).** Tender will be opened on **: 14.09.2026 - 12 noon (for Sl.No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **03.09.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.1&2)** from the website **https:// wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 & 2).**
3. NIT No. : KMC/IX/071/011/2026-2027/D
Name of work **: Repairing of IP footpath and passages at 6/3 Turf Road and other mentioned areas disturbed by Water Supply Department in Ward No.071.** Estimated Amount (including GST and CESS) **: Rs.2,40,784.87.** Earnest Money **: Rs.4,900.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last date and time of submission of bid **: 15.09.2026 - 12 noon .** Tender will be opened on **: 18.09.2026 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **07.09.2026 - 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

443 / 26-27

ইংল্যান্ড সিরিজের পরই নাকি অবসর নিতে বলা হয়েছিল!

‘অনুরোধ’ শোনামাত্র কী জানান রোহিত?

মুম্বই, ৩ সেপ্টেম্বরঃ নির্বাচক কমিটির এক সদস্যের মুখে এমন ‘অনভিপ্রেত’ কথা শুনে রীতিমতো ক্ষুব্ধ হন রোহিত শর্মা। তবে রাগের মাথাতেও তিনি নাকি সেই সিদ্ধান্তে সম্মতি জানিয়েছিলেন। কিন্তু লর্ডসের বাইশ গজে সব হিসেব ওলটপালট! সিরিজের শেষ ম্যাচে দুরন্ত ১৩৮ রানের ইনিংস অবসর-সংক্রান্ত যাবতীয় জল্পনায় জল ঢেলে দেয়। এই রিপোর্ট সামনে এল তখন, যখন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক রয়েছে। সংবাদসংস্থা পিটিআই-এর একটি রিপোর্ট ঘিরে এই মুহূর্তে ভারতীয় ক্রিকেটে তুমুল শোরগোল। ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর নন, নির্বাচক কমিটির অন্য এক সদস্য রোহিতকে সরাসরি অবসরের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। স্পষ্ট জানানো হয়, দল এবার ভবিষ্যতের কথা ভেবে নতুন করে এগোতে চাইছে। অর্থাৎ, তাঁকে আর দলের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় রাখা হচ্ছে না। এই কথা শুনে রোহিত স্বাভাবিকভাবে ক্ষুব্ধ হন। বোর্ডের অন্দরে এও জল্পনা ছড়ায়, টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক নাকি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজের পরই অবসর নিতে রাজিও হয়ে গিয়েছিলেন! তবে বাইশ

গজের জবাব যে ঠিক কতটা জোরালো হতে পারে, তা লর্ডসে বুঝিয়ে দেন ‘হিটম্যান’। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের নির্ণায়ক ও শেষ ম্যাচে তাঁর ব্যাট থেকে আসে ১৩৮ রানের এক অনবদ্য ইনিংস। ওই একটি সেঞ্চুরিই অবসরের সমস্ত জল্পনাকে আপাতত হিমঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে। পাশাপাশি নির্বাচকদের কাছেও কড়া বার্তা পৌঁছেছে। রোহিত প্রমাণ করেছেন, এখনও ব্যাটে রান করার যথেষ্ট খিদে ও ক্ষমতা মজুত রয়েছে। তাই তাঁকে এত দ্রুত বাতিলের খাতায় ফেলা মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আসন্ন বিশ্বকাপের জন্য রোহিত এবং বিরাটের অভিজ্ঞতা যে ঠিক কতটা জরুরি, তা আরও একবার মনে করিয়ে দিয়েছেন কিংবদন্তি প্রোটিয়া ফিল্ডার জন্টি রোডস। বর্তমানে তিনি ইউরোপিয়ান টি-২০ প্রিমিয়ার লিগে রটারড্যাম ডকার্সের অন্যতম কর্ণধার। একটি সাক্ষাৎকারে জন্টি জানান, বিশ্বকাপের মতো মেগা টুর্নামেন্টে শুধুমাত্র প্রতিভা দিয়ে সব ম্যাচ জেতা যায় না। প্রচণ্ড চাপের মুখে মাথা ঠান্ডা রাখার জন্য অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন। তাঁর কথায়, ‘‘বিরাট হল চূড়ান্ত ফিনিশার। ওর মতো রান করার খিদে খুব কম জনেরই আছে। আর বিশ্বকাপের মতো হাই-ভোল্টেজ মঞ্চে রোহিতের মতো মানসিক দৃঢ়তাসম্পন্ন কাউকে দলে রাখাটা সব সময়ই একটা বিরাট সম্পদ।’’

শ্রেয়সদের কোচের পদে লক্ষ্মণ

ভারতীয় ক্রিকেটে শেষ গম্ভীর জমানা?

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৩ সেপ্টেম্বরঃ বড় রদবদল আসতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেটে। সীমিত ওভারের ফরম্যাটে সফল হলেও লাল বলের ক্রিকেটে হেড কোচ গৌতম গম্ভীরের ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল আগে। এ বার বড় সিদ্ধান্তের পথে হাঁটতে চলেছে বিসিসিআই। আসন্ন এশিয়ান গেমস-এ ভারতীয় ক্রিকেট দলের হেড কোচ হিসেবে দেখা যাবে না গম্ভীরকে, এমনটাই জানা গিয়েছে। তাঁর জায়গায় শ্রেয়স আইয়ার, বৈভব সূর্যবংশীদের কোচের পদে থাকবেন ভিভিএস লক্ষ্মণ। কোচিং স্টাফেও আসতে চলেছে একাধিক পরিবর্তন। ভারতীয় ক্রিকেটে গম্ভীর জমানা কি শেষের পথে? শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ শেষ। এ বার ভারতীয় দলের সামনে ব্যস্ত সূচি। একই সময়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ ও টুর্নামেন্ট থাকায় এশিয়ান গেমসের জন্য আলাদা কোচিং সেটআপ ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। এশিয়ান গেমসের জন্য গৌতম গম্ভীর জাপানে ভারতীয় দলের সঙ্গে যাবেন না। ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ঘরের মাঠে শুরু হতে চলা ওয়েস্ট

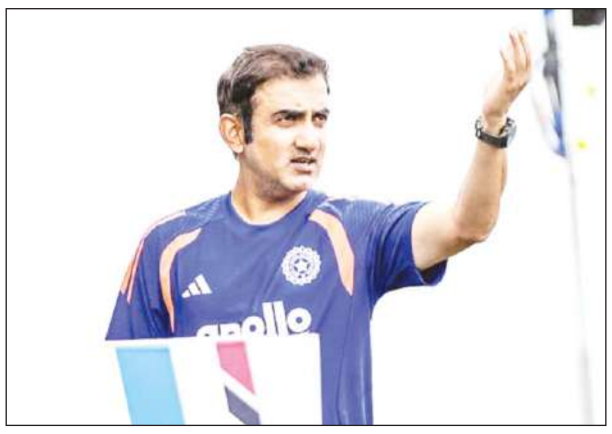

ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজে তিনি ভারতীয় দলের সঙ্গে থাকবেন। অন্য দিকে, এশিয়ান গেমসে ভারতীয় ক্রিকেট দলের দায়িত্ব নেবেন ভিভিএস লক্ষ্মণ। পিটিআই-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, দলের কোচিং স্টাফে থাকবেন সুনীল জোশী, হৃষিকেশ কানিতকর এবং শুভদীপ ঘোষ। এর পাশাপাশি বিসিসিআই-এর ক্রিকেট অপারেশনস বিভাগের মারুফ ফজনদার সাপোর্ট স্টাফের ‘টিম লিডার’ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এর আগে একাধিকবার ভারতীয় দলের কোচের দায়িত্ব সামলেছেন লক্ষ্মণ। এশিয়ান গেমসেও তাঁর অভিজ্ঞতাই কাজে লাগাতে চাইছে বিসিসিআই। এশিয়ান গেমস এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজ একই সময়ে হওয়াই গম্ভীরের পরিবর্তে লক্ষ্মণকে দায়িত্ব দেওয়ার মূল কারণ। ভারতীয় দলের দুটি আলাদা স্কোয়াড একই সময়ে দুই জায়গায় খেলবে। একটি দল জাপানে এশিয়ান গেমসে অংশ নেবে, অন্য একটি দল ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ খেলবে। তাই জাতীয় দলের নিয়মিত কোচ গৌতম গম্ভীর আইচি-নাগোয়ায় হতে চলা এশিয়ান গেমসে অংশ নেবেন না। দায়িত্ব সামলাবেন ভিভিএস লক্ষ্মণ। বিসিসিআই-এর পক্ষ থেকে লক্ষ্মণকে ভারতীয় ক্রিকেটে আরও বড় দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়েও নাকি আলোচনা হয়েছে। এশিয়ান গেমসে অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে তাঁর নিয়োগ সেই সম্ভাবনাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রথম সেট হেরেও দুরন্ত কামব্যাক আলকারাজের!

সংবাদ সংস্থা, নিউ ইয়র্ক, ৩ সেপ্টেম্বরঃ শুরুতে কিছুটা নড়বড়ে। প্রথম সেট হেরে রীতিমতো চাপে পড়ে গিয়েছিলেন। তবে পরমুহূর্তেই চেনা ছন্দে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন। ইউএস ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে উঠলেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারাজ। অন্যদিকে, বিপক্ষকে উড়িয়ে দিয়ে অনায়াস জয়ে তৃতীয় রাউন্ডে পৌঁছেছেন মহিলাদের সিঙ্গলসের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আরিনা সাবালেঙ্কা। দীর্ঘদিন পর ফ্ল্যাশিং মিডোজের তৃতীয় রাউন্ডের টিকিট পাকা করলেন গ্রিক তারকা স্তেফানো চিচিপাসও। পর্তুগালের জেইম ফারিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম সেটে হাতছাড়া করেন কার্লোস আলকারাজ। কিন্তু এরপরই ঘুরে দাঁড়ান বিশ্বের দু’নম্বর তারকা। লড়াই জিতে নেন ৪-৬, ৬-০, ৬-৩, ৬-২ গেমে। টুর্নামেন্টের প্রথম নাইট সেশনে খেলতে নেমেছিলেন তিনি। আলকারাজের কথায়, রাতের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে এবং ধৈর্য ধরতেই সাফল্য এসেছে। বলেন, ‘‘ম্যাচটা কঠিন ছিল। আমি ভালো অনুভব করছিলাম। তবে খুব তাড়াহুড়ো করে ফেলি। যার ফলে

প্রথম সেটে ব্রেক খোয়াতে হয়।’’ তবে দ্রুত নিজের ছন্দ ফিরে পান স্পেনীয় তারকা। ফারিয়ার ১৪০ মাইল গতির সার্ভের সামনে মাথা ঠান্ডা রাখাটাই ছিল চাবিকাঠি। দুরন্ত ড্রপ শট ও লবের কম্বিনেশনে ম্যাচে ফেরেন। কবজির চোট সারিয়ে পাঁচ মাস পর ফিরে টানা দুটি ম্যাচ জিতে ছন্দে রয়েছেন আলকারাজ। তৃতীয় রাউন্ডে চিনের উ ইয়িবিংয়ের মুখোমুখি হবেন তিনি। মহিলাদের সিঙ্গলসে দাপট অব্যাহত রাখলেন শীর্ষ বাছাই আরিনা সাবালেঙ্কা। আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে রাশিয়ার পোলিনা ইয়াতসেনকোকে মাত্র ৪৮ মিনিটে ৬-১, ৬-১ সেটে উড়িয়ে দেন তিনি। এই টুর্নামেন্টে টানা ১৬টি ম্যাচ জেতার রেকর্ড গড়লেন বেলারুশ তারকা। টানা তৃতীয়বার ইউএস ওপেন জেতার হাতছানি তাঁর সামনে। এই শিরোপা জিতলে তিনি সেরেনা উইলিয়ামস এবং ক্রিস এভার্টের মতো কিংবদন্তিদের সারিতে বসে পড়বেন। সাবালেঙ্কার কথায়, ‘‘আমি নিজের লেভেল নিয়ে দারুণ খুশি। ফোকাস ধরে রাখতে পেরেছি। নাইট সেশনে দর্শকদের সামনে খেলাটা সব সময়ই সেরা অভিজ্ঞতা।’’ দীর্ঘ পাঁচ বছর পর ইউএস ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে উঠলেন স্তেফানো চিচিপাস। লয়েড হ্যারিসের বিরুদ্ধে প্রথম সেট হেরেও ঘুরে দাঁড়ান তিনি। তিন ঘণ্টা ২৭ মিনিটের লড়াই শেষে ম্যাচ জেতেন ৬-৭(১), ৬-৩, ৭-৬(৪), ৬-৪ সেটে। ম্যাচে ১৫টি এস এবং ৫৭টি উইনার মারেন এই গ্রিক তারকা। পরবর্তী প্রতিপক্ষ চেক প্রজাতন্ত্রের জিরি লেহেকা।

আইএসএল-এ নামার আগে ধাক্কা, ব্যানড চার্চিল ব্রাদার্স

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বরঃ ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগ (আইলিগ) জয় নিয়ে বিতর্ক। ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে লড়ে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতে যাওয়ার পর অবশেষে আইএসএল খেলার গেট খুলেছে গোয়ার ঐতিহ্যবাহী দল চার্চিল ব্রাদার্সের। এ বার তারা জামশেদপুর এফসির লাইসেন্সে খেলবে আইএসএল। তবে ব্যাকডোর এন্ট্রি হলেও তাদের জন্য খারাপ খবর এল। গোয়ার এই ক্লাবকে প্লেয়ার রেজিস্ট্রেশন ব্যান করল ফিফা। ২ সেপ্টেম্বর, বুধবার এআইএফএফ একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে, যেখানে বলা হয়

চার্চিল ব্রাদার্স এফসি গোয়া দল নতুন প্লেয়ার সই করাতে পারবে না। ফেডারেশন জানিয়েছে, এই নির্দেশ গত ১ সেপ্টেম্বর ফিফা দিয়েছে এআইএফএফ-কে। কেন এই নিষেধাজ্ঞা তা অবশ্য ফেডারেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়নি। কতদিন নিষেধাজ্ঞা চলবে সেটাও জানানো হয়নি। ফিফা-র নিয়ম অনুযায়ী, কোনও ক্লাব যদি প্লেয়ারদের সই করানো সংক্রান্ত নিয়ম না মানে অর্থাৎ, বেতন বা চুক্তি নিয়ে নিয়ম অমান্য করে তা হলে তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এসব ক্ষেত্রে কোনও প্লেয়ারের থেকে অভিযোগ পেলে তার পর পদক্ষেপ করে ফিফা। এক্ষেত্রে কোন প্লেয়ার অভিযোগ জানিয়েছেন সেটা নিশ্চিত নয়। ফিফা-র ওয়েবসাইটে জানানো হয়েছে, চার্চিল ব্রাদার্সকে তিনটে পিরিয়ডের জন্য ব্যান করা হবে। যার অর্থ, ২০২৮ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত নতুন প্লেয়ার সই করাতে পারবে না। চার্চিলের পাশাপাশি আরও একাধিক ক্লাবকে আগেই ব্যান করেছিল ফিফা। তালিকায় রয়েছে মুম্বই এফসি ও চেন্নাই সিটি এফসি (অনির্দিষ্টকালের জন্য)। মহামেডান এসসি (২ পিরিয়ড)। ইন্টার কাশী ও চার্চিল ব্রাদার্স (৩ পিরিয়ড)। জামশেদপুরের থেকে স্পোর্টিং লাইসেন্স পাওয়ার পর চার্চিল এখন আইএসএল-এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। সেই কারণে দল গঠন দ্রুত শুরু করতে হবে তাদের। তা আর করতে পারবে না। ফলে আগের চুক্তিবদ্ধ প্লেয়ারদের নিয়েই তাদের খেলতে হবে। এর মাঝে যদি সব সমস্যা বকেয়া মিটিয়ে দেয় চার্চিল তা হলেই তারা অনুমতি পাবে প্লেয়ার সই করানোর। এই সাসপেশনশের জন্য তাদের আইএসএল-এ খেলতে বারণ করা হবে কি না সেটা নিশ্চিত নয়।

দলীপ ফাইনালের আগেই বাজিমাত, অভিজ্ঞদের টপকে শীর্ষে বৈভব

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বরঃ শেষ পর্বে দলীপ ট্রফির লড়াই। রবিবার অর্থাৎ, ৬ সেপ্টেম্বর ফাইনালে মুখোমুখি হবে ইস্ট জোন ও সাউথ জোন। ফাইনালে বৈভব সূর্যবংশী, ঈশান কিষান, তিলক বর্মা, শাহবাজ আহমেদদের দেখা যাবে। আর এই ফাইনালের আগে অভিজ্ঞ প্লেয়ারদের ছেড়ে শীর্ষে বৈভব সূর্যবংশী। এ বার দলীপ ট্রফিটা ঈশান কিষানের কাছে অন্যতম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এর কারণ, অবশ্যই অধিনায়কত্ব পাওয়া। ঈশান কিষানের চোটের জন্য তাকে অধিনায়কত্ব দেওয়া হলে সেটা দক্ষতার সঙ্গে তা পালন করে। শুধু তাই নয়, বৈভবের ডিআরএস-এর সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশংসা শুরু হয়েছে। অধিনায়কত্বের পাশাপাশা বৈঠক ব্যাট হাতেও দাপট দেখিয়েছে। ফাইনালের আগে তার স্ট্রাইক রেট বাকিদের থেকে অনেকটা বেশি। বর্তমানে চলতি দলীপ ট্রফিতে স্ট্রাইক রেটের দিক থেকে শীর্ষে রয়েছে বৈভব এবং রিঙ্কু সিং প্রথম ১০-এর বাইরে রয়েছেন। তালিকায় রয়েছেন ঈশান কিষান, ঋতুরাজ গায়কোয়াড়, আয়ুষ বাদোনির মতো ব্যাটাররা। দলীপ ট্রফিতে দুটো ম্যাচ খেলে মোট ১৪০ রান করেছে বৈভব। স্ট্রাইক রেট ১০৭.৬৯। এর পর রয়েছেন অংশুল কম্বোজ। ২ ম্যাচে ১২০ রান করে ১০০ স্ট্রাইক রেট তাঁর। এর পর আয়ুষ বাদোনি ৮২.৭২ স্ট্রাইট রেটে রয়েছেন ১৩৪ রান করে। ১১ নম্বরে রয়েছেন রিঙ্কু সিং (৬৬.৬৭ স্ট্রাইক রেট)।

ফের ব্রাত্য সামি, কাউন্টি খেলেও বাদ আকিব

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৩ সেপ্টেম্বরঃ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পৌঁছতে গেলে বাকি সাতটি ম্যাচের প্রতিটাই কার্যত নকআউটের সমান ভারতের কাছে। জয় ছাড়া গতি নেই। তাই নিউ জিল্যান্ড সফরে সাফল্যই এখন পাখির চোখ শুবমান গিলের নেতৃত্বাধীন টিম ইন্ডিয়ার। তবে বিদেশের মাটিতে গুরুত্বপূর্ণ এই সফরেও উপেক্ষিত থাকতে চলেছেন মহম্মদ সামি। একাধিক রিপোর্টে প্রকাশ, কিউয়িদের বিরুদ্ধে খেলার জন্য ইতিমধ্যেই পাঁচ পেসারকে বেছে নিয়েছে বিসিসিআই। ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো পারফর্ম করেও সেই তালিকায় নাকি জায়গা পাননি সামি। বাদ পড়েছেন কাউন্টি খেলতে যাওয়া আকিব নবিও। কারা রয়েছেন লিস্টে? ভারতীয় দল অক্টোবরের শেষ দিকে নিউ জিল্যান্ড সফরে যাবে। সেখানে প্রথমে পাঁচটি করে টি-টোয়েন্টি এবং ওডিআই ম্যাচ খেলবে ভারত। এর পরে ১৫ নভেম্বর থেকে শুরু হবে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। নিউ জিল্যান্ডের পেস-সহায়ক ‘গ্রিন টপ’ উইকেট এবং পরিবেশের কথা মাথায় রেখে দুই টেস্টের জন্য পাঁচজন পেসারকে বেছে নিয়েছেন নির্বাচকরা, এমনটাই জানা গিয়েছে এক সংবাদপত্রের এক রিপোর্টে। সেই তালিকায় রয়েছেন জশপ্রীত বুমরা, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, গুরনূর ব্রার এবং আকাশ দীপ। অর্থাৎ এই তালিকায় জায়গা হয়নি অভিজ্ঞ পেসার মহম্মদ সামি এবং জম্মু-কাশ্মীরের আকিব নবির। ঘরোয়া ক্রিকেটে পারফর্ম করেও মহম্মদ সামির জায়গা না পাওয়া নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। ভারতের হয়ে ৬৪টি টেস্টে ২২৯টি উইকেট নিয়েছেন শামি। নিউ জিল্যান্ডের মাটিতে চারটি টেস্ট খেলে পেয়েছেন ১৫ উইকেট। সম্প্রতি ঘরোয়া ক্রিকেটেও নিজের ফর্মের প্রমাণ দিয়েছেন বাংলার এই অভিজ্ঞ পেসার। দলীপ ট্রফির সেমি ফাইনালে পূর্বাঞ্চলের হয়ে পাঁচটি উইকেট নিয়েছেন তিনি। অভিজ্ঞতা এবং বিদেশের মাটিতে দারুণ রেকর্ড সত্ত্বেও নিউ জিল্যান্ড সফরের জন্য ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের পরিকল্পনায় নেই সামি, এমনটাই রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে। সামির পাশাপাশি জম্মু-কাশ্মীরের পেসার আকিব নবিও নির্বাচকদের ভাবনায় নেই বলে জানা গিয়েছে। ২০২৫-২৬ মরশুমে রঞ্জি ট্রফিতে সর্বোচ্চ উইকেটপ্রাপক ছিলেন তিনি। তাঁর পারফরম্যান্সের সুবাদেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল জম্মু-কাশ্মীর। সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে প্রথম ভারতীয় দলে ডাক পেয়েছিলেন তিনি। তবে ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি। কিউয়ি সফরের কথা ভেবে তাঁকে ইংল্যান্ডে কাউন্টি ক্রিকেট খেলতেও পাঠায় বিসিসিআই। তবে তাতেও লাভ হয়নি।

খেলোয়াড় বেচে কাদের পকেট সবচেয়ে বেশি ভারী হয়?

নিজস্ব প্রতিবেদন

দলবদলের বাজারে বড় অঙ্কের কেনাকাটার খবরই সাধারণত বেশি আলোচনায় থাকে। কিন্তু খেলোয়াড় বিক্রি করেও যে ক্লাবগুলো বড় আয় করে, সেই তালিকাটিও কম চমকপ্রদ নয়। এক দলবদল উইন্ডোতে সবচেয়ে বেশি আয় করা ক্লাবগুলোর তালিকায় পুরোনো কিছু নামের সঙ্গে এবার জায়গা করে নিয়েছে কয়েকটি নতুন ক্লাব। দেখা যাক শীর্ষ ১০ ক্লাব কারা।

১০. ডর্টমুন্ড (২০১৭-১৮)

২০১৭-১৮ মরসুমে খেলোয়াড় বিক্রির বাজারে ডর্টমুন্ডের আয় ছিল ২৮ কোটি ৩৯ লাখ ইউরো। সে সময় জার্মান ক্লাবটি সবচেয়ে বেশি অর্থ পেয়েছিল উসমান দেম্বেলেকে বার্সেলোনায় বিক্রি করে। পাশাপাশি পিয়েরে-এমেরিক অবামেয়াং, রোমেলু লুকাকুদেরও বিক্রি করা হয় ওই মরসুমে।

৯. বেনফিকা (২০২২-২৩)

খেলোয়াড় তৈরি করে বড় ক্লাবে বিক্রি করা বেনফিকার দীর্ঘদিনের ব্যবসায়িক মডেল। এর বড় উদাহরণ ২০২২-২৩ মরসুম। ওই মরসুমে খেলোয়াড় বিক্রি থেকে পর্তুগিজ ক্লাবটির আয় ছিল ২৮ কোটি ৮৯ লাখ ইউরো। সবচেয়ে বড় অঙ্কটি আসে এনজো ফার্নান্দেজকে চেলসির কাছে বিক্রি করে। বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডারের জন্য চেলসি ১২ কোটি ১০ লাখ ইউরো দেয়। এ ছাড়া গনসালো রামোস, আলেহান্দ্রো গ্রিমালদো ও আরও কয়েকজন খেলোয়াড়ের দলবদল থেকেও বেনফিকা বড় অঙ্কের অর্থ পায়।

৮. বোর্নমাউথ (২০২৫-২৬)

২০২৫-২৬ মরসুমে খেলোয়াড় বিক্রি করে ৩১ কোটি ৪ লাখ ইউরো আয় করে বোর্নমাউথ। ইংলিশ ক্লাবটির বড় কয়েকটি বিক্রিই এই অঙ্ককে এত ওপরে নিয়ে যায়। আঁতোয়ান সেমেনিওকে ম্যানচেস্টার সিটিতে ৭ কোটি ২০ লাখ ইউরোতে, ইলিয়া জাবার্নিকে পিএসজিতে ৬ কোটি ৩০ লাখ ইউরোতে এবং ডিন হুইসেনকে রিয়াল মাদ্রিদে ৬ কোটি ২৫ লাখ ইউরোতে বিক্রি করে বোর্নমাউথ। এ ছাড়া মিলোস কেরকেজ (লিভারপুলে) আর দাঙ্গো ওয়াতারাকে (ব্রেন্টফোর্ডে) বিক্রি করেও আসে প্রায় ৯ কোটি ইউরো।

৭. আতলেতিকো মাদ্রিদ (২০১৯-২০)

২০১৯-২০ মরসুমে নিজেদের কয়েকজন বড় তারকাকে বিক্রি করে ৩১ কোটি ৬৩ লাখ ইউরো আয় করে আতলেতিকো মাদ্রিদ। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল আঁতোয়ান গ্রিজমানের বার্সেলোনায় যাওয়া। ফরাসি ফরোয়ার্ডের জন্য বার্সেলোনা দেয় ১২ কোটি ইউরো। লুকাস এরনান্দেজকে বায়ার্ন মিউনিখে বিক্রি করে আতলেতিকো পায় ৮ কোটি ইউরো। ম্যানচেস্টার সিটিতে রদ্রির দলবদল থেকে আসে আরও ৭ কোটি ইউরো।

৬. পিএসজি (২০২৬-২৭)

চ্যাম্পিয়নস লিগজয়ী পিএসজি এবার নিজেদের স্কোয়াডের কয়েকজন খেলোয়াড়কে বিক্রি করে ৩৩ কোটি ৪৩ লাখ ইউরো আয় করেছে। সবচেয়ে বড় বিক্রি ব্র্যাডলি বারকোলা। ফরাসি ফরোয়ার্ডকে লিভারপুলে পাঠিয়ে পিএসজি পেয়েছে ১২ কোটি ৫০ লাখ ইউরো। গনসালো রামোস এসি মিলানে গেছেন ৭ কোটি ৪০ লাখ ইউরোতে। ইব্রাহিম এমবায়ে অ্যাস্টন ভিলায় গেছেন ৫ কোটি ৮০ লাখ ইউরোতে। এ ছাড়া রান্দাল কোলো মুয়ানি ৪ কোটি ১২ লাখ, কাং-ইন লি ৩ কোটি ৫০ লাখ ইউরোতে ক্লাব ছেড়েছেন।

৫. ম্যানচেস্টার সিটি (২০২৬-২৭)

এবারের দলবদলে ম্যানচেস্টার সিটির দলেও বড় পরিবর্তন এসেছে। খেলোয়াড় বিক্রি থেকে তাদের আয় ৩৩ কোটি ৭০ লাখ ২০ হাজার ইউরো। স্যাভিনিওকে টটেনহামে বিক্রি করে সিটি পেয়েছে ৮ কোটি ৭৭ লাখ ইউরো। নিকো গঞ্জালেস নিউক্যাসলে গেছেন ৫ কোটি ৬০ লাখ ইউরোতে। তিজানি রেইন্ডার্স, রদ্রি ও জেমস ট্র্যাফোর্ডের দলবদল থেকেও এসেছে বড় অঙ্কের অর্থ। ম্যানুয়েল আকাঞ্জি, নাথান একে ও ইসা কাবোরের বিক্রিও যোগ হয়েছে মোট আয়ে। তবে খেলোয়াড় কেনায় সিটি খরচ করেছে ৫২ কোটি ৬২ লাখ ইউরো। তাই বিক্রিতে এত আয় করেও তাদের দলবদল ব্যালেন্সে ঘাটতি ১৮ কোটি ৯১ লাখ ৮০ হাজার ইউরো।

৪. চেলসি (২০২৫-২৬)

খেলোয়াড় বেচাকেনাকে ক্লাব পরিচালনার নিয়মিত অংশ বানিয়ে ফেলা চেলসি এই তালিকায় একবার নয়, একাধিকবার আছে। ২০২৫-২৬ মরসুমে খেলোয়াড় বিক্রি করে তারা আয় করেছিল ৩৩ কোটি ৯২ লাখ ইউরো। ননি মাদুয়েকেকে আর্সেনালে ৫ কোটি ৬০ লাখ ইউরোতে বিক্রি করার পাশাপাশি ক্রিস্টোফার এনকুনকু, জোয়াও ফেলিক্স, দর্জে পেত্রোভিচ, লেসলি উগোচুকু, কিয়ারনান ডিউসবারি-হল, রেনাতো ভেইগা, আরমান্দো ব্রোয়াহ ও কার্নি চুকুয়েমেকার বিক্রি থেকেও বড় অঙ্কের অর্থ পেয়েছিল চেলসি। এই মরসুমে সর্বমোট ১৬ জন খেলোয়াড় স্টামফোর্ড ব্রিজ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।

৩. অ্যাস্টন ভিলা (২০২৬-২৭)

এবারের দলবদলে অ্যাস্টন ভিলা হারিয়েছে বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়। তবে বিনিময়ে পেয়েছে বিশাল অঙ্কের অর্থ-মোট ৩৬ কোটি ২ লাখ ইউরো। মর্গান রজার্সকে চেলসির কাছে ১৩ কোটি ৮০ লাখ ইউরোতে বিক্রি করেছে ভিলা। এজরি কনসা আর্সেনালে গেছেন ৫ কোটি ৯৬ লাখ ইউরোতে। ইউরি টিলেমানসের জন্য ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড দিয়েছে ৪ কোটি ১০ লাখ ইউরো। এ ছাড়া ওলি ওয়াটকিনস ৫ কোটি ৮০ লাখ, ডনিয়েল মালেন ২ কোটি ৫০ লাখ, এনজো বারেনেচিয়া ১ কোটি ২০ লাখ, লুইস ডবিন ১ কোটি ৫ লাখ, এমিলিয়ানো মার্তিনেজ ৭৫ লাখে ক্লাব ছেড়েছেন। ভিলার খেলোয়াড় বিক্রির আয় ৩৬ কোটি ২ লাখ ইউরো হলেও নতুন খেলোয়াড় কিনতে খরচ হয়েছে ৩০ কোটি ২ লাখ ইউরো।

২. মোনাকো (২০১৮-১৯)

গত বছর পর্যন্ত এক মরসুমে খেলোয়াড় বিক্রি থেকে সর্বোচ্চ আয়ের রেকর্ড ছিল মোনাকোর। ২০১৮-১৯ মরসুমে ফরাসি লিগের ক্লাবটি আয় করেছিল ৩৬ কোটি ৭২ লাখ ইউরো। এই আয়ের সবচেয়ে বড় অংশ এসেছিল কিলিয়ান এমবাপেকে পিএসজির কাছে বিক্রি করে। ১৮ কোটি ইউরোর সেই দলবদলই মোনাকোর মোট আয়ের প্রায় অর্ধেক। এ ছাড়া টমাস লেমারকে আতলেতিকো মাদ্রিদে ৭ কোটি ২০ লাখ ইউরোতে এবং ফাবিনিয়োকে লিভারপুলে ৪ কোটি ৫০ লাখ ইউরোতে বিক্রি করেছিল মোনাকো।

১. চেলসি (২০২৬-২৭)

এক মরসুমে খেলোয়াড় বিক্রি থেকে সর্বোচ্চ আয়ের নতুন রেকর্ড এখন চেলসির। ২০২৬-২৭ মরসুমের গ্রীষ্মকালীন দলবদলে ৪৪ কোটি ৭৮ লাখ ইউরোর খেলোয়াড় বিক্রি করেছে তারা। রেকর্ড হয়ে যাওয়ার মূলে দলবদলের শেষ দিনে এনজো ফার্নান্দেজের বিক্রি। আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডারের জন্য ম্যানচেস্টার সিটি দিয়েছে ১৪ কোটি ৫০ লাখ ইউরো। এনজো ছাড়াও আন্দ্রে সান্তোসকে ৫ কোটি ৬৩ লাখ, নিকোলা জ্যাকসনকে ৫ কোটি ৫৫ লাখ, মার্ক কুকুরেয়াকে ৫ কোটি ৫০ লাখ এবং লিয়াম ডেলাপকে ৫ কোটি ২০ লাখ ইউরোতে বিক্রি করেছে চেলসি। তবে চেলসির খেলোয়াড় কেনায় খরচও এবার কম নয়। ৪০ কোটি ৬৭ লাখ ইউরো ব্যয় করে দলটি দলবদলের বাজার শেষ করেছে ৪ কোটি ১১ লাখ ইউরো ব্যালেন্স নিয়ে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com